আইনে রাসূল
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আদর্শ পুরুষ

الرجل المثالى

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আদর্শ পুরুষ
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

প্রকাশক :
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহ মখদুম, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ :
ছফর ১৪৩৩ হিজরী
জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী
পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ :
তূবা কম্পিউটার
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহ মখদুম, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ ডিজাইন :
সুলতানুল ইসলাম, কালার গ্রাফিক্স
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫৮৪৫৫৮৪।

মুদ্রণ :
সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

ADARSA PURUSH
Written & Published by Abdur Razzaque bin Yusuf, Member Darul Ifta, Hadith Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi. Mobile: 01717-088967. Fixed Price : Tk. 50.00 Only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

إِنَّ اَلْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

পৃথিবীর সূচনা কাল হতেই অদ্যাবধি বহু পুরুষ মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ ও বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত। ইসলামের আলোকে তাদের অনেকেই আদর্শ পুরুষ নয়। বরং আদর্শ পুরুষ হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভাষায় আদর্শ। যেমন আল্লাহ বলেন, صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ 'তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। তাঁর চেয়ে আর উত্তম গুণ কার আছে? আর আমরা তাঁর উদ্দেশ্যেই ইবাদতকারী' *(বাক্বারাহ ১৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনীতে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ তথা ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ, কোন ধর্মযাজক, কোন অলী-আউলিয়া, কোন বুদ্ধিজীবির মতবাদ গ্রহণ করা যাবে না। সেগুলি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভাষায় আদর্শ নয়। তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যও নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করে তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত' *(আলে ইমরান ৮৫)*। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ জগৎসংসারে পুরুষই প্রধান। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে, নৈতিকতা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা যেমন পুরুষের, তেমনি অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে, অরাজকতা ও দুর্নীতি প্রসারে, সকল প্রকার দুর্ঘটনা ঘটাতে পুরুষের ভূমিকাই অত্যধিক। পরিবারের প্রধান হিসাবে পুরুষ যদি ভাল হয়, তাহলে পরিবার ভাল চলে, পরিবারের সদস্যরাও ভাল হয়। অন্যথা পরিবার ও পরিবারের সদস্যরা ঠিক পথে চলে না। সংসারে লেগে থাকে অশান্তি, কলহ-বিবাদ।

আল্লাহ পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। কিন্তু নারী-পুরুষের সৃষ্টি কৌশলে তারতম্য রয়েছে। এজন্য যে, তারা যেন একে অপরের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। শক্তি-সামর্থ্য পুরুষের বেশী, বুদ্ধিমত্তায়ও পুরুষ অগ্রগামী। তাই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়া ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য পুরুষকেই দায়িত্ব দিয়েছেন। পুরুষ সে দায়িত্ব পালন না করলে কিংবা সে দায়িত্ব অন্য কেউ হরণ করলে, পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। বজায় থাকতে পারে না স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা। দূরীভূত হতে পারে না অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুরুষরা তাদের গোলামে পরিণত হয়ে জীবন যাপন করছে। এর কারণে পৃথিবীর শান্তি আজ দূরীভূত হয়েছে। সর্বত্র হানাহানি, খুনাখুনি বিরাজ করছে। এই অরাজক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পুরুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি, অরাজকতা দূরীভূত হবে। ফিরে আসবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা। পৃথিবীর সর্বত্র সম্ভব না হলেও অন্ততঃ মুসলিম দেশের মুসলিম নাগরিকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শে তথা ইসলামের আদর্শে আদর্শিত হয়ে তাদের হারানো কর্তৃত্বকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে তাদের নিজের জীবনে এবং দেশ ও জাতির মধ্যে ফিরে আসবে শান্তি।

সাথে সাথে নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমলকে ঢেলে সাজাতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা অহি-র আলোকে। বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ নয়; বরং ইসলামের বিধানকে মেনে নিয়ে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কাজ করতে পারলে ইহকাল ও পরকাল সুন্দর ও সুখময় হবে।

ইসলামী আদর্শের অনুসারী হয়ে নারী-পুরুষ যেন সুখময় জীবনের সন্ধান পায় এজন্য ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই বইয়ে। যে আদর্শ একজন পুরুষের মধ্যে থাকা যরূরী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত, সহজ ও সাবলীল বাংলা ভাষায় উপস্থাপিত এই বইটি সকলের জন্য সুখপাঠ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহর অশেষ কৃপায় 'আদর্শ পুরুষ' বইটি প্রকাশিত হ'ল- *ফালিল্লাহিল হামদ*। বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিনী উম্মু মরিয়ম। সে আমার অন্যান্য বইগুলিতেও যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছে। আমি তার জন্য প্রাণখোলা দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাকে এর উত্তম পারিতোষিক দান করেন এবং আমার লেখনীর কাজে আরো সহযোগিতা করার তাওফীক্ব দান করেন-আমীন!

বইটি প্রকাশে আমাকে আরো সহযোগিতা করেছেন মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। আল্লাহ তাঁকেও জাযায়ে খায়ের দান করুন। এছাড়া আরো অনেকে বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার জন্য দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন- আমীন!

অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণ অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সাদরে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। বইটি পাঠ করে মুসলিমগণ যদি নিজেদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশে ইসলামী ভাবধারা ফুটে ওঠে তাহলে আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করুন-আমীন!

॥লেখক॥

আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট্য

মানবিক উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, নৈতিকতার বিশেষণে ভূষিত ও উত্তম চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত মানুষকেই আদর্শ মানুষ বলা যায়। এই আদর্শ মানুষই সমাজের মূলভিত্তি। এদের দ্বারাই সমাজ সুন্দরভাবে চলে। মানবতা হয় উপকৃত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে সে নিবেদিত হয়। এসব গুণে কোন পুরুষ গুণান্বিত হলে তাকেই আদর্শ পুরুষ বলে। আদর্শ সন্তানের জন্য যেমন আদর্শ মায়ের দরকার, আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য যেমন আদর্শ নারী-পুরুষ দরকার; তেমনি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য আদর্শ পুরুষ দরকার। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকে পুরুষরাই। দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ যেমন পুরুষদেরকেই নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি তিনি পুরুষদেরকেই কর্তৃত্বশীল করেছেন। তাই দেশ-জাতি, সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পুরুষদেরকে আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। তাহলে তাদের দ্বারা ব্যক্তি-ব্যষ্টি, সমাজ-রাষ্ট্র সবাই কল্যাণ লাভ করবে, সবাই সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এখানে আদর্শ পুরুষের কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল।-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِيْ ظِلِّه يَوْم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَام عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَة اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ، وَرَجُلاَن تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَب وَجَمَال، فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁরছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁরজন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে

পারে না তার ডান হাত কি দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

এই হাদীছে বর্ণিত সাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ নেতা/শাসক ও মসজিদের সাথে অন্তর সম্পৃক্ত থাকা কেবল পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। বাকী গুণগুলো নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন্যায়পরায়ণ শাসক বা নেতা দুনিয়ার জন্য নে'মত। কারণ তার মাধ্যমে মানুষ শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে। সুতরাং সমাজ বা দেশের নেতৃত্ব দিতে কিংবা শাসন করতে সর্বদা সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আদর্শ পুরুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (২) যৌবনকাল মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় ইবাদত করা অত্যন্ত কঠিন। এ কারণে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের মাঠে পাঁচটি জিনিস জিজ্ঞেস করার পূর্বে আদম সন্তানের পা নড়াচড়া করার সুযোগ পাবে না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার যৌবন কাল কোন পথে অতিবাহিত করেছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭)*। (৩) যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের পর মসজিদে বসে আল্লাহ যিকর (স্মরণ) করে, সে ব্যক্তি সেই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭২৬)*। (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালবাসে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমন মানুষকে আল্লাহ ভালবাসেন, ফেরেশতাগণ ভালবাসেন এবং সকল মানুষ ভালবাসেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৪-৭)*। (৫) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয় বা কাঁদে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তার জাহান্নামে যাওয়া অনুরূপ অসম্ভব যেমন গাভীর বাট থেকে দুধ বের হওয়ার পর পুনরায় ভিতরে ঢুকানো অসম্ভব' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৮২৮)*। (৬) যে ব্যক্তি যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের যামিন হবে, আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার যামিন হব। তার একটি হচ্ছে যেনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অপরটি হচ্ছে পরনিন্দা হতে মুক্ত থাকতে হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১২)*। (৭) যারা গোপনে দান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জান্নাত পাওয়ার জন্য দান-ছাদাক্বাহ হচ্ছে দলীল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*। এসব গুণের অধিকারী মানুষই হচ্ছে আদর্শ পুরুষ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ– 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বের করে দেয় না, এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে

আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(মুমতাহানা ৮)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ সুবিচারকে আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর এ সুবিচার শুধু মুসলিমের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়; বরং যেসব অমুসলিম মুসলমানদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করে না তাদের সাথেও ন্যায়ানুগ আচরণ ও সুবিচার করার জন্য আল্লাহ বলেছেন। সুবিচার আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় বৈশিষ্ট্য।

পরহেযগার ব্যক্তি আদর্শ পুরুষ

কুরআন হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, পরহেযগার ব্যক্তি আদর্শবান। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকেই সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন। নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে বিভিন্ন সময়ে পরহেযগার হওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত' *(হুজুরাত ১৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা পরহেযগার মানুষকেই সবচেয়ে বড় সম্মানিত মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অত্র আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, বংশ মর্যাদা সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয় এবং নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াও সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয়। মানুষ কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে ইহাকাল ও পরকালে সম্মান লাভ করতে পারে।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটা ভয় তাঁকে করা উচিৎ। আর তোমরা খাঁটি মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না' *(আলে ইমরান ১০২)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ভয় করার জন্য আদেশ করেছেন। আর যারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে তারাই খাঁটি মুসলিম। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাহকে যথা সম্ভব ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্য অনুযায়ী পরহেযগারিতা অবলম্বন করার জন্য আদেশ করেছেন।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৭০)*। এ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে বলেন এবং সত্য কথা বলতে আদেশ করেন। এখানে আল্লাহ আদর্শ পুরুষের দু'টি গুণ উল্লেখ করেছেন। (১) পরহেযগারিতা অবলম্বন করা (২) সত্য কথা বলা। এ দু'টি বর্তমান সমাজে উপেক্ষিত। ফলে দেশ ও জাতি অধঃপতনের অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি সমাজদেহকে করছে কলুষিত। দেশের প্রতিটি সেক্টর আজ দুর্নীতির করাল গ্রাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে মিথ্যা পরিহার করা এবং আল্লাহভীতি অর্জন করা। তাহলে দেশে শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।

অপর এক আয়াতে পরহেযগারিতা অবলম্বনের উপকারিতা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড দান করবেন। তোমাদের পাপ মিটিয়ে দিবেন। আর তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ২৯)*।

অত্র আয়াতে চারটি জিনিসের কথা বলেছেন- (১) পরহেযগার হতে বলেছেন (২) বিনিময়ে আল্লাহ মানদণ্ড দিবেন (৩) পাপ মিটিয়ে দিবেন (৪) ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহভীতি বা তাকওয়া মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। আর তাকওয়া মানুষের জীবিকার গ্যারান্টি হতে পারে।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 'যার কর্ম তাকে পিছে সরিয়েছে, তার বংশ মর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

মানুষ তার বংশ মর্যাদা দ্বারা সম্মান লাভ করতে পারে না। কেবল তাক্বওয়া দ্বারা ইয্যত-সম্মান লাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে অধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*।

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ– ‘যে লোক আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে, আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন না কোন পথ করে দেন। আর তাকে এমনভাবে রুযী দেন যে সে ধারণাও করতে পারে না। যে লোক আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট’ *(তালাক্ব ২-৩)*।

এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, মানুষ পরহেযগার হলে আল্লাহ তার দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সব ধরনের পথ সহজ করে দেন।তাকে এমনভাবে রুযী দেন যে, সে তার রুযীর বিষয়টি ধারণা করতে পারে না। আর পরহেযগারিতার বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ‘যে লোক আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ ও সুবিধাজনক করে দেন’ *(তালাক্ব ৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন, যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ‘যে লোক পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার পাপ মিটিয়ে দেন এবং তাকে বড় প্রতিদান প্রদান করেন’ *(তালাক্ব ৫)*। অত্র আয়াতে তাকওয়া অবলম্বন করার দু'টি বড় ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের পাপ মিটিয়ে দেন। (২) আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারীকে বড় প্রতিদান দেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ- ‘আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। হে জ্ঞানী মানুষ! তোমরা আমাকে ভয় কর’ *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাক্বওয়াকে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় বলেছেন। আর আল্লাহ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ‘আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল মানুষের সাথে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ১৯৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৭৬)*। উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করার জন্য তাকওয়াই হচ্ছে বড় মাধ্যম।

নবী কারীম (ছাঃ) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا-

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য বলেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ أَوْ قَبْرِيْ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا-

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ইয়ামান পাঠান, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য তার সাথে বের হলেন। মু'আয সওয়ারীর উপরে আরোহন করলেন এবং নবী করীম (ছাঃ) সওয়ারীর নীচে ছিলেন। তিনি উপদেশ শেষে বললেন, মু'আয! সম্ভবত এ বছরের পর তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবে। মু'আয (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর বিচ্ছিন্নতায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এবং মদীনার দিকে ফিরে দেখলেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ হচ্ছে আমার পরিবার, তারা মনে করে মানুষের মধ্যে তারাই সবচেয়ে আমার নিকটে। অথচ তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরাই সবচেয়ে আমার নিকটে। তারা যেই হোক না কেন, যেখানেই হোক না কেন'? *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৪৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) মু'আয ইবনে জাবালকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। তার প্রতি শেষ উপদেশ ছিল পরহেযগার হওয়ার। তিনি

পরহেযগার ব্যক্তিকে তাঁর সবচেয়ে নিকটে বলেছেন। তিনি তাঁর পরিবারকে প্রাধান্য দেননি।

রাসূল (ছঃ) তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রাঃ)-কে তাক্বওয়ার উপদেশ দেন। এমর্মে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِيْ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّيْ لاَ أُرَى الْأَجَلَ إِلاَّ قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِيْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِيْ رَأَيْتِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সকল স্ত্রী একদা তাঁর নিকট ছিলাম। এ সময় ফাতিমা (রাঃ) আসলেন। তার চলার ভঙ্গি রাসূল (ছাঃ)-এর চলার ভঙ্গির সাথে স্পষ্ট মিল ছিল। যখন তিনি তাকে দেখলেন তখন বললেন, হে আমার কন্যা! তোমার আগমন মুবারক হোক। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তাকে তাঁর ডানে অথবা বামে বসালেন। তারপর চুপে চুপে তাকে কিছু বললেন, এতে ফাতিমা ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর যখন তার অস্থিরতা দেখলেন, তিনি পুনরায় তার কানে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা হেসে উঠলেন। আমি তাকে বললাম, রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে তোমাকে খাছ করে চুপে চুপে কিছু বললেন, তুমি এতে কেঁদে উঠলে। অতঃপর নবী

করীম (ছাঃ) সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি ফাতিমাকে বললাম, নবী করীম (ছাঃ) তোমাকে কি বললেন? ফাতিমা বলল, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর গোপন কথা ফাঁস করব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন। তারপর আমি ফাতিমাকে বললাম, তোমার উপর আমার যে অধিকার রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, রাসূল (ছাঃ) তোমাকে চুপে চুপে যা বলেছেন, তা আমাকে বল। ফাতিমা বলল, এখন সে কথাটি প্রকাশ করতে কোন আপত্তি নেই। প্রথম বার তিনি আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, জিবরাঈল প্রতিবছর আমার সামনে কুরআন একবার পেশ করেন। কিন্তু এবার তিনি দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি মনে করছি আমার মরণের সময় নিকটে চলে এসেছে। অতএব ফাতিমা তুমি আল্লাহকে ভয় কর, পরহেযগার হও এবং ধৈর্য ধারণ কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রযাত্রী। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর যখন তিনি আমার অস্থিরতা দেখলেন, তখন দ্বিতীয় বার আমাকে চুপে চুপে বললেন, ফাতিমা তুমি খুশী হবে না যে, তুমি মুমিন নারীদের সরদার অথবা এ উম্মতের নারীদের সরদার। তখন আমি হাসতে লাগলাম। যে হাসি আপনি দেখলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭৮)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার জন্য আদেশ করেন।

ছাহাবীগণ উপদেশ চাইলে নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে তাক্বওয়াশীল হতে বলেন,

عَنِ الْعِرْبَاضِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

ইরবায ইবনে সারিয়া (ছাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের ছালাত আদায় করালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন এক মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন, যাতে চক্ষু সমূহ অশ্রু প্রবাহিত করল এবং অন্তর সমূহ ভীত-বিহ্বল হল। এ সময়ে এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! এ মনে হচ্ছে বিদায় গ্রহণের শেষ উপদেশ। আমাদের আরও কিছু উপদেশ দিন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার, তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ

দিচ্ছি এবং নেতার কথা শুনতে ও তার আনুগত্য করতে উপদেশ দিচ্ছি, নেতা বা ইমাম হাবশী গোলাম হলেও। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমারা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে শক্তভাবে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কথা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’ *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৫৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল উপদেশের মূল হচ্ছে তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ প্রদান করা। তাক্বওয়া মানুষকে সকল প্রকার অপসন্দনীয় কথা ও কাজ হতে বিরত রাখতে পারে এবং তাক্বওয়া মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।

তাক্বওয়া জান্নাত লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম

এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে আদর্শ পুরুষের চারটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে। (১) তাকওয়া বা আল্লাহভীতি (২) উত্তম চরিত্র (৩) মুখ নিয়ন্ত্রণ (৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত। এসব বিষয় কেউ অবলম্বন করতে পারলে সে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তার দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে এবং সবাই তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হলে তাদের দ্বারা অন্যরা নির্যাতিত হবে না। সবাই শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি হবে জান্নাতী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন লোকটি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন, যে লোক আল্লাহকে বেশী ভয় করে বা তাক্বওয়াশীল, সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৭৬)*। অত্র হাদীছে পরহেযগার ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা সম্মানী বলা হয়েছে।

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى-

হাসান বাছারী সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মান-মর্যাদা হল ধন-সম্পদ। আর ভদ্রতা-নম্রতা হল তাক্বওয়া অবলম্বন করা' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৮৮)*। মানুষ কিভাবে ভদ্র-নম্র হতে পারে এ হাদীছে তার স্পষ্ট বিবরণ পেশ করা হয়েছে। পরহেযগারিতা ছাড়া মানুষ ভদ্র হতে পারে না। আর পরহেযগার মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে ভদ্র বলা যায় না। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বিচার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাকওয়াই মানুষকে শালীন-ভদ্র করে গড়ে তোলে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنِيْ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ وَالتَّقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيلاً-

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের বংশ পরিচয় এমন কোন বস্তু নয় যে, তার কারণে তোমরা অন্যকে গালমন্দ করবে। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। দাড়িপাল্লার উভয় দিক যেমন সমান থাকে, যখন তোমরা পূর্ণ করনি। দ্বীন ও তাক্বওয়া ছাড়া একজনের উপর আর একজনের কোন মর্যাদা নেই। তবে কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য অশ্লীল বাকচারী ও কৃপণ হওয়াই যথেষ্ট' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, বংশের নিন্দা করা যাবে না। আর পাল্লার উভয় দিক যেমন সমান, তেমনি আদম সন্তান হিসাবে সকল বংশের মানুষই সমান। সুতরাং একমাত্র তাক্বওয়াই হল উচু-নীচু মান নির্ধারণের মাধ্যম। এ হাদীছে উল্লেখিত দু'টি দোষ মানুষের অভদ্র হওয়ার মাধ্যম। (১) অশ্লীল বাকচারী (২) কৃপণ। যাকে তাকে যখন তখন যথেচ্ছা গালিগালাজ করা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা অভদ্রতা। এগুলি পরিহার করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৭৯৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। আর পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে স্বেচ্ছায় খাদ্য দেয়া যাবে না। তবে পরহেযগার ছাড়া কেউ যদি চায় তাহলে তাকে সাধ্যমত দান করতে হবে। আল্লাহর বাণী, 'আপনি সায়েলকে ধমক দিবেন না' *(যুহা ১০)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا-

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানে যেভাবে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। কোন কারণ বশত পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর ভাল কাজ করবে। তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেখানে যেভাবেই থাকবে সেখানে সে অবস্থাতেই পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে হবে। আর যে কোন অপসন্দনীয় কথা ও কাজের পর পুণ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহভীতি যার

আল্লাহভীতি আদর্শ মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি। তাক্বওয়াশীল মানুষই জান্নাতে যাবে। এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গাভীর বাট থেকে দুধ বের করে তা পুনরায় ভিতরে ঢোকানো যেমন অসম্ভব, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়া তেমনি অসম্ভব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নত মুখে লুটিয়ে পড়ে এবং কান্নার শব্দ শুনে তাদের নিবিড় আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১০৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ، وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ، فَاسْجُدُوْا لِلَّـهِ

–وَاعْبُدُوْا ‘তোমরা ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ, হাসছ অথচ কাঁদছ না? আর গান-বাজনায় মত্ত হয়ে এসব এড়িয়ে যাচ্ছ। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধুলায় লুটিয়ে পড় এবং তাঁর ইবাদতে মগ্ন হও’ *(নাজম ৫৯-৬২)*।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে আল্লাহ তার সকল বিষয় সমাধান করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ– ‘যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং এমন সূত্রে তাকে রিযিক দেন যার কল্পনা সে করেনি’ *(তালাক ২-৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ– ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে (ভাল-মন্দের) পার্থক্যকারীর যোগ্যতা দান করবেন। তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মর্যাদার অধিকারী’ *(আনফাল ২৯)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিৎ। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না’ *(আলে ইমরান ১০২)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করতে হবে। আর তাঁকে যে ভয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে মর্যাদা দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু’ *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)*।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, –وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ‘আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু’টি জান্নাত’ *(আর-রহমান ৪৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِيْ ظِلِّه يَوْم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَام عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْه، وَرَجُلاَن تَحَابًّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفَرَّقَا عَلَيْه، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَال، فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁরছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁরজন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়’ *(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭০৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না’ *(আত-তারগীব হা/৪৭০৯)*।

আনাস (রাঃ) ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দুই শ্রেণীর চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না। ১. যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়। ২. যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে’ *(আত-তারগীব হা/৪৭১১)*।

মু‘আবিয়া ইবনু হায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না। এক. যারা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়। দুই. যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। তিন. যারা বেগানা নারীকে দেখে চক্ষু নীচু করে’ *(আত-তারগীব হা/৪৭১৩)*।

আবু ওমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট দু'টি ফোটা বা বিন্দু এবং দু'টি চিহ্নের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। ১.আল্লাহর ভয়ে চক্ষু হতে প্রবাহিত পানির ফোঁটা। ২. আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর প্রিয় চিহ্ন হচ্ছে আল্লাহর পথে জখমের চিহ্ন এবং আল্লাহর ফরয আদায় করতে করতে পায়ে বা কপালের চিহ্ন' *(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭১৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনজনের তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, আমি এক দিনের জন্য একজন দিন মজুর নিয়েছিলাম। সে আমার অর্ধ দিন কাজ করেছিল। আমি তাকে মজুরি দিলাম। সে অসন্তুষ্ট হল এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করল না। আমি সে পয়সাকে বাড়ালাম। শেষ পর্যন্ত তা প্রচুর সম্পদে পরিণত হল। তারপর হঠাৎ একদিন এসে সে তার পারিশ্রমিক চাইল। আমি বললাম, এসব সম্পদ তুমি নিয়ে নাও। আমি ইচ্ছা করলে শুধু সেদিনের পারিশ্রমিক দিতে পারতাম। তুমি যদি মনে কর আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে করেছি, তাহলে তুমি আমাদের এ গর্তের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দাও। আল্লাহ পাথর সরিয়ে দিলেন এবং তারা বের হয়ে চলতে লাগল' *(বুখারী, আত-তারগীব হা/৪৭৮১)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা গর্তের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হয়ে তাঁর শাস্তির ভয়ে কান্নাকাটি করে বিপদ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। মানুষ বিপদে পড়ে কান্নাকাটি করে এভাবে বাঁচতে চাইলে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমার মর্যাদার কসম! আমি আমার বান্দার মাঝে দু'টি ভয় ও দু'টি নিরাপত্তা এক সাথে জমা করি না। যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপত্তা দিব। আর যদি দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নিরাপদ থাকে, তাহলে আমি তাকে পরকালে ভীত-সন্ত্রস্ত করব' *(আত-তারগীব হা/৪৭৮৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত' *(তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর ভয়ে রাতে কাঁদে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যদি জানতে আমি যা জানি, তাহলে বেশী বেশী কাঁদতে আর কম কম হাসতে এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেয়ার আশায় পাহাড়ের দিকে চলে যেতে। এর পরেও তোমরা নিশ্চিত নও যে, পরিত্রাণ পাবে কি পাবে না' *(আত-তারগীব হা/৪৭৯২)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা এমন খুৎবা দিলেন, যার মত খুৎবা আমি কখনো শুনিনি। যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি। তবে করম হাসতে আর বেশী কাঁদতে। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তাদের মুখ নিচু করে নিলেন এবং নীরবে কাঁদতে লাগলেন' *(বুখারী, তারগীব হা/৪৭৯৪)*।

মানুষের অন্তর পরহেযগারিতার স্থান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। আল্লাহর ভয় এখানে থাকে। একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরহেযগারিতা মানুষের অন্তরের ব্যাপার। অন্তরে পরহেযগারিতা থাকলে কথা ও কাজে তা প্রকাশ পাবে। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) তিনবার বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, পরহেযগারিতা মানুষের বুকের মধ্যে রয়েছে। মন ভাল আছে, পরিষ্কার আছে এই দোহাই দিয়ে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী একাকার হয়ে চলবে, অবাধে মেলামেশা করবে; পর্দা-পুশীদার ধার ধারবে না। এটা কোন মুসলিম সমাজের জন্য কাম্য নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত পর্দার বিধান মেনে চলাই মন ভাল থাকার পরিচয়। যে মনে তাকওয়া থাকে, যে অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে তাকেই ভাল মন ও ভাল অন্তর বলা যায়। এতদ্ব্যতীত কোন অন্তর ভাল অন্তর নয়।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মনে রেখ নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি গোশত পিণ্ড আছে যা, সঠিক থাকলে সমগ্র দেহই সঠিক থাকে। আর তার বিকৃতি ঘটলে সমস্ত দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সে গোশতের টুকরাটি হল অন্তর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৪২)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অন্তর ঠিক থাকলে ব্যক্তি ঠিক থাকে। আর অন্তর খারাপ হলে ব্যক্তিও খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের পরহেযগারিতা নির্ভর করে মানুষের অন্তরের উপর। এখানে অন্তর ঠিক করার অর্থ হচ্ছে খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ভয় করা। আর যে অন্তর আল্লাহকে ভয় করে, তা গোপন-প্রকাশ্য সকল প্রকার পাপাচার হতে বিরত থাকে। এটাই আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট্য।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিদায় হজ্জের খুৎবা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/৬১৬; ইবুন হিব্বান হা/৭৯৫)*। এ হাদীছে আদর্শ পুরুষের ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। (১) আল্লাহকে ভয় করা (২) দিনে-রাতে ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা (৩) রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা (৪) সম্পদের যাকাত প্রদান করা (৫) নেতার আনুগত্য করা। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিহার করা। সুতরাং তাকওয়া অর্জনের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক ইবাদত সমূহ আদায় করা আদর্শ পুরুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হল, সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক মাখমূমুল ক্বালব এবং ছদূকুল লিসান। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা জিহ্বার সত্যবাদিতা বুঝি কিন্তু মাখমূমুল ক্বালব বুঝি না। নবী করীম (ছাঃ)

বললেন, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে পরহেযগার এবং পরিষ্কার। আর পরহেযগার এমন ব্যক্তি (১) যার মধ্যে পাপ নেই, (২) সীমালংঘন নেই (৩) খিয়ানত নেই (৪) হিংসা নেই' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬)*।

অত্র হাদীছে পরহেযগার হওয়ার চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ যার মধ্যে পাপ নেই। অর্থাৎ কোন কারণে পাপ হলে তাড়াতাড়ি তওবা করে। দ্বিতীয়তঃ যার মধ্যে সীমলংঘন নেই। অর্থাৎ যে কোন ছোট বা বড় কাজে বাড়াবাড়ি করে না। তৃতীয়তঃ যার মধ্যে খিয়ানত নেই। অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে অর্থের বা দায়িত্বের ক্ষেত্রে খিয়ানত করে না। চতুর্থতঃ যার মধ্যে হিংসা নেই। অর্থাৎ যে কোন বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে না।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحْدُثْ عِنْدَهَا تَوْبَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ بِالْعَلاَنِيَةِ-

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন মু'আয বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার জন্য যথাসম্ভব তাক্বওয়া অবলম্বন করা যরূরী। আর আল্লাহকে স্মরণ কর প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট। আর কোন পাপ কাজ করলে তার জন্য তওবা কর। পাপ প্রকাশ্যে হলে তওবা প্রকাশ্যে কর। পাপ গোপনে হলে তওবা গোপনে কর' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে সম্ভবপর পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে হবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। পাপ হলেই তওবা করতে হবে। সামাজিক পাপ হলে সমাজে তওবা করতেই হবে এবং গোপনে পাপ হলে গোপনে তওবা করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহভীতি অবলম্বন করার আদেশ করছি। আর প্রত্যেক উঁচু স্থানে আল্লাহু আকবার বলার জন্য বলছি' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৭১, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের জন্য আল্লাহভীতি অবলম্বন করা এক যরূরী কর্তব্য এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠলে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ، وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِى السَّمَاءِ، وَذِكْرُكَ فِى الأَرْضِ-

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে জাবের! আমি তোমাকে আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তাক্বওয়াই হচ্ছে সব কিছুর কল্যাণের মূল। তোমার উপর জিহাদ যরূরী। কারণ জিহাদই হচ্ছে ইসলামের বৈরাগ্য। আল্লাহর যিকর কর এবং কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ এ দু'টি হচ্ছে আকাশে শান্তি লাভের মাধ্যম এবং যমীনে সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যম' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫)*। অত্র হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, তাক্বওয়াই হচ্ছে সব কল্যাণের মূল। জিহাদ যরূরী, কারণ জিহাদই হচ্ছে ইসলামে বৈরাগ্য। আর কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের পরিণাম হচ্ছে দুনিয়াতে সুনাম অর্জন করা এবং পরকালে জান্নাত অর্জন করা। এ হাদীছে আদর্শবান হওয়ার দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা নারী-পুরুষ সকলের জন্য অপরিহার্য। (১) গোপনে-প্রকাশ্যে আল্লাহর যিকির করা (২) কুরআন তেলাওয়াত করা। কুরআন ক্বিয়ামতের মাঠে তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। আর তার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।

নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وآخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ-

'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার শেষ কর্মকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখলাম। আল্লাহ তোমাকে পরহেযগারিতা দান করুন। আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন তুমি যেখানেই থাক' *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৪)*। এ হাদীছে বিদায় জানানোর সুন্নাতী তরীকা বর্ণিত হয়েছে। যা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য যরূরী। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে ওকে, টাটা, বাই, বাই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বিদায় নেয় ও অন্যকে বিদায় জানায়। এসব পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। এগুলির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বরং এসবের কারণে ক্বিয়ামতের মাঠে বিধর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সহজ-সরল সঠিক পথ চাই। তোমার নিকট পরহেযগারিতা চাই। হারাম হতে বেঁচে থাকতে চাই এবং অন্যের নিকট মুখাপেক্ষী হওয়া হতে বেঁচে থাকতে চাই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহর নিকট পরহেযগারিতা চাইতেন।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরতা

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মুমিনের অন্যতম গুণও বটে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'মুমিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে' *(আনফাল ২)*। তিনি আরো বলেন, الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে' *(নাহল ৯৯; শূরা ৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(নাহল ৪২; আনকাবূত ৫৯)*। অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- 'মুমিনদের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ' *(ইবরাহীম ১১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ- 'যখন তুমি কোন কাজের সিদ্ধান্ত কর, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ- 'যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৩)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার ইত্যাদির পাশাপাশি ধৈর্য ধারণ করে হালাল-হারাম বেছে চলা আবশ্যক। সেই সাথে পাপকাজ

থেকে বেঁচে থেকে তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করতে হবে। অন্তরে আল্লাহভীতি না থাকলে মানুষ যে কোন পাপে লিপ্ত হতে পারে। অপরপক্ষে তাওয়াক্কুল মানুষকে অন্যায় পন্থায় অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখে এবং মানুষকে অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ} قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বললেন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম বিধায়ক। একথা ইবরাহীম (আঃ) বলেন, যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়' *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ১ম খণ্ড, হা/৭৬)*। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا–

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ভরসা কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখিদের দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরে আসে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৬৯)*। এ হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহর উপর ভরসা করলে মানুষ সকল বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন।

আবু বকর (রাঃ) ছিদ্দীক (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তারপর উভয় দল যখন মুখোমুখী হল, তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল, আমরাতো বন্দী হয়ে গেলাম। মূসা (আঃ) বললেন, কখনো নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে রয়েছেন, আমার প্রতিপালক। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। তখন আল্লাহ বলেন, আমি মূসাকে অহি-র মাধ্যমে বললাম, সাগরের উপর আপনার লাঠি মারুন। সহসা সাগর বিদীর্ণ হল এবং তার প্রতি অংশ এক একটি বিরাট পাহাড়ের আকার ধারণ করল' *(শু'আরা ৬১-৬৩)*। এ আয়াতে বাহ্যিকভাবে তাঁদের বাঁচার কোন পথ নেই। কারণ ডানে-বামে পিছনে শত্রুদল। আর সামনে সাগর। এরপরেও মূসা (আঃ) আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা

রেখে বলছেন, কখনো নয়, অসম্ভব হতেই পারে না। ফেরাউন আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন। ফেরাউনের স্ত্রী বলেন, 'আর ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন তিনি দো'আ করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কর্ম হতে রক্ষা কর। আর অত্যাচারী লোকদের কবল হতে আমাকে বাঁচাও' *(তাহরীম ১১)*।

আল্লাহর উপর তার ভরসা কেমন ছিল এবং তার ঈমানী দৃঢ়তা কতটা মযবুত ছিল, তা এ ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। তিনি পৃথিবীতে থেকেই জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে মারিয়ামের কাছে প্রবেশ করলেন, তখন মারিয়াম বললেন, নিশ্চয়ই আম রহমানের নিকট তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যদি তুমি পরহেজগার হও' *(মারিয়াম ১৮)*। এ আয়াতটি মারিয়ামের আল্লাহর উপর ভরসার প্রমাণ বহন করে। তিনি নিজেকে রহমানের সাহায্যে বাঁচাতে চাইলেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যে মহিলার ঘরে ইউসুফ অবস্থান করছিলেন, সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করল। একদা সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বলল, এবার তুমি আস। ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর নিকট এমন কাজ হতে আশ্রয় চাই। নিশ্চয়ই তিনি আমার মালিক, তিনি আমার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অপরাধীরা সফল হয় না' *(ইউসুফ ২৩)*। এ আয়াত ইউসুফ (আঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি তার নির্ভরতার প্রমাণ।

আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন গর্তে আশ্রয় নিলাম। তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, যদি কাফেররা তাদের পায়ের নিচের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বকর! আপনি কি মনে করেন, তারা দু'জন? আল্লাহ তাদের তৃতীয়জন রয়েছেন' *(বুখারী হা/৩৬৫৩)*। এ হাদীছ দ্বারা আমাদের নবীর আল্লাহর উপর ভরসার পরিমাণ অনুমান করা যায়। তিনি একেবারেই নিশ্চিত যে, শত্রু তাঁদেরকে দেখতে পাবে না। অথচ শত্রু তাঁদের মাথার উপরে রয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর এসব লোক তারাই যারা ঝাঁড়ফুঁক করে না। অশুভফল গ্রহণ করে না। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৯৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) একদা সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন যেখানে এক বাদশাহ ছিল। অথবা এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হল যে, ইবরাহীম নামক এক ব্যক্তি নারীদের মধ্যে সবচেয়ে পরমা সুন্দরী এক নারীকে নিয়ে আমাদের এখানে প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল। হে ইবরাহীম! তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথায় আমাকে মিথ্যা প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর কসম! দুনিয়াতে এখন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ মুমিন নেই। (সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনি ভাই-বোন)। এরপর ইবরাহীম (আঃ) বাদশাহর নির্দেশে সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। এ সময় সারা ওযূ করে ছালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূল ইবরাহীমের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল মানুষ হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে থাকি, তাহলে তুমি এ কাফেরকে আমার উপর জয়ী কর না'। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ লোক যদি এভাবে মারা যায়, তাহলে লোকেরা বলবে স্ত্রী লোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এরূপ অবস্থা তিনবার ঘটল। তারপর বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! তোমরাতো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আপনি কি জানেন, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে একজন দাসী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে *(বুখারী হা/২২১৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত জীবনে আর কখনো মিথ্যা বলেননি। তার দু'টি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। (১) তিনি তাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। (২) তাঁর দ্বিতীয় কথাটি ছিল, বরং তাদের বড় মূর্তিটিই একাজ করেছে। (৩) আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা মিসরের এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় পৌঁছেন। তখন শাসককে খবর দেয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তাঁর সাথে আছে একজন অতীব পরমা সুন্দরী নারী। রাজা তখন ইবরাহীমের

কাছে লোক পাঠাল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, বাদশাহ জানতে চেয়েছেন, এ রমণী কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! তুমি আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি, তুমি আমার বোন। যদি এ অত্যাচারী শাসক জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তাহলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। অতএব যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুমি বলিও যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। আমি ও তুমি ছাড়া এ মাটির উপর কোন মুমিন নেই। এবার রাজা সারার নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারাকে উপস্থিত করা হল। অপর দিকে ইবরাহীম (রাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, রাজা তখন তাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালো। তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তখন তার দম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি অজ্ঞান হয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। অত্যাচারী শাসক নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে বিপদ থেকে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয় বার ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আবারো তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। এরপর সে রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একজন শয়তান। তারপর সে সারার খেদমতের জন্য হাজেরা নামক একজন রমণী দান করলো। অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন। এসময় তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছালাতের মধ্যেই হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি হল? সারা বললেন, আল্লাহ কাফেরের কুপরিকল্পনাকে তার উপরই নিক্ষেপ করেছেন। সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছে। হাদীছটি বর্ণনার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ আরববাসীগণ এ হাজেরাই তোমাদের আদী মাতা *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৬০)*।

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাজেরা (আঃ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারা (আঃ)-এর থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) হাজেরা ও তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা

ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কুপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দিকে তাকালেন না। হাজেরা তাঁকে বললেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি, যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে *(ইবরাহীম ৩৭)*। আর ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তনের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশুপুত্রটিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন। আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'ছাফা-কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কি-না? তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'ছাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমনকি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মত ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কি-না? কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এজন্যই মানুষ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সাঈ করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকে। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাজেরা (আঃ) এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মত করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠেছিল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পরিণত হত। রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা (আঃ) পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশঙ্কা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মত উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাজেরা (আঃ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিক আসছিল। তারা মক্কায় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল এক ঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিক অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসাবাস করতে লাগল।

পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাজেরা (আঃ) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থায়, অতি টানাানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নছীহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি আমার পিতা। একথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপনজনদের নিকট চলে যাও। একথা বলে ইসমাঈল (আঃ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন। আল্লাহ যত দিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। সে বলল, আমরা ভাল এবং সচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত না। যদি হত তাহলে ইবরাহীম (আঃ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দো'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (আঃ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যত দিন আল্লাহ চাইলেন। তারপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আঃ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু

টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়ালে তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আঃ) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দো'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দো'আ করতে থাকেন। 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আন, আমি তাদের সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর ঋণদাতা বলল, তাহলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যিই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তাতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম। এই বলে সে কাষ্টখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার

ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্টখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে হাযির হল এবং বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে, নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল' *(বুখারী হা/২২৯১, 'কিতাবুল কিফালাহ')*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, একবার তিন জন লোক পথ চলছিল, তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হল। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় হতে এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের কর, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তোমরা করেছ এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের উপর হতে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। যখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পছন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জনেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের হতে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালবাসে, আমি তাকে তার চেয়ে অধিক ভালবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু তা সে অস্বীকার

করল যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দীনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরী হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মোহর (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার সতীত্ব নষ্ট করো না) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, এই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা কর না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ঐ গুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন *(বুখারী হা/৩৪৬৫)*।

জিহ্বার সংযমতায় আদর্শ হওয়া যায়

জিহ্বা মূলত অন্তরের দরজা। মানুষের অন্তরের গোপনীয়তা জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পায়। এর ক্ষমতা প্রবল। এটা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। আবার সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করাতে পারে। অধিকাংশ পাপ ও নেকীর কাজ জিহ্বা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। গীবত-পরনিন্দা, কুটনামী, মিথ্যা, অশ্লীল কথা, গালমন্দ ইত্যাদি জিহ্বারই কাজ। সুতরাং জিহ্বাকে সংযত রাখাই মানুষের জন্য অতীব যরূরী কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ– 'তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের জিহ্বা তাদের হাত-পা তাদের কর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে' *(নূর ২৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জিহ্বা পরকালে মানুষের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা কি জান! কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে- আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে- দু’টি মধ্যস্থান। একটি মুখ বা জিহ্বা, অপরটি লজ্জাস্থান’ *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে জিহ্বা। কারণ জিহ্বা দ্বারা মানুষ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে পারে। এর কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে বিশৃংখলা, অশান্তি, অরাজকতা ও নৈরাজ্য নেমে আসে। এজন্য জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ–

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার কাছে (এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু’পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর জিম্মাদার হবে তবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব’ *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬০১)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে রাসূল (ছাঃ) তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবেন। কারণ লজ্জাস্থান হচ্ছে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তারের মূল। এর কারণে মানুষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এসব থেকে বেঁচে থাকার জন্য লজ্জাস্থানের হেফাযত করা আবশ্যক।

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে তাদের কাছে যায়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬১১)*। অত্র হাদীছ দু’টি হতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান কবীরা গুনাহ সমূহের উৎস। কেননা মানুষ মুখ দ্বারা মিথ্যাচার, গালমন্দ, চোগলখুরী, ধোঁকাবাজি, গীবত-তোহমত, অভিসম্পাৎ সব ধরনের কবীরা গোনাহ করে থাকে। যে পাপগুলি অত্যন্ত জটিল। কিন্তু মানুষ এসব পাপ থেকে সাবধান

হওয়ার ন্যূনতম চেষ্টা করে না। এগুলি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের জিহ্বাকে সংবরণ করা অত্যাবশ্যক। কেননা এগুলির ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চোগলখোর ও খোটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১২)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُونُوْنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই অভিশাপকারী কখনো ক্বিয়ামতের মাঠে সাক্ষী দাতা ও সুপারিশকারী হতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২০; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর ধ্বংস সুনিশ্চিত' *(হুমাযা ১)*।

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، وفِي رواية لهما يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনও এমন কথা বলে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না। আল্লাহ এর দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়। আর এ কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এই কথাই তাকে জাহান্নামের এত গভীরে পৌঁছে দেয়, যার পরিধি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের যবান সাংঘাতিক জিনিস, যা মানুষকে জান্নাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয় এবং জাহান্নামের গভীর গহ্বরেও ডুবিয়ে দেয়।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا–

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সত্যবাদী একটি পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা হচ্ছে পাপকাজ। পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৬১৩)*। তাই আমাদের সকলের উচিত কথা বলার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিপূর্ণ কথা বলার চেষ্টা করা। যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে সেসব কথা বলা থেকে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে সত্য বলার চেষ্টা করা এবং মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকা। সেই সাথে আল্লাহর যিকরে মশগূল থাকা। আল্লাহর বাণী ‘নিশ্চয়ই যে সকল নারী-পুরুষ বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন’ *(আহযাব ৩৫)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وفي رواية مسلم نَمَّامٌ–

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর (পরোক্ষ নিন্দাকারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে না’। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় قَتَّاتٌ (কাত্তাতুন) শব্দের পরিবর্তে نَمَّامٌ (নাম্মামুন) শব্দ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ– رواه مسلم وفي رواية إِذَا قُلْتَ لِأَخِيْكَ مَا فِيْهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান গীবত কি? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বল, যা সে অপসন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হল, আমি যা বলি যদি তা আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে আপনার কি অভিমত? তখন তিনি বললেন, তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে যা তুমি বল, তখন তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বল, যা তার মধ্যে নেই, তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى عَاهَدْتِنِي فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ، وفِي رواية اِتِّقَاءَ فَحْشِه-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে অনুমতি দাও। লোকটি হল স্বীয় গোত্রের মন্দ ব্যক্তি। যখন সে বসল, তখন নবী করীম (ছাঃ) হাসি-খুশি চেহারায় তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং মৃদু হাস্যে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর লোকটি যখন চলে গেল তখন আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোকটি সম্পর্কে প্রথমে আপনি এমন এমন উক্তি করলেন। আবার আপনি হাসি-খুশি চেহারায় মৃদুহাস্য সহকারে তার সাথে কথাবার্তাও বললেন (এর কারণ কি?) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা, তুমি কখন আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই মন্দ বলে সাব্যস্ত হবে, যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে ত্যাগ করেছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যার অশ্লীলতার ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১৮)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ-

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বা আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৪৬২৬)*।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, ক্বিয়ামতের দিন তার (মুখে) আগুনের জিহ্বা হবে' *(দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৩৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْءِ- رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وفي أخرى له وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيْءِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাৎকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী ও নির্লজ্জ হতে পারে না'। বায়হাক্বীর অপর বর্ণনায় আছে, 'অশ্লীল ও বেহায়াপনাপূর্ণ আচরণকারী হতে পারে না' *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৩৪)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَا الْبَحْرَ لَمَزَجَتْهُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, ছাফিয়্যা সম্পর্কে আপনাকে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ এইরূপ। তিনি এটা দ্বারা বুঝাতে চাইলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার এ কথাকে সমুদ্রের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৪০)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَأَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) তোমরা যখন কথাবার্তা বল, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হতে) বিরত রাখবে' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৫৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا- وفي رواية وَلاَتَنَافَسُوْا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা হতে বেঁচে থাক। কেননা আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারো কোন দোষের কথা জানতে চেষ্টা কর না। গোয়েন্দাগিরি কর না। ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি কর না। পরস্পর হিংসা রেখ না। পরস্পর শত্রুতা কর না এবং একে অন্যের পিছনে লেগ না। বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাক। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'পরস্পর লোভ-লালসা কর না'। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৮০৮)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لاَ تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহন করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'হে ঐ সকল লোক! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়নি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে ভর্ৎসনা কর না এবং তাদের দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান কর না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করবেন, তাকে অপদস্থ

করবেন, সে তার বাড়ীতে অবস্থান করলেও' (*তিরমিযী হা/২০৩২, হাদীছ হাসান, 'মুমিনকে সম্মান করা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৪৮২৩*)।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াতে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, ঐ সকল লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যত আব্রুর হানি করত' (*আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৮২৫*)।

সালাম প্রদানকারী

'সালাম' আরবী শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে মুসলমানগণ পারস্পরিক সাক্ষাতে যে বাক্য বিনিময় করে থাকে তাকে সালাম বলে। পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে প্রত্যেক জাতির মাঝে সালাম বা অভিভাদনের রীতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে এই রীতি-পদ্ধতির মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। তবে ইসলামী সালাম রীতি একই যা আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে চলে আসছে।

মুসলমানদেরকে সালামের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً- 'যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বরকতময় ও পবিত্র অভিভাদন' (*নূর ৬১*)। অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তার বাসিন্দাকে সালাম কর। ওটা তোমাদের জন্য উত্তম। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' (*নূর ২৭*)।

তিনি আরো বলেন,

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا–

'যখন তোমরা সালাম কর উত্তম পন্থায় সালাম কর। অথবা সালাম দাতার কথাগুলোই উত্তরে বলে দিবে' *(নিসা ৮৬)*।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, একে অপরের সাথে সাক্ষাতকালে কিংবা কারো বাড়ী-ঘরে প্রবেশকালে অনুমতির জন্য সালাম প্রদান করতে হবে। আর সালাম প্রদান করতে হবে উত্তম পন্থায়।

মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম সালামের প্রচলন হয়। নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে তা জানা যায়,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার আকৃতিতেই সৃষ্টি করলেন। তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে বললেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতার দলটিকে সালাম কর। আর তাঁরা তোমার সালামের কি জওয়াব দেয় তাও শ্রবণ কর। এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি তাঁদের নিকট গিয়ে বললেন, 'আস-সালা-মু আলাইকুম'। তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, 'আস-সালা-মু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। রাসূল বলেন, তারা বৃদ্ধি করল ওয়া রহমাতুল্লাহ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন তখন তিনি হাঁচি দিলেন ও বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ। এর উত্তরে রব বললেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ। এরপর বললেন, হে আদম! ঐ যে দেখ একদল ফেরেশতা বসে আছেন, তাদের কাছে যাও এবং বল 'আস্-সালা-মু আলাইকুম'। তিনি গিয়ে বললেন, 'আস-সালা-মু আলাইকুম'। জওয়াবে তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, 'আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ'। অতঃপর তিনি তাঁর

প্রভুর নিকট ফিরে আসলেন। আল্লাহ বললেন, এটাই তোমার ও তোমার সন্তানের মধ্যে পরস্পরের অভিবাদন *(তিরমিযী হা/৩৩৬৮; মিশকাত হা/৪৬৬২)*। উল্লিখিত দু'টি হাদীছের বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, পারস্পরিক সম্ভাষণে সালামের প্রচলন নতুন কিছু নয়। এটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছে।

ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সালাম প্রদানকারীর মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ইসলামে কোন কাজটি সর্বাধিক উত্তম? তিনি বললেন, অনাহারীকে খাদ্য দেয়া ও পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১১, ২৭)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ায় এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনয়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন উপায় নির্দেশ করব না যা অবলম্বন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪২৬)*।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের জন্য সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। আর পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন মুসলমানদের একে অপরকে ভালবাসা এবং পরস্পরকে ভালবাসার মাধ্যম হচ্ছে সালাম। পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর এ ভালবাসার মাধ্যমে মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ-

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজের। (১) রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া (২) জানাযার সঙ্গে গমন করা (৩) হাঁচিদাতার জন্য দো'আ করা (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা (৫) মাযলূমের সাহায্য করা (৬) সালামের উত্তর দেওয়া (৭) কসমকারীর কসম পূর্ণ করা' *(বুখারী, হা/৫৭৫৪)*।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি হক্ব বা অধিকার আছে। (১) যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে (২) কেউ দাওয়াত দিলে তার ডাকে সাড়া দিবে (৩) যখন কেউ হাঁচি দিবে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে (৪) কোন মুসলমান অসুস্থ হলে তার খোঁজ-খবর নিবে (৫) কোন মুসলমানের মৃত্যু হলে তার জানাযায় শরীক হবে এবং (৬) নিজের জন্য যা পসন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করবে' *(তিরমিযী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৪৬৩০, হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৩৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টিতে রাসূল (ছাঃ) একজন আদর্শ মানুষের করণীয় ও পালনীয় ৮টি বিষয় নির্ধারণ করেছেন। যথা- (১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করা। একে অপরের সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে অহংকার, অহমিকা, দাম্ভিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুটিলতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়। (২) রোগীকে দেখতে যাওয়া (৩) জানাযায় উপস্থিত হওয়া। রোগীকে দেখতে গেলে এবং জানাযায় উপস্থিত হলে মানুষ অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হয়। এর মাধ্যমে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, আত্ম অহংকার দূরীভূত হয়। (৪) হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা (৫) দুর্বলকে সাহায্য করা (৬) মাযলূমকে সাহায্য করা (৭) কেউ ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া। মুসলিম ভাইয়ের ডাকে সাড়া দেওয়া অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য যরূরী। এতে দ্বন্দ্ব-কলহ দূর হয়, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়,

সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরী হয়। এতে সমাজ সুখ-শান্তির আকরে পরিণত হয়। (৮) নিজের জন্য যা পসন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করা। উল্লিখিত কাজগুলি করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য যরূরী।

সালামের পদ্ধতি

সালাম প্রদান করা প্রত্যেকের আপন আপন দায়িত্ব। তবে ইসলামী শরী'আতে এরও একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। সেগুলি নিম্নোক্ত হাদীছে স্পষ্ট হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, আর কম সংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক লোককে সালাম করবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২; বাংলা মিশকাত হা/৪৪২৮)*। অন্য এক হাদীছে আছে, কম বয়সী ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম করবে। এ নীতিমালার বাস্তব অনুসারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই।

কম বয়সীরা সালাম না দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম দিতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৪, বাংলা মিশকাত হা/৪৪২৯)*। যদিও তিনি বয়সে বড় তথাপি তারা সংখ্যায় বেশি সেহেতু তিনি তাদের সালাম করলেন। এ নীতি যেমন বালকদের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি মহিলাদের জন্যও। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ.

জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) কতিপয় মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে সালাম করলেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৭, হাদীছ ছহীহ বাংলা মিশকাত হা/৪৪৪২)*।

বর্তমান সমাজে অচেনা পুরুষে পুরুষে অল্পাধিক সালামের প্রচলন থাকলেও অচেনা পুরুষ-মহিলার মধ্যে পারস্পরিক সালামের প্রচলন নেই বললেই চলে। অথচ এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অচেনা পুরুষ-মহিলার মধ্যে ক্ষতির আশংকা না থাকলে

পারস্পরিক সালাম বিনিময়ে কোন দোষ নেই; বরং সুন্নাত। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে কোনভাবেই সালাম করা যাবে না। এমনকি পারস্পরিক সালাম বিনিময়ে তাদের সাদৃশ্যও অবলম্বন করা যাবে না। যদি কোন স্থানে মুসলমান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একসাথে থাকে তবে তাদের উদ্দেশ্যে সালাম করা যাবে। একদা রাসূল (ছাঃ) এমন এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন যেখানে মুসলমান ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সালাম করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৯)*। অপরদিকে যদি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন মুসলমানকে সালাম করে তবে তার উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে, এর বেশি নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭-৮)*। এক হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইহুদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম করে তখন তারা বলে 'আস-সামু আলাইকা' (অর্থ- তোমার মৃত্যু বা ধ্বংস হোক)। সুতরাং এর জওয়াবে তুমি বলবে 'ওয়া আলাইকা' (অর্থাৎ তোমারও মৃত্যু বা ধ্বংস হোক) *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৬)*। মনে রাখতে হবে যে, ইহুদী-নাছারারা মুসলমানদের চিরশত্রু। তারা কোন দিনই মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে না। তাই সর্বদা সর্তক থাকতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই কোন মুসলমান ইহুদী-নাছারাদের পাতানো ফাঁদে পা না দেয়।

একদল মুসলমানের মধ্য থেকে একজন সালাম করা বা সালামের উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট। পৃথক পৃথকভাবে সকলকে সালাম করার প্রয়োজন নেই। কারণ সালামের প্রচলিত বাক্যটি সর্বদাই বহুবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ 'আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একজনের জন্যও বহুবচন ব্যবহার করাই নীতিসিদ্ধ। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সর্বদা ফেরেশতা থাকেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত আছে, যখন একদল লোক পথ অতিক্রম করে, তখন তাদের মধ্য থেকে কোন একজন সালাম করলেই তা সেই দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে উপবিষ্ট দলের পক্ষ থেকে যে কোন এক ব্যক্তি তার উত্তর দিলেই তা সেই দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে *(আবুদাঊদ হা/৫২১০, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৬৪৮)*। এতসব নীতিমালার শেষ কথা হল, যে আগে সালাম করবে সেই আদর্শবান বলে গণ্য হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ–

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকটে অধিক উত্তম যে আগে সালাম করে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাউদ হা/৫১৯৭; মিশকাত হা/৪৬৪৬, সনদ ছহীহ)*।

অন্য এক হাদীছে আছে, আগে সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার হতে মুক্ত *(বায়হাক্বী)*। তবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাস্তায় যানবাহনে চলমান কোন ব্যক্তিকে আগে সালাম না দেওয়াই শ্রেয়। কেননা আরোহী ব্যক্তি সালাম শুনে উত্তর দেওয়ার আশায় মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে; যার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সে কারণেই রাস্তার ধারে বসে থাকা ব্যক্তিকে রাস্তার হক্ব আদায়ের কথা বলতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) সালাম দেওয়ার কথা না বলে বরং সালামের উত্তর দেওয়ার কথাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا بُدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ-

'তোমরা রাস্তায় বসে থাকা থেকে বিরত থাক। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ছাড়া অন্য গতি নেই। কারণ সেখানে বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত করা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)*। উল্লেখিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আদর্শ পুরুষের ৫টি গুণ বর্ণনা করেছেন। যথা- (১) দৃষ্টি অবনত রাখা। অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখা। (২) কাউকে কষ্ট না দেওয়া। (৩) সালামের উত্তর দেওয়া। (৪) ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং (৫) মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা।

নিজেদের বাড়ী-ঘরে হোক কিংবা অন্যের বাড়ী-ঘরে হোক প্রবেশের পূর্বে সালাম দিতে হবে। এমনকি নিজের মায়ের ঘরে প্রবেশের পূর্বেও সালাম প্রদান করতে হবে। হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল মায়ের ঘরে যেতে হলেও কি আমি অনুমতি চাইব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, অবশ্যই। সে লোকটি বলল, আমি তো আমার মায়ের ঘরে একই সঙ্গে থাকি, তবুও কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। সে ব্যক্তি বলল, আমিতো আমার মায়ের খাদেম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পসন্দ কর? তার অর্থ অনুমতি নিতেই হবে। আর এই অনুমতিই হচ্ছে সালাম।

عن أَبِي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيق فَاضطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ইহুদী-নাছারাদেরকে আগে সালাম দিবে না এবং রাস্তায় চলার পথে যখন তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করবে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৩০)*।

عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আহলেকিতাব তোমাদেরকে সালাম দিবে তখন তোমরা 'ওয়া আলাইকুম' বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৩২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন সে যেন তাকে সালাম করে। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল হয়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয়, তখনও যেন আবার সালাম করে' *(আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৪৫)*।

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সালাম ছড়াও তাহলে নিরাপদে থাকবে' *(আত-তারগীব হা/৩৮৫৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'হে মানুষ তোমরা সালাম ছড়াও, খাদ্য প্রদান কর, রাতে ছালাত আদায় কর মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(আত-তারগীব হা/৩৮৫৯)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রহমানের ইবাদত কর, সালাম বিস্তার কর, অসহায় মানুষকে খাদ্য প্রদান কর। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর' *(আত-তারগীব হা/৩৮৬০)*।

আবু শুরাইহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যে আমল আমার জন্য জান্নাতকে আবশ্যক করে দিবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'ভাষা নম্র কর, সালাম বিনিময় কর, খাদ্য প্রদান কর' *(আত-তারগীব হা/৩৮৬১)*।

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সালাম বিস্তার কর তাহলে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে' *(আত-তারগীব হা/৩৮৬৩)*।

আবু হুরায়ারা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে অক্ষম দর্বল লোক হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে দো'আ প্রার্থনায় অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ সে ব্যক্তি যে সালামে কৃপণ' *(আত-তারগীব হা/৩৮৭৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় চোর যে ছালাত চুরি করে। কোন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে মানুষ ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, যে ছালাতের রুকূ সিজদা পূর্ণ করে না। আর সবচেয়ে কৃপণ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে সালামে কৃপণতা করে' *(আত-তারগীব হা/৩৮৭৭)*।

হুযায়ফা ইবনু ইয়ামন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুমিন অপর মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম করে ও তার এক হাত দ্বারা মুছাফাহা করে, তখন তার পাপ ঝরে যায়, যেমন গাছের পাতা ঝরে যায়' *(আত-তারগীব হা/৩৮৮৫)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কথার পূর্বে সালাম। যে ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা বলে তোমরা তার কথার উত্তর দিও না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছাহাবীগণ সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন এবং সফর থেকে আসলে কাঁধে কাঁধ মিলাতেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৪৭)*।

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথমে সালাম না দিলে তোমরা তাকে কথা বলার অনুমতি দিও না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৭)*।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী

বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী :

ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা মানব জীবনের এক মহৎ গুণ। বিনয়-নম্রতা মানব চরিত্রের ভূষণ। এসব গুণের কারণে মানুষ সমাজে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়। আর এসব গুণের অভাবে মানুষ নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নিন্দিত হয়। মহান আল্লাহ নিজে নম্র, তিনি নম্রতাকে পসন্দ করেন, ভালবাসেন। তাই প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিত সকল ক্ষেত্রে নম্রতাকে অবলম্বন করা। আল্লাহ বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ–

‘ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও, মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চল’ *(আ‘রাফ ১৯৯)*। এ আয়াতে আদর্শবান হওয়ার জন্য আল্লাহ ৩টি গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) ক্ষমাশীল হওয়া। ক্ষমার মাধ্যমে মানুষ মহৎ হতে পারে। (২) সৎকাজের আদেশ দেওয়া। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষকে সদা পাপকাজে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। এজন্য মানুষকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষার জন্য অন্য মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে সৎকাজের আদেশ দেওয়া। অনুরূপভাবে অন্যায়-অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে বাধা দিতে হবে। যাতে তারা ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকে। (৩) মূর্খদের সংসর্গ পরিহার করা। তাদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা। অর্থাৎ তাদের অন্যায় কাজের সমর্থক ও সহযোগী না হওয়া।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ– ‘তোমরা কল্যাণকর কাজে ও পরহেযগারিতার ব্যাপারে একে অন্যকে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না’ *(মায়েদা ২)*। এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার এবং আল্লাহর নাফরমানী বা অবাধ্যতার কাজে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ মান্য করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তিনি আরো বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ–

‘যুগের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ মহা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে’ *(আছর ১-৩)*।

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ–

আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও। আর যদি তা না পাও তবে উত্তম কথার মাধ্যমে’ (*বুখারী হা/১৪১৩*)।

উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) মুমিনদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দু'টি জিনিসের মাধ্যমে চেষ্টা করতে বলেছেন। (১) দান করার মাধ্যমে, যদিও সে দান অতি সামান্য জিনিসও হয়। অন্য বর্ণনায় খেজুরের ছাল পরিমাণ জিনিস হলেও। (২) উত্তম কথার মাধ্যমে। অর্থাৎ দান করার মত কোন জিনিস না পেলে সে যেন উত্তম বাক্য বিনিময় করে।

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا-

মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের নিকটে গেলাম, যখন তিনি মু'আবিয়ার সাথে কুফায় গমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) অশালীন ছিলেন না। ইচ্ছা করেও অশালীন কথা বলতেন না। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার স্বভাব-চরিত্র উত্তম' *(বুখারী হা/৩৫৫৯, বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৬০২৯)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্রের ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। এ ধরনের ব্যক্তি সমাজে নন্দিত ও সমাদৃত হয়। পক্ষান্তরে চরিত্রহীন মানুষ সমাজে নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়। এজন্য মুসলিম জাতিকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে কোমলতা ও নম্রতা অবলম্বন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'আল্লাহর রহমতে আপনি কোমল হৃদয়ের হয়েছেন। আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপরে ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

এ আয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কয়েকটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- (১) কোমল স্বভাবের হওয়া (২) রূঢ় প্রকৃতির না হওয়া (৩) অধীনস্ত ব্যক্তিদের ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা (৪) তাদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাওয়া (৫) যে কোন কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করা (৬) সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এসব হচ্ছে আদর্শ মানুষের গুণাবলী।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ رواه مسلم وفي رواية له قال إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে আয়েশা! আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে যা দান করেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন *(মুসলিম)*। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে একদা রাসূল (ছাঃ) আয়েশাকে বলেছিলেন, কোমলতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। বস্তুতঃ যে জিনিসে কোমলতা ও নম্রতা থাকে সেটাই তার শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে জিনিস হতে তা প্রত্যাহার করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে’ *(মুসলিম, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪৭)*।

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ–

জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যাকে কোমলতা বা নম্রতা হতে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়’ *(বুখারী, মুসলিম হা/৪৬৯৪-৯৬; আবু দাউদ হা/৪১৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকেই কোমলতা ও নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা কোমলতা হচ্ছে মানব চরিত্রের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। যার অভাবে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কিছু হতে বঞ্চিত হয়। আবার ঐ গুণের কারণে মানুষ ইহকালে ও পরকালে প্রভুত কল্যাণের অধিকারী হয়। এই গুণের দ্বারাই মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। আর

এ গুণের অভাবে মানুষের পার্থিব জীবনে নেমে আসে অশান্তির ঘনঘটা। তাই নারী-পুরুষ সবাইকে এ গুণ অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয় যার চরিত্র উত্তম' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৫৩)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ-

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের মীযানের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিস রাখা হবে, তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা কর্কশভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৫৯)*।

অত্র হাদীছ দু'টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। ক্বিয়ামতের দিন তাদের নেকীর পাল্লাই অধিক ভারী হবে। এজন্য নারী-পুরুষ সকলকেই সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া চরিত্রবান লোকেরা দুনিয়াতেও সকলের নিকট সমাদৃত হয় এবং চরিত্রহীন লোকেরা সকলের নিকট ধিকৃত হয়।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বর্জন করা আবশ্যক। যথা- ১. গীবত বা দোষ চর্চা, ২. তোহমত বা অপবাদ, ৩. চোগলখুরী, ৪. উপকার করে খোটা দান, ৫. গালিগালাজ করা, ৬. অশ্লীল কথা বলা, ৭. মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা, ৮. অহংকার-দাম্ভিকতা, ৯. হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি পরিহার করা। পক্ষান্তরে ১. নিজের জন্য যা পসন্দনীয় অন্যের জন্যও তা পসন্দ করা, ২. সকলের প্রতি ইহসান বা দয়া করা, ৩. ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা, ৪. অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া, ৫. অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দিয়ে গ্রহণ না করা, ৬. ক্রোধ দমন করা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করা আবশ্যক।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঈমানদারগণ তাদের উত্তম চরিত্রের দ্বারা নফল (ইবাদতকারী) রাত্রি জাগরণকারী ও দিনের বেলায় ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে' *(আবু দাউদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬০)*। উত্তম আচরণ ও চালচলন এমন একটি জিনিস, যা দ্বারা রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় এবং দিনে ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

লজ্জাশীলতা

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা নেই, সে যা ইচ্ছা করতে পারে। আর লজ্জা মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে। লজ্জার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।-

عن أبى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই' একথা বলা এবং সর্বনিম্ন স্তর হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫, 'ঈমান' অধ্যায়*)।

عن ابن عمر رضى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قَرْنَاءَ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ–

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি তুলে নেয়া হলে অপরটিও তুলে নেয়া হয়'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে 'যখন উভয়ের কোন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন অপরটিও তার পশ্চাতে অনুগমন করে' (*বায়হাক্বী, হাকিম, ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩৬; মিশকাত হা/৫০৯৩*)।

عن ابى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَال: اَلْحَيَاءُ وَ الْعِىُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ–

আবু উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'লজ্জা ও অল্প কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) মুনাফিকীর দু'টি শাখা' (*তিরমিযী হা/২০২৭; মিশকাত হা/৪৭৯৬*)।

عن زيد بن طلحة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صلى الله عليه وسلم اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ اَلْحَيَاءُ–

যায়েদ ইবনু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক দ্বীনের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জাশীলতা' (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩২; মিশকাত হা/৫০৯০*)।

عن عمران بن حصين قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صلى الله عليه وسلم اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِى رِوَايَةٍ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ–

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা পুণ্য ও কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'লজ্জার সর্বাংশই উত্তম' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১*)।

عن أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاكَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَاكَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নির্লজ্জতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে। আর লাজুকতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তার শ্রী বৃদ্ধি করে' (*ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩৫*)।

قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صلى الله عليه وسلم يَا عَائِشَةُ لَوْكَانَ الْحَيَاءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَ لَوْكَانَ الْفُحْشُ رَجُلاً لَكَانَ رُجُلٌ سُوْءٌ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে আয়েশা! লজ্জা যদি কোন লোক হয় তাহলে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) কোন লোক হলে নিশ্চয়ই সে হবে নিকৃষ্ট লোক' (*ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩১*)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের স্থান জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। দুশ্চরিত্রের স্থান জাহান্নাম' (*আহমাদ, তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৬*)।

عن ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَالَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হ'তে পরবর্তী লোকেরা (অবিকৃতাবস্থায়) যা পেয়েছে (এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান) তা হ'ল তুমি যখন বেহায়া হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৩)*।

عَنْ قُرَّةَ بْنِ اِيَاسٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ عَنْهُ الْحَيَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ-

কুররাহ ইবনু ইয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকটে লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করা হল। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লজ্জাশীলতা হচ্ছে দ্বীনের অংশ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'বরং সেটা (লাজুকতা) হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন' *(ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩০)*।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَال قُلْنَا يا نَبِىَ اللهِ إِنَّا لَنَسْتَحِىْ وَالْحَمْدُ لله قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الحْيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى وَلَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ-

আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথ লজ্জা কর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা অবশ্যই আল্লাহ্কে লজ্জা করি, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন, এটা নয়। বরং আল্লাহ্কে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ তুমি তোমার মাথাকে ও উহা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও উহার অভ্যন্তরীণ বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে লজ্জা করে' *(ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও লজ্জাশীলতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। আর যার ঈমান নেই, তার স্থান জাহান্নামে। অপরপক্ষে লজ্জাহীন মানুষ পশুতুল্য। বর্তমানে নারী-পুরুষ লজ্জাহীন হয়ে উঠছে। নিজেদের ইয্যত-আব্রু খোলা রাখার প্রতিযোগিতায় যেন তারা লিপ্ত হয়েছে। পুরুষের চেয়ে নারীরা বর্তমানে অধিকতর খোলামেলা পোষাক পরিধান করে চলাফেরা করে। যার পরিণতি হচ্ছে ধর্ষণ-অপহরণ ইত্যাদি। এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের শালীন পোষাক পরিধানের পাশাপাশি যথাযথ পর্দায় রাখা একান্ত আবশ্যক। কোন ঈমানদার লজ্জাশীল পুরুষ তার স্ত্রী-কন্যা, পরিবার-পরিজনকে অশালীন, নগ্ন পোষাক পরিয়ে অন্য মানুষের ঈমান হরণ করতে পারে না। মোদ্দাকথা লজ্জা মুমিনের ভূষণ। সুতরাং মুমিন নর-নারীকে সেই ভুষণ আঁকড়ে থাকা অপরিহার্য।

অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকা

যুলুম-অত্যাচার ইসলামের একটি জঘন্য অপরাধ, যাকে সবাই ঘৃণা করে। এর কারণে পার্থিব জীবনে মানুষ হবে লাঞ্ছিত এবং পরকালে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ 'যালিমদের জন্য পরকালে কোন দরদী বন্ধু থাকবে না এবং তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও হবে না যার কথা মান্য করা হবে' *(মুমিন ১৮)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ 'যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(হজ্জ ৭১)*। উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ একে অপরের উপর অত্যাচার করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ অত্যাচারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। সেদিন তার অত্যাচারের পরিমাণ নেকী অত্যাচারিত ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে। যা হবে তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এজন্য যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অত্যাচার করা হ'তে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার। তোমরা

কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক কৃপণতা তোমাদের পূর্বে জনগণকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করার প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি উৎসাহিত করেছিল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫; বাংলা-৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৭১ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো উপর তার ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, মান-ইয্যত অথবা অন্য কোন কিছুর উপরে যুলুম সম্পর্কিত তাহলে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তার থেকে মাফ করিয়ে নেয় যে দিন কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না; বরং যদি কোন নেক আমল থাকে তাহলে যুলুম পরিমাণ, তা নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে তাহলে তার পাওনাদারের গোনাহের বোঝা নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৯)*।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অত্যাচারী ব্যক্তি ক্বিয়ামতের কঠিন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। আর সেই অত্যাচার যে কোন ব্যাপারে হোক না কেন। আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, লেন-দেন ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে হোক না কেন। যুলুম হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে নইলে পরকালে নেকীর মাধ্যমে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর নেকী না থাকলে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। পাপের বোঝা নিয়ে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। ছহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) মু'আযকে বললেন, 'হে মু'আয! মযলূমের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না' *(বুখারী, হা/২২৬৮; মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا

فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা বলতে পার সবচেয়ে নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতে সবচেয়ে গরীব এমন ব্যক্তি যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা, অপবাদ দেয়া ও গালি দেয়ার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হতে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম, হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫১২৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারে হক নষ্ট করা হয়, যা পাপের অন্তর্ভুক্ত। এটার দায় ক্বিয়ামতের দিন পরিশোধ করতে হবে।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন 'তোমার প্রতিপালকের ধরা এইরূপ যে যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন, তাঁর ধরা বড় কঠিন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৪৩১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৭)*।

অহংকার হতে বেঁচে থাকা

অহংকার মানব জীবনের এক জঘন্য স্বভাব, যা মানুষে আত্মোপলব্ধিকে ভুলিয়ে দেয়। মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যকে হেয় জ্ঞান করতে থাকে। এজন্য অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً- 'তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চল না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না' *(ইসরা ৩৭)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ-

‘অহঙ্কার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ কোন অহঙ্কারীকে পসন্দ করেন না’ *(লুক্বমান ১৮)*।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দাম্ভিক ও অহংকারীকে অপসন্দ করেন বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষের মধ্যে কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ ধনী, কেউ গরীব। মানুষের মাঝে এই ভেদাভেদ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আবার সকলের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি করেন। মানুষ কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন না কোন কাজে ও প্রয়োজনে তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়, অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কাজেই অহংকার করা মানুষের সাজে না। অহংকারের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। উপরোক্ত হাদীছে দু’টি বিষয় এমনভাবে সাংঘর্ষিক যে, ঈমান থাকলে জাহান্নামে যাবে না। আর অহংকার থাকলে জান্নাতে যাবে না। তাই প্রত্যেক মুমিন যেন অহংকার হতে নিজের অন্তরকে সদা পবিত্র রাখে এবং এর কলুষ-কালিমা দ্বারা নিজের অন্তরকে নির্মল রাখে। যাতে তাকে জাহান্নামের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়।

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। (১) বয়সপ্রাপ্ত যেনাকার (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে অহংকার বশত পায়ের নিচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি দিবেন না' *(বুখারী হা/৫৩৪২)*। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যারা অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে মুসলিম পুরুষরা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে পরে। এটা যেন এখন একটা ফ্যাশান। অথচ এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বিষয়ে কোন মানুষ চিন্তা করে না। এর মধ্যে কোন ভদ্রতা ও শালীনতা নেই। বরং এর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। তাই এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষকে সজাগ ও সচেতন হওয়া যরূরী। জান্নাত পিয়াসী মুসলিম পুরুষকে টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করতে হবে। অন্যথা পরকালে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী

আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিষয়ে সতর্ক-সাবধান থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী জান্নাতে যাবে এবং সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামী হবে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করলে তাদের প্রাপ্য হক বিনষ্ট হয়। আল্লাহ এ হক রক্ষা করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ- 'আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হক তাদের দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরকেও' *(বানী ইসরাঈল ২৬)*। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মিসকীনদের হক আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ সম্পর্ক রক্ষা করতে করতে হবে নিঃস্বর্থভাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যে, বিনিময়ের স্বার্থে তা রক্ষা করে। বরং সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী যার সাথে তা ছিন্ন করার পর পুনঃস্থাপন করে' *(বুখারী হা/৫৫৩২, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭০৬)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কিছু পাওয়ার স্বার্থে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। অনেক এলাকায় দেখা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যদি বোনেরা না নেয়, তাহলে ভাইদের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালই থাকে। কিন্তু যদি বোনেরা ঐ সম্পদ গ্রহণ করে, তাহলে ভাইদের সাথে বোনদের আর কোন সুসম্পর্ক থাকে না। এসব জাহেলী চিন্তাধারা। এগুলো থেকে বিরত থাকাই মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে ক্বিয়মাতের দিন জিজ্ঞেস করবেন। তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَتَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞেস করে থাক এবং আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্ক থাক' *(নিসা ১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতামাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, নিকট প্রতিবেশী এবং সফরসঙ্গী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীদের প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৩৬)*। এ আয়াতে নিজের হকের সাথে পিতামাতার হকের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর নিকটাত্মীয়দের হকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। (১) পিতা-মাতা (২) নিকটাত্মীয় (৩) ইয়াতীম (৪) মিসকীন (৫) প্রতিবেশী (৬) নিকট প্রতিবেশী, (৭) অসহায় মুসাফির (৮) সফরসাথী (৯) দাস-দাসীর সাথে সদয় আচরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এসব বিষয়ের প্রতি মানুষ কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার প্রতি মানুষ কোন লক্ষ্য করে না। পক্ষান্তরে শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য সবাই নিজেকে উজাড় করে দেয়। নিজের ভাই-বোনের প্রতি খেয়াল করে না অথচ শ্যালক-শ্যালিকার জন্য হাত খুলে খরচ করে। নিকটাত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য পালনে

থাকে উদাসীন, তাদের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ বন্ধু-বান্ধবের জন্য উদার হস্তে খরচ করে। এসব উল্টা কাজ থেকে বিরত হয়ে প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় করা উচিত।

হাদীছে এসেছে,

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

যুবায়ের ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭০৫)*। এ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা সর্বাধিক। সেজন্য এক্ষেত্রে পুরুষকেই সবচেয়ে বেশী হুঁশিয়ার থাকতে হবে। নচেৎ জান্নাত লাভ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করি। কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা প্রদর্শন করে। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যেরূপ আচরণের কথা বললে যদি তুমি এরূপ আচরণই করে থাক, তবে তুমি যেন তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। আর তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতির উপর বহাল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন, যিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করবেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭০৭)*। এ হাদীছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী নিযুক্তি ও অত্মীয়-স্বজনের সাথে অসদাচরণকারীর পরিণতি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তাই আমাদের সকলের এ ব্যাপারে সতর্ক-সাবধান হওয়া যরূরী।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ–

আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিদ্রোহকারী ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্রই এই পৃথিবীতে তার শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ হা/৪২৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭১৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর দুনিয়াতেও শাস্তি হবে এবং পরকালেও তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত থাকবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ لَهُ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ–

আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বলল, তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এরপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ছালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৫৯৮৩, ইফাবা ৫৪৪৪)*।

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ–

ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনু মতঈম বলেন যে, জুবায়র ইবনু মুতঈম খবর দিয়েছেন যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৫৯৮৪, ইফাবা ৫৪৪৫)*।

উল্লেখিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যা পালন করলে সে জান্নাতে যেতে পারবে। বিষয়গুলি হচ্ছে- (১) আল্লাহর ইবাদত করা (২) তাঁর সাথে শিরক না করা (৩) ছালাত আদায় করা (৪) যাকাত আদায় করা (৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। এ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর ইবাদতের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কথা বলেছেন, যা পালন করলে মানুষ সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। উপরোল্লেখিত হাদীছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় পুরুষের দায়িত্বই বেশী। কেননা তারা অর্থ উপার্জন করে এবং সম্পদের রক্ষক হয়। প্রত্যেককে তার যথাযথ প্রাপ্য প্রদান করলে এবং সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললে এ সম্পর্ক আজীবন অটুট থাকে। আর এ কাজ মূলতঃ পুরুষের। তাই এক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান সমাজে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বন্ধু-বান্ধব, ধর্মের আত্মীয়, স্ত্রী সম্পর্কের লোক-জনের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে ভাই-বোন, পিতামাতা ও তাদের আত্মীয়দের সাথে ছেলেদের সুসম্পর্ক রক্ষা করতে দেখা যায় না। অন্যদিকে বাড়ীর পুত্রবধূরা নিজ সম্পর্কের লোকদের সমাদর বেশী করে থাকে, অন্যদের আসতে দেখলে মুখ বেজার করে বসে থাকে। এসব অনুচিত। কেননা সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই ইসলামের নির্দেশ। যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যাবে।

عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَلاَ تَقَاطَعُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা কর না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকো না। আর তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৭)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بَالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩; বাংলা মিশকাত হা/৪৭৩৬)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.

নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত। যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয়, তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয়, তখন তার সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়’ *(মুসলিম, মিশকাত, হা/ ৪৯৫৪, বংলা মিশকাত হা/৪৭৩৭)*।

عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য এক গৃহের মত, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি এক হাতের অঙ্গুলিগুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫; বাংলা মিশকাত হা/৪৭৩৮)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَالِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে। এটিই তাকে তোমার সাহায্য করার নামান্তর’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَيَظْلِمُهُ، وَلاَيُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ

فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব মোচনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৮; বাংলা মিশকাত হা/৪৭৪১)*।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَيَظْلِمُهُ، وَلاَيَخْذُلُهُ، وَلاَيَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يُّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। 'তাক্বওয়া' (আল্লাহভীতি) এখানে একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইংগিত করলেন। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। বস্তুতঃ একজন মুসলমানের সব কিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। তার জান, মাল ও ইয্যত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৪৭৪২)*।

প্রতিবেশীর হক আদায়কারী

প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরাখবর নেয়া যরূরী। যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, তারা জান্নাতে যাবে না। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)

কসম করে বলেছেন, যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে না, প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী তার অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

'আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(৩৬ নিসা)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশীর হক উল্লেখ করেছেন এবং যারা প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে না, তাদেরকে অহংকারী ও দাম্ভিক বলেছেন। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং দাস-দাসীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উপরোক্ত আয়াতে। কেননা প্রতিবেশী ও দাস-দাসীরাই মানুষের বিপদে-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই এসব লোকের সাথে ভাল আচরণ করা আদর্শ পুরুষের কর্তব্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯৬২; বাংলা মিশকাত হা/৪৭৪৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি কখনও জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪০৬৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ হতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার সাথে জান্নাত পাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। তাই প্রতিবেশীর হক আদায় করে জান্নাতের পথ সুগম করা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর জন্য আবশ্যক।

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَمْرَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে এমনকি ছাগলের পায়ের ক্ষুর হলেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠাতে হবে' *(বুখারী মুসলিম মিশকাত হা/১৮৯২; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৯৮ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার দু'টি প্রতিবেশী আছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন, 'উভয়ের মধ্যে যার বাড়ী তোমার বেশী কাছে তাকে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৩৬; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৮৪০)*।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ.

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী রান্না কর, তখন একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বেশি করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক্ব পৌঁছে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৮৩৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

عن أَبِي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ : مَنْ يَا رَسُول اللهِ؟ قَالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৪৫)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৪৬)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ-

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মুকদ্দমা পেশ করা হবে' *(আহমাদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৮২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে উদর পূর্ণ করে খায় আর তার পার্শ্বেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে' *(বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৭৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৭৫)*।

উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যধিক। তাদের সাথে সদাচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাও রাসূলের নির্দেশ। খাদ্য আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া কঠিন।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী

পিতামাতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অতুল্য নে'আমত। আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরেই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। পিতামাতাকে পেয়ে

তাদের সাথে সদাচরণ করে যে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করতে পারল না, তার চেয়ে হতভাগ্য আর নেই। পিতামাতা অত্যাচারী, অন্যায়কারী, এমনকি বিধর্মী হলেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ-

'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব আমার প্রতি ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমার নিকটেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ১৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

'তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাকে ছাড়া যেন অন্য কারো ইবাদত না কর। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিও না ও তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সাথে নম্রভাবে করুণার ডানা অবনত করে দাও এবং বল হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে' *(বানী ইসরাঈল ২৩-২৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরেই পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) কারো কোন কাজের জন্য তার পিতামাত কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (২) তাদের কোন কাজের জন্য তাদেরকে ধমক বা কষ্ট দেওয়া যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে সদা নম্র-ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। (৩) বৃদ্ধাবস্থায় তাদের প্রতি দয়ার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। (৪) তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো'আ করতে হবে। এ আয়াত ব্যতীত আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ এভাবে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নির্দেশ দিয়েছেন।

পিতামাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ،قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘সময়মত ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তারপর হচ্ছে পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’ *(বুখারী ২/৮৮২, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৫২২ ‘ছালাত’ অধ্যায়)*। এ হাদীছে আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় আমল সময়মত ছালাত আদায়ের পরই পিতামাতার সাথে সদাচরণের কথা বলা হয়েছে। এমনকি এতে জিহাদের উপরেও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পিতামাতার মধ্যে মায়ের মর্যাদা পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশী বলে হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৪)*। এ হাদীছে প্রথমে তিনবার মায়ের কথা বলে চতুর্থবার পিতার কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তার নাক ধূলায় মলিন হোক (একথা তিনি তিন বার বললেন)। বলা হল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দু’জনের একজনকে পেল (অথচ তাদের সেবা করল না) সে জান্নাত লাভ করতে পারল না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৯৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا-

মু'আবিয়া ইবনু জাহিমা হতে বর্ণিত একদা আমার পিতা জাহিমা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে যেতে ইচ্ছুক। আমি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর, তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭২২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সন্তানের উপর পিতামাতার কি হক? তিনি বললেন, তারা উভয় তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৭২৪)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতা সন্তানের জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়। তাই তাদের সাথে সদাচরণ করে জান্নাত লাভের চেষ্টা করাই মুমিনের কর্তব্য। পিতামাতার নিকটে কোন ছেলের স্ত্রী অপসন্দনীয় হয়, তবে তাকে তালাক দিতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবূদারদা (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মাতা আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। আবূদারদা (রাঃ) তাকে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাত লাভের মাধ্যম। আপনি ইচ্ছা করলে তা হিফাযত করতে পারেন, নষ্টও করতে পারেন' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৮)*।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا-

আবূবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, আমার অমুসলিম মা, আমার নিকট আসতেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রহী, তিনি আমার নিকট আসেন আমি তার সাথে কি সদ্ব্যবহার করব? রাসূল (ছাঃ)

বললেন, হ্যাঁ তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯১৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬৯৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতামাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। পিতামাতা নির্দেশ দিলে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে, যা উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنعَ وَهَاتٍ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও সম্পদ বিনষ্টকরণ মাকরূহ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(নাসাঈ, দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭১৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالسَّاعِي فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ النَّهَارَ لاَ يُفْطِرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকীনের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাও বলেছেন, রাত্রি জাগরণকারী যে অলসতা করে না এবং ঐ ছিয়াম পালনকারীর মত যে কখনও ছিয়াম ভঙ্গ করে না' *(নাসাঈ, দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৩৪)*।

আমর ইবনু আছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা' *(আত-তারগী হা/৩৫৬৮)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন না। (১) পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) নিয়মিত নেশাদার দ্রব্য পানকারী (৩) দান করার পর খোটা দানকারী। তিনি আবার বলেন, তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না। পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, দায়ূছ ব্যক্তি, পুরুষের বেশধারী নারী' *(আত-তারগীব হা/৩৫৭০)*।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যাদের ফরয ও নফল ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। (১) পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, (২) খোটা দানকারী (৩) ভাগ্যকে অস্বীকারকারী' *(আত-তারগীব হা/৩৫৭৩)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতামাতার অনুগত হলে বয়স বৃদ্ধি পায়। মিথ্যা কথা রুযী কমিয়ে দেয়। দো'আ নির্ধারিত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায়' *(আত-তারগীব হা/৪২০৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর (সারার) মাঝে যা হবার হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ইসমাঈল এবং তার মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সঙ্গে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল (আঃ)-এর মা মশক হতে পানি করতেন। ফলে শিশুর জন্য তার স্তনে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইবরাহীম (আঃ) মক্কায় পৌঁছে হাজেরাকে একটি বিরাট গাছের নিচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তার অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন হতে ডেকে বললেন, হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহর কাছে। হাজেরা (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা (আঃ) ফিরে আসলেন, তিনি মশক হতে পানি পান করতেন। আর শিশুর জন্য দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম, তাহলে হয়তো কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী বলেন, অতঃপর ইসমাঈল (আঃ)-এর মা গেলেন এবং ছাফা পাহাড়ে উঠলেন। আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। তখন দ্রুত

বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন এবং এভাবে কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে, শিশুটি কি করছে? অতঃপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তার মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম, সম্ভবত কাউকে দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি গেলেন, ছাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীর ভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। তখন তিনি বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে, সে কি করছে? হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে, তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখতে পেলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তার পায়ের গোড়ালী দ্বারা এরূপ করলেন। হঠাৎ গোড়ালী দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী বলেন, তখনি পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল (আঃ)-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। রাবী বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হাজেরা (আঃ) যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী বলেন, তখন হাজেরা (আঃ) পানি পান করতে লাগলেন এবং তার সন্তানের জন্য তার দুধ বাড়তে থাকে।

রাবী বলেন, অতঃপর জুরহুম গোত্রের এক দল লোক উপত্যকার নিচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আর তারা বলতে লাগল, এসব পাখিতো পানি ব্যতীত কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন পাঠাল। সে খোনে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের নিকট ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। অতঃপর তারা হাজেরা (আঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা! আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট থাকা অথবা (রাবী বলেছেন,) আপনার নিকট বসবাস করার অনুমতি দিবেন? হাজেরা (আঃ) তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। অতঃপর তার ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাবী বলেন, পুনরায় ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে জাগল, তখন তিনি তার স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গেছেন। তিনি পুত্রবধূকে তাদের অবস্থা

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠ খানা বদলিয়ে ফেলবে। ইসমাঈল (আঃ) যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাকে খবরটি জানালেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতার নিকট চলে যাও। রাবী বলেন, অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি সেখানে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গেছেন। পুত্রবধূ তাকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশত এবং পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম (আঃ) দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন। রাবী বলেন, আবুল কাসেম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর দো‘আর কারণেই বরকত রয়েছে।

রাবী বলেন, আবার কিছু দিন পর ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি এলন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তার একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইবরাহীম (আঃ) ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য এক খানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আঃ) আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। অতঃপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইবরাহীম (আঃ) ইমারত বানাতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন। আর তারা উভয়ে দো‘আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনিতো সবকিছু শোনেন এবং জানেন? রাবী বলেন, এরই মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইবরাহীম (আঃ) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে ইবরাহীমের) পাথরের উপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দো‘আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন *(বাক্বারাহ ১২৭; বুখারী হা/৩৩৬৫)*।

স্ত্রীর সাথে সদাচরণকারী

আদর্শ পুরুষ হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ছাড়াও যেসব গুণাবলী থাকা অতীব যরূরী তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা। কেননা স্ত্রী হচ্ছে জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তার সাথে সদ্ব্যবহার না করলে দাম্পত্য জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। পরিবার পরিণত হয় অশান্তির আকরে। তাই তার সাথে উত্তম আচরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ– 'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ১৯)*। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। স্ত্রী যাতে স্বামীর অবাধ্য না হয় সেজন্য বিবাহের সময় সতী-সাধবী, বংশীয়া ও ধার্মিক মেয়ে দেখে বিবাহ করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সমস্ত দুনিয়াই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধবী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দিতে বলেছেন *(বুলূগুল মারাম হা/৯৯৭)*।

স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا– وفي رواية لمسلم فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং স্ত্রীদের কল্যাণ সাধনের জন্য উপদেশ মান্য করে চলে। মহিলারা পাঁজরের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্টি। পাঁজরের উপরের হাড় হয় সর্বাপেক্ষা বাঁকা। যদি তুমি সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ঐভাবে রেখে দাও, তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে চলার জন্য সদ্ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর' *(বুখারী, মুসলিম)*। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, যদি তাদের ছেড়ে দাও তাহলে তা বাঁকাই থাকবে। আর যদি সোজ করতে যাও, তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। ভেঙ্গে ফেলার অর্থ তালাক দেওয়া *(বুলূগুল মারাম হা/১০৪৪)*। জোর করে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত নয়। তার

দুর্বল দিক দেখেও না দেখার মত ভাব দেখিয়ে উপদেশ দিতে হবে। গোনাহ না হলে তার চাহিদা মত চলার চেষ্টা করতে হবে। তার নম্র আচরণের মাধ্যমে তার মন জয় করার চেষ্টা করতে হবে। আর এভাবে তাকে সঠিক পথে চালানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু যাম'আহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন ক্রীতদাসকে চাবুক মারার ন্যায় নিজের স্ত্রীকে লাঠিপেটা না করে' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৯৩)*।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ-

হাকিম ইবনু মু'আবিয়া আল-কুশাইরী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন, তুমি যখন খাবে তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন তুমি পোষাক পরবে, তখন তাকেও পরাবে। তার মুখে মারবে না। তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিবে না। বাড়ীতে ব্যতীত তাকে ছাড়বে না' *(আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, বুলুগুল মারাম হা/১০৪৭)*।

এ হাদীছে পাঁচটি বিষয়ে স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। (১) স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিজের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। কোন ক্রমেই তাদের সাথে কৃপণতা করা যাবে না। (২) পরিধানের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। সাজসজ্জা নারীদের পসন্দনীয়। তাই তাদের জন্য স্বামী তার সাধ্যমত প্রসাধনী ও সাজসজ্জার জিনিস সংগ্রহ করে দিবে। কেননা তারা সাজসজ্জার মাধ্যমে স্বামীকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। (৩) মুখে মারা নিষেধ। (৪) স্ত্রীদের সাথে সর্বদা সদয় হয়ে চলতে হবে। তাদের সাথে নির্দয় আচরণ হতে বিরত থাকতে হবে। তাদের সাথে কঠোরতা পরিহার করতে হবে। (৫) তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা, অতিরিক্ত মারধর করা, তাদের কাজকর্মের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো যাবে না। মোদ্দাকথা তাদের সাথে স্নেহ-ভালবাসার সাথে আচরণ করতে হবে। এখানে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু যাম‘আ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার স্ত্রীকে দাস-দাসীর মত না মারে’ *(বুখারী, বুলূগুল মারাম, হা/১০৬৫)*। তবে সতর্ক করার জন্য হালকা মারা যায়। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তাদের নাফরমানীর আশংকা করলে তাদের হালকা প্রহার কর’ *(নিসা ৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা পরিবারের উপর হতে শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে নিয়ো না’ *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি কাউকে মারবে সে যেন মুখের উপর না মারে। আল্লাহ আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৬২)*।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা তাদের জন্য সুন্দর রুযীর ব্যবস্থা করবে এবং সুন্দর পরিধানের ব্যবস্থা করবে’ *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/১১৪১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে নিয়ে পর্দা করে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং আমি সেই খেলা দেখছিলাম যতক্ষণ আমার ভাল লাগছিল। যতক্ষণ স্বেচ্ছায় আমি সেই স্থান ত্যাগ না করতাম *(বঙ্গানুবাদ বুখারী আঃপ্রঃ হা/৪৮০৮/৫১৯০)*। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি কতটা সদয় ছিলেন এ হাদীছ তার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রত্যেক মুসলিম পুরুষকে অনুরূপ স্ত্রীর প্রতি সদয় হতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কখনও খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেননি। তাঁর ভাল লাগলে তিনি খেতেন, ভাল না লাগলে রেখে দিতেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী আঃপ্রঃ হা/৫৪০৯)*।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَانَّكَ أنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ-

সা‘আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোন ব্যয়ই কর না কেন এর বিনিময় তোমাকে ছাওয়াব দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্য গ্রাস তুলে দাও তার বিনিময়েও’ *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৯২)*। উপরোল্লেখিত হাদীছ সমূহ হতে বুঝা যায় যে, খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যাবে না। খাবার ভাল লাগলে খেতে হবে, না লাগলে রেখে দিতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া খাদ্যের লোকমার বিনিময়েও আল্লাহ ছাওয়াব দান করবেন। এগুলি স্ত্রীকে ভালবাসার বাস্তব পদক্ষেপ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হল সে ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বাধিক সুন্দর। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে স্ত্রীদের নিকট উত্তম’ *(তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২৭৮)*। তাই স্ত্রীদের নিকটে উত্তম হওয়ার জন্য শরী‘আত সম্মত পন্থায় চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে হেফাযত করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে তারা অন্য পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে না পারে, পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করতে না পারে।

সা‘আদ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই তাহলে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। অর্থাৎ হত্যা করব *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৬৭/১০৮ অধ্যায়)*।

ইসলাম নারীকে পর্দার অভ্যন্তরে রেখে তার ইয্যত-আব্রুকে হেফাযত করার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজের অধিকাংশ লোক স্বীয় স্ত্রী-কন্যাদের বেপর্দায় ছেড়ে দেয়, অন্য পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ দেয়। এগুলিকে তারা প্রগতি বলে মনে করে। এর সাথে যোগ দিয়েছে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার দাবীদার কিছু মহিলা। যারা নারীকে ঘর থেকে বাইরে বের করে আনতে প্রাণান্ত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যার বিষময় ফল হচ্ছে নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড সন্ত্রাস, পরকীয়া, যৌতুক ইত্যাদি। এরপরও তারা নারীকে উলঙ্গ করতে ব্যস্ত। অথচ ইসলাম নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিবাহের সময় তার মহরকে বাধ্যতামূলক করেছে *(বুখারী আঃ প্রঃ হা/৪৭৭০/৫১৫০)*। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মহর সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ কর’ *(নিসা ৪)*।

আমানত রক্ষাকারী

আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের প্রতি আবশ্যিক করা হয়েছে। আমানতের খিয়ানতকারীকে ঈমানহীন বলা হয়েছে। সেজন্য প্রত্যেককে আমানত রক্ষা করে চলতে হবে। খিয়ানতকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানাত কর না এবং নিজেদের আমানাতের খিয়ানাত কর না' *(আনফাল ২৭)*। খিয়ানত দুই প্রকার। **১.** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অমান্য করার মাধ্যমে খিয়ানত। ২. মানুষের গচ্ছিত সম্পদ ভক্ষণ করা কিংবা রক্ষিত জিনিস বিনষ্ট করার মাধ্যমে খিয়ানত করা। এ উভয় প্রকার খিয়ানত হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا– 'আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন মালিকের নিকটে আমানত পৌঁছে দেওয়ার জন্য' *(নিসা ৫৮)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আদী ইবনু আমীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কর্মে নিযুক্ত করি আর সে আমাদের নিকট হতে একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে তা নিশ্চয়ই আমানতের খিয়ানত হবে, যা নিয়ে সে ক্বিয়ামতের দিন হাযির হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৮৮)*।

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْلُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِيْ قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ

أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ-

আবু হুমায়েদ আস-সায়েদী (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ) ইবনু লুতবিয়া নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করলেন। যখন সে যাকাত নিয়ে মদীনায় ফিরল, তখন বলল, এই অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত আর এই অংশ আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান করে বললেন, ব্যাপার এই যে, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি। যে সকল দায়িত্ব আল্লাহ আমার প্রতি সোপর্দ করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি ফিরে এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার বাপ মায়ের ঘরে বসে দেখল না যে তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি-না? আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি এর কোন কিছু তসরুফ করবে সে নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে। যদি তা উট হয়, তাহলে চিঁ চিঁ রব করবে। যদি গরু হয় তাহলে হাম্বা হাম্বা করবে। আর যদি ছাগল-ভেড়া হয় তাহলে ম্যা ম্যা শব্দ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৮৭)*।

عَنْ أَنس قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে প্রায় খুৎবাতে বলতেন, 'যার আমানত নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দিন নেই' *(বায়হাক্বী, আলবানী, মিশকাত হা/৩৫, সনদ হাসান; বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/৩১ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ-

আবু উমামা ইয়াস ইবনু ছা'লাবা আল-হারেছী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য বস্তুও হয়? তিনি বললেন,

পিলু গাছের একটি ডালই হোক না কেন'? *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২১৪)*। এ হাদীছ বুঝা যায় যে, সামান্য জিনিসও আত্মসাৎ করে থাকে, তবুও জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত। সুতরাং আত্মসাৎ করা কোন আদর্শ পুরুষের কাজ নয়। প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য আত্মসাৎ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গণীমতের মালে খেয়ানত করা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং এর পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ, এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাকেও যেন এই অবস্থায় দেখতে না পাই, সে স্বীয় কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত উট বহন করে আসবে, আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত ঘোড়া বহন করে আসবে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের

কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত বকরী বহন করে আসবে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত মানুষকে বহন করে আসবে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর কাপড় ইত্যাদির এক খণ্ড বহন করে আসছে। আর তা ভীষণভাবে তার ঘাড়ের উপর দুলছে। তখন সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এমন অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি অচেতন সম্পদ (সোনা-চাঁদি ইত্যাদি) বহন করে আসছে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৩৮২০)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে একটি গোলাম হাদিয়া দিয়েছিল, যার নাম মিদআম। এক সময় মিদআম রাসূল (ছাঃ)-এর বাহন প্রস্তুত করছিল। হঠাৎ অজ্ঞাত তীর নিক্ষেপকারীর তীর তার গায়ে লাগল। তীর তাকে নিহত করল। লোকেরা বলল, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কখনো নয়। সে খায়বরের দিন দশের সম্পদ হতে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল। এ চাদর জাহান্নামের আগুনকে তার উপর ক্ষিপ্ত করেছে। লোকেরা একথা শুনে কোন ব্যক্তি একটি জুতার ফিতা বা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, একটি জুতার ফিতা বা দু'টি জুতার ফিতার সমান জিনিস আত্মসাৎ করবে তার জন্য জাহান্নাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭)*।

সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎকাজে বাধা প্রদানকারী

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ। তিনি বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম' *(আলে-ইমরান ১০৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু শুভাকাঙ্খী। তারা ভালকাজের আদশে করে এবং মন্দকাজের নিষেধ করে। তারা আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৭১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, তারা এমন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী যাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তাদের জন্য আদন নামক জান্নাতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিদান। আর এটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা' *(আলে ইমরান ৭২)*।

লোকমান হাকীম তার ছেলেকে বলেন, 'হে আমার পুত্র! ছালাত কায়েম কর, ভালকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর। এ কাজগুলি এমন যাতে খুব বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে' *(লোকমান ১৭)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে যালিম শাসকের নিকটে হক কথার দাওয়াত দেয়া' *(আবু দাউদ, তারগীব হা/৩২৯৯)*।

জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদদের সর্দার হচ্ছেন হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তিও শহীদদে সর্দার যে অত্যাচারী নেতার নিকটে গেল

এবং তাকে ভাল কাজের আদেশ করল এবং মন্দ কাজের নিষেধ করল। তখন সে তাকে হত্যা করল' *(তিরমিযী, তারগীব হা/৩৩০২)*।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অত্যাচারী শাসকের নিকট হকের দাওয়াত দেয়া খুবই কঠিন কাজ। এমন স্থানে দাওয়াত দেওয়ার পরিণতি জীবন বিসর্জনও হতে পারে। তবে তার বিনিময় হবে জান্নাত। আর তার মর্যাদা হবে শহীদদের মর্যাদার সমান। অত্যাচারী শাসকের ভয়ে দাওয়াতের কাজ থেমে থাকতে পারে না, স্তিমিত বা শিথিল হতে পারে না। বরং যালিমের মোকাবিলায় আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে জোরে শোরে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ-

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগে দাওয়াত দিবে সে মুমিন, যে মুখের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে সে মুমিন, যে অন্তরের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে সে মুমিন। যে এ তিনটি পদ্ধতির কোন একটি অবলম্বন করবে না, তার অন্তরে সরিষা দানা সমপরিমাণও ঈমান নেই' *(মুসলিম, তারগীব হা/৩৩০৪)*।

عن حذيفة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ-

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে! অবশ্যই তোমরা ভালকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে নইলে অচিরেই আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন না' *(তিরমিযী, তারগীব হা/৩৩০৭)*।

عَنْ جَرِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا. قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اَللهِ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ-

জারীর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, দ্বীন হচ্ছে উপদেশ প্রদানের নাম। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ উপদেশ কার জন্য হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য' *(বুখারী, তারগীব হা/৩৩১০)*।

আল্লাহর জন্য উপদেশ হচ্ছে তাঁর সাথে শিরক না করা। রাসূলের জন্য উপদেশ হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা। নেতাদের জন্য উপদেশ হচ্ছে অনুগতদের কল্যাণ কামনা করা, তাদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালনা করা। সাধারণ মুসলমানের জন্য উপদেশ হচ্ছে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা এবং জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপের কাজ করে। এ সময় তারা বাধা প্রদান করবে না, তাহলে আল্লাহ তাদের মরণের পূর্বে তাদের সকলের উপর বিপদ চাপিয়ে দিবেন' *(আবু দাঊদ, তারগীব হা/৩৩১২)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ–

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন কোন সম্প্রদায় শরী'আত বিরোধী কোন কাজ দেখবে এবং তা হতে বাধা প্রদান করবে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন' *(আবু দাউদ, তারগীব হা/৩৩১৩)*।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যে কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে। এভাবে সম্ভব না হলে মুখে বাধা প্রদান করবে। সম্ভব না হলে সে অন্যায়কে ঘৃণা করবে। আর অন্তরে ঘৃণা করে বাধা প্রদান করা কাজটি সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অন্যায়কারী ও অন্যায় দেখে যে ব্যক্তি বাধা প্রদান করে না এমন ব্যক্তিদ্বয়ের উদাহরণ হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের মত। যে সম্প্রদায় একটি নৌকায় আরোহনের জন্য লটারী করেছে। এতে তাদের কিছু হয়েছে উপর তলার যাত্রী এবং কিছু হয়েছে নীচ তলার। নীচ তলার লোকেরা উপর তলায় পানি আনতে যায়। এতে উপর তলার লোকের কষ্ট হয়। তখন নীচ তলার লোকেরা কুড়াল দিয়ে পানি বের করার জন্য নৌকার তলা ছিদ্র করতে উদ্ধত হয়। তার পর উপর তলার লোক এসে বলে, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা এমন করছ কেন? তখন তারা বলল,

আমরা নীচ তলা থেকে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়। আবার আমাদের পানিরও খুব দরকার। (এ কারণে নৌকার তলা ছিদ্র করে পানি বের করব।) উপরের লোকেরা যদি তাদের কুড়ালটি নিয়ে নেয় এবং তাদেরকে একাজ থেকে বারণ করে তাহলে তারা তাদেরকে বাঁচাবে এবং নিজেদেরকেও বাঁচাবে। আর তাদেরকে ছেড়ে দেয়, বাধা না দেয়, তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা অন্যায় করে এবং যারা অন্যায় দেখে বাধা দেয় না, তারা উভয়ই পাপী। তাদের উভয়ের অপরাধ সমান।

ভালকাজের আদেশ দিলে নিজেও পালন করতে হবে। অন্যথা পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না? আল্লাহর নিকট বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা, যা তোমরা কর না *(ছফ ২-৩)*।

উসামা ইবনু যায়েদ বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। এসময় সে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চার পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম অথচ আমিই তা করতাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

আনাস ইবনু মালিক বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে রাতে আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে রাতে কতগুলি লোককে দেখলাম, যাদের ঠোট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত, কিন্তু নিজেরা আমল করত না' *(ইবনু হিব্বান, তারগীব, হা/৩৩২৮)*।

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আযদী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তি উদাহরণ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের দাওয়াত দেয়, নিজে আমল করে না। সে সেই মোমবাতির মত, যে মোমবাতির মত। যে মোমবাতি মানুষকে আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়' *(তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩১)*।

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার অবর্তমানে তোমাদের উপর যেটা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা মুখে জ্ঞানী, মুনাফেক’ *(তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩২)*।

যারা মুখে ধর্মের কথা বলে, নিজে আমল করে না। এদের বিষয়টি সবচেয়ে ভয়াবহ। এরা মুখে জ্ঞানী, কর্মে মুনাফিক।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের চোখে ক্ষুদ্র-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের শিকড়, বড় কাঠ খণ্ড দেখতে পায় না *(তাবারানী, তারগীব, হা/৩৩৩৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ অপরের ক্ষুদ্র দোষ দেখতে পায় কিন্তু নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজে না করা সবচেয়ে বড় দোষ।

কৃপণতা পরিহারকারী

কৃপণতা মানব চরিত্রের এক দুষ্ট ক্ষত, যা মানুষকে দান-ছাদাক্বা হতে বিরত রাখে। সম্পদ কুক্ষিগত করতে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, দুস্থ-অসহায়, মেহমান, প্রতিবেশী প্রভৃতি লোকের হক আদায় ও তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে এই দোষ মানুষকে সীমাহীন লোভ-লালসার শিকারে পরিণত করে। যার ফলে সে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। আর এর পরিণতি হয় জাহান্নাম। তাই এই দোষ থেকে বেঁচে থাকা মুমিন মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى– ‘আর যে কার্পণ্য করল ও বেপরওয়া হল এবং সৎকাজকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, অচিরেই আমি তাকে কষ্টে জর্জরিত করব। তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না’ *(লাইল ৮-১১)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُــوْنَ– ‘যাদেরকে কৃপণতা হতে মুক্ত করা হয় বস্তুতঃ তারা হল সফলকাম’ *(তাগাবুন ১৬)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ– ‘যে অর্থ জমা করে এবং গণনা করে, সে মনে করে যে তার অর্থ-সম্পদ চিরদিন তার সাথে থাকবে। কখনো নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে চূর্ণবিচূর্ণকারী জাহান্নামে’ *(হুমাযাহ ২-৪)*।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে এবং গরীব-দুঃখীদের দান না করে তা গুনে গুনে দেখে। এমনকি পরিবার-পরিজনের জন্যও তারা প্রয়োজনীয় ব্যয় করে না। আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচ করাকে তারা সম্পদের হ্রাস মনে করে। ফলে তাদের পরিণতি হয় জাহান্নাম। কারণ কৃপণ ব্যক্তি সম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালবাসার কারণে ইয়াতীম-মিসকীন ও দরিদ্রদের খাদ্য দান করে না *(ফজর ১৬, ১৯)*। এমনকি অন্যের মাল জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। যার ফলে সমাজে অশান্তি ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়। যা এক পর্যায়ে খুনখারাবীতে রূপ নেয়। এজন্যই বলা হয়, অর্থই অনর্থের মূল। অর্থের কারণেই আপনজনের সাথে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়, সম্পর্ক নষ্ট হয়। পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভাই-বোনে, বন্ধু-বন্ধুতে মারামারি, হানাহানি, খুনাখুনি, রক্তপাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে মানুষ জান্নাত থেকে মাহরূম হয়, জাহান্নামের কীটে পরিণত হয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ-

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতে প্রবেশ করবে না মন্দ আচরণের ব্যক্তি, প্রত্যেক কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়’ *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৭৯)*। কৃপণতা করা ও দান করে খোটা দেওয়া মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পরিহার করা যরূরী বিষয়। কৃপণতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে উঠে আকাশ হতে দু’জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও’ *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৪৪২; মিশকাত হা/১৭৬৬)*। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে ফেরেশতাগণ কৃপণদের ধ্বংস কামনা করেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَدَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَدَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا حُرُمَاتِهِمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অশ্লীল ও অশ্লীলতা হতে বেঁচে থাক। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল ও অশ্লীলতাকে পসন্দ করেন না। অত্যাচার করা হতে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে। কৃপণতা হতে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কৃপণতা তোমাদের পরবর্তীদেরকে ঝগড়া-বিবাদ ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদ্বুদ্ধ করেছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে হারামকে হালাল করতে উদ্বুদ্ধ করেছে' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭১৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অশ্লীল কাজকর্ম আল্লাহ পসন্দ করেন না। যুলুম-অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে। আর কৃপণতা হচ্ছে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, রক্তপাত, হানাহানি ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এজন্য কৃপণতা পরিহার করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলুম হতে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ হবে। আর কৃপণতা হতে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি' (ফলে উভয় জগতে ধ্বংস হয়েছে) *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৭১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো কোন বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না এবং

কৃপণতা ও ঈমান কখনো কোন বান্দার অন্তরে একত্র হতে পারে না’ *(নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭২২, হাদীছ ছহীহ)*।

সম্পদের প্রতি মানুষের সীমাহীন ভালবাসার কারণে সমাজে অশান্তি, বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থের লোভে পড়ে মানুষ তা উপার্জনের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করে। ভেবে দেখে না, তা বৈধ না অবৈধ। অনুরূপভাবে বর্তমান সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ফলে সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে, ধর্ষণ-অপহরণ বিস্তার লাভ করেছে। এর পরিবর্তে দেশের নর-নারী সবাই যদি ইসলামী জীবন যাপন করে তাহলে সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূরীভূত হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحَقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا قَالَ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ فَقَالَ إِنَّمَا

وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈলের মাঝে তিনজন ব্যক্তি ছিল; কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। অতঃপর কুষ্ঠরোগীর কাছে এসে তিনি বললেন, তোমার সবচেয়ে পসন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, সুন্দর চামড়া এবং সেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, লোকেরা যার কারণে আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীর মুছে দিলেন। এতে তার রোগ দূর হল এবং তাকে সুন্দর বর্ণ দান করা হল। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার নিকট কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশী পসন্দনীয়? সে বলল, উট অথবা গরু (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তাকে তখন দশ মাসের গর্ভবতী একটি উটনী দেয়া হল। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দিন। তারপর তিনি টেকো ব্যক্তির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার সবচেয়ে পসন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, সুন্দর চুল এবং এই টাক হতে মুক্তি, লোকেরা যার কারণে আমাকে ঘৃণা করে। তিনি তার মাথা মুছে দিলেন। এতে তার টাক ভাল হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন। তারপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, তোমার অধিক পসন্দের জিনিস কি? সে বলল, আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন, আমি যাতে মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে তার চোখের দৃষ্টি আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন ছাগী দেয়া হল, যা অধিক সংখ্যক বাচ্চা দেয়। তারপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা হল এবং উট দিয়ে একটি ময়দান, গরু দিয়ে আরেকটি ময়দান এবং ছাগল দিয়ে অন্য একটি ময়দান ভরে

গেল। তারপর ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে তাঁর প্রথম রূপ ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি, তারপর তোমার সহায়তায়। যে আল্লাহ তোমাকে সুন্দর বর্ণ, সুন্দর ত্বক ও সম্পদ দিয়েছেন, সে আল্লাহ্র নামে তোমার নিকট আমি একটা উট চাচ্ছি, যার সাহায্যে আমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। সে বলল, (আমার উপর) অনেকের অধিকার রয়েছে। তিনি বললেন, তোমাকে বোধ হয় আমি চিনি। তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? লোকেরা তোমাকে কি ঘৃণা করত না? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, এই সম্পদ তো আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে তোমাকে যেন আল্লাহ আগের মতো করে দেন।

এরপর তিনি টেকো ব্যক্তির কাছে তাঁর প্রথম রূপ ধারণ করে এসে অনুরূপ বললেন, প্রথম লোকটিকে যা বলেছিলেন এবং সে সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বের লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা একেও বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পুনরায় আগের মতো করে দেন। এরপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে তাঁর আগের রূপ ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন মিসকীন ও পথিক। আমার সবকিছু সফরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন গন্তব্যে পৌঁছতে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপায় নেই, তারপর তোমার সহায়তায়। সেই আল্লাহ্র নামে তোমার কাছে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ ফেরত দিয়েছেন। কাজেই তোমার যত ইচ্ছা মাল তুমি নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্র শপথ! মহান আল্লাহ্র ওয়াস্তে আজ তুমি যা কিছু নিবে তাতে আমি তোমাকে বাঁধা প্রদান করব না। ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখ। তোমাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন *(বুখারী হা/৩৪৬৪; মুসলিম হা/২৯৬৪)*। এ হাদীছে দু'জন কৃপণকে অপমান করা হয়েছে এবং একজন দানশীলকে সম্মান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কৃপণতা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ–

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত শব্দগুলি দ্বারা পরিত্রাণ চাইতেন। 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হতে, কাপুরুষতা হতে, বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে' (*বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪; বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৯৬*)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তন্মধ্যে কৃপণতা হচ্ছে সর্ব প্রথম। তাই প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষকে কৃপণতা পরিহার করতে হবে। সাথে সাথে তা পরিহারের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

মেহমানের সমাদরকারী

অতিথি নিকটাত্মীয় হোক কিংবা দূর সম্পর্কের আত্মীয় হোক তাদের মর্যাদানুসারে সাধ্যমত আদর-যত্ন করা এবং যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য একান্ত কর্তব্য। মেহমান আপ্যায়নের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কেই সচেষ্ট হতে হবে। অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা সর্বাধিক। তারা প্রয়োজনীয় উপকরণ এনে দিলে ঘরের মহিলারা তা প্রস্তুত করে দিতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সদিচ্ছার অভাবে ঘরে পর্যাপ্ত দ্রব্যাদি থাকার পরেও অতিথি আপ্যায়ন যথাযথ হয় না। তাই নর-নারী উভয়কেই অতিথি আপ্যায়নে সচেষ্ট হতে হবে। উভয়ের প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছায়ই অতিথি আপ্যায়ন যথোপযুক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা বেশী থাকা প্রয়োজন।

মেহমান আপ্যায়নের ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ، إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ-

'তোমাদের নিকট কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের কথা পৌঁছেছে? যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করল, তখন তারা বলল, সালাম। তিনিও বললেন, সালাম। তারা ছিল অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি ঘরে গিয়ে ভুনাকৃত একটি বাছুর এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন, তোমরা খাচ্ছ না কেন'? (*যারিয়াত ২৪-২৭*)।

ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট আগত মেহমানগণ ছিলেন ফেরেশতা। তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তারা ছিলেন অপরিচিত। ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্য দ্রুত খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যত দ্রুত সম্ভব অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা যরূরী।

মেহমানদের সমাদর করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) অতীব গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وفي رواية بدل الجار وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। অন্য বর্ণনায় প্রতিবেশীর স্থলে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়ের সম্পর্ক বজায় রাখে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৫৯)*।

এ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) মুমিনের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) অতিথির সম্মান করা (২) প্রতিবেশীকে কোনভাবে কষ্ট না দেওয়া (৩) সর্বদা ভাল কথা বলা। তা সম্ভব না হলে চুপ করে থাকা (৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। প্রত্যেক মুমিনের উচিত এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئْ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি ক্ষুধার্ত। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে খাবারের খোঁজে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমার নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তারপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তারা সকলেই একই কথা বললেন। তখন রাসূল বললেন, আজ রাতে কে লোকটির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার উপর রহম করুন। এসময়ে জনৈক আনছার ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি। এরপর লোকটিকে নিয়ে আনছারী নিজ গৃহে গেলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন আলোটা নিভিয়ে দিবে। তুমি তাকে দেখাবে যে আমরাও খাচ্ছি। সে যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন আলোর নিকট গিয়ে তা নিভিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা বসে রইল। আর মেহমান খেতে লাগল। সকালে আনছার লোকটি যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমরা দু'জনে যে আচরণ করেছে, তাতে আল্লাহ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন *(মুসলিম হা/৫১৮৬)*।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক আনছার ব্যক্তির গৃহে এক মেহমান রাত যাপন করলেন। উক্ত আনছারের নিকট বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া কিছু ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদের ঘুমিয়ে দাও এবং আলোটা নিভিয়ে দাও। আর তোমার কাছে যা আছে তাই মেহমানের জন্য উপস্থিত কর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- 'তারা নিজেদের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব থাকে' *(মুসলিম হা/৫১৮৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলের স্ত্রীদের নিকটে কখনো কখনো পানি ব্যতীত কিছু থাকতো না। তবু অভাবের তাড়নায় কখনো তারা রাসূলকে ছেড়ে যাননি। অপরদিকে আনছার লোকটিও ছিল হতদরিদ্র। যার ঘরে বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া কিছু ছিল না। তবু তারা নিজেরা না খেয়ে এবং বাচ্চাদের অভুক্ত রেখে মেহমানের আপ্যায়ন করেছেন। কতটা আল্লাহভীরু হলে এরূপ করা সম্ভব! এজন্যই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের মত অতিথিপরায়ণ মানুষের বর্তমানে খুব অভাব। ঐ ছাহাবীদের মত মানুষ বর্তমানে থাকলে এ সমাজও সোনার সমাজে পরিণত হত।

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتْ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَ مَا عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا وَقَالَ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ قَالَ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ-

আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আছহাবে ছুফ্‌ফার লোকজন ছিল দরিদ্র। তাই একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয়জনকে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনে খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে নিয়ে যায়। রাবী বলেন, আবু বকর তিনজনকে নিয়ে আসলেন। আর রাসূল (ছাঃ) দশজনকে নিয়ে গেলেন। আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, আমার পিতা ও মাতা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না তিনি বলেছেন কি-না আমার স্ত্রী এবং আমার বাড়ীতে আবু বকরের খাদেম। রাবী বলেন, আবু বকর নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহে রাতের খাবার খেলেন। এরপর তিনি অপেক্ষা

করলেন। অবশেষে এশার ছালাত আদায় করা হল। ছালাত শেষে প্রত্যাবর্তন করে রাসূল (ছাঃ)-এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির কিয়দাংশ অতিবাহিত হলে তিনি গৃহে ফিরে আসলেন। তার স্ত্রী তাকে বললেন, মেহমান রেখে দেরী করে ফিরলে কেন? তিনি বললেন, কেন, তুমি কি তাদের রাতের খাবার খাওয়াওনি? তার স্ত্রী বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা আহার করতে অস্বীকার করেছে। কয়েকবারই খাবার পেশ করা হয়েছে। কিন্তু মেহমানরা তাদের কথা পরিবর্তন করেনি। আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি লুকিয়ে রইলাম। তিনি বলেন, হে নির্বোধ! তারপর তিনি আমাকে বকাবকি করলেন। আর মেহমানদের বললেন, ভাল হল না, আপনারা খাবার খেয়ে নিন। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আহার করব না (কারণ খাবার ছিল কম)। আব্দুর রহমান বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যে লোকমাই গ্রহণ করছিলাম। তার চেয়ে অধিক পরিমাণে বেড়ে যেত। এমনকি আমরা পরিতৃপ্ত হয়েও আমাদের খাদ্য পূর্বে যা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেল। আবু বকর খাবারের প্রতি লক্ষ্য করলেন, তা যেমন ছিল তেমনি আছে বা তার চেয়েও অধিক হয়েছে। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, হে বনি ফিরাসের বোন! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন, কিছু না, আমার চোখের প্রশান্তি। এগুলি যা ছিল, তার চেয়ে তিনগুণ বেড়ে গেছে। আব্দুর রহমান বলেন, এরপর আবু বকর কিছু খেলেন এবং বললেন, কসমটা ছিল শয়তানের। অতঃপর তিনি আরো এক লোকমা খেলেন। তারপর সেগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমিও তার কাছে সকাল পর্যন্ত থাকলাম। তিনি বলেন, আমাদের ও কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে একটি চুক্তি ছিল। চুক্তি শেষ হয়ে গেলে আমরা বারজন লোক নিযুক্ত করলাম। প্রত্যেক লোকের সাথে অনেক লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন প্রত্যেক লোকের সাথে কত লোক ছিল। তাদের প্রত্যেকের নিকট এ খাবার পাঠান হল। তারা সকলেই সে খাবার খেল *(মুসলিম হা/৫১৯২)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيْدًا فَأَخْرَجَتْ لِيْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ

عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوْا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ-

জাবের ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি রাসূলের শরীরে ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেলাম। তারপর আমার স্ত্রীর নিকট ফিরে এসে তাকে বললাম, তোমার নিকট কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। সে একটি চামড়ার থলে বের করল, যাতে এক ছা‘ পরিমাণ যব ছিল। আর আমাদের গৃহপালিত একটি মেষ (ভেড়ার বাচ্চা) ছিল। আমি সেটা যবেহ করলাম এবং আমার স্ত্রী যবগুলো পিষে নিল। আমার কাজ সমাধার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। আমি রান্নার জন্য গোশত কেটে ডেকচিতে রাখলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম। যাওয়ার সময় স্ত্রী আমাকে বলল, রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা তুমি আমাকে লজ্জিত কর না। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা একটি মেষ যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী আমাদের এক ছা‘ (আড়াই কেজি) পরিমাণ যব ছিল, তাই পিষে নিয়েছে। কাজেই আপনি কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। এটা শুনে রাসূল (ছাঃ) উচ্চকণ্ঠে বললেন, ওহে খন্দকবাসি! জাবের তোমাদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে, তোমরা সকলে চল। আর রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের ডেক চুলা থেকে নামাবে না এবং খামীর দিয়ে রুটি বানাবে না। আমি আসলাম। রাসূল (ছাঃ) লোকদের আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলে সে আমাকে বলল, তোমার সর্বনাশ হোক! তোমার সর্বনাশ হোক! আমি বললাম, আমি তাই করেছি, তুমি যা আমাকে বলেছিলে। অতঃপর সে খামীরগুলি বের করল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাতে একটু লালা (থুথু) লাগিয়ে দিলেন এবং বরকতের দো‘আ করলেন।

অতঃপর তিনি ডেকের কাছে গিয়ে তাতেও একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দো‘আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, তোমার সাথে রুটি প্রস্তুত করবে। আর তুমি ডেক থেকে পেয়ালা ভরে ভরে নিবে। আর ডেক চুলা থেকে নামাবে না। তারা ছিলেন এক হাজার লোক। আল্লাহর নামের কসম! তারা সকলেই আহার করলেন। অবশেষে তারা তা ছেড়ে এমন অবস্থায় ফিরে গেলেন যে, আমাদের ডেগ পূর্বের মত উথলাচ্ছিল। আর আমাদের খামীর হতে আগের মত রুটি বানানো হচ্ছিল’ *(বঙ্গানুবাদ মুসলিম হা/৫১৪২)*।

عَنْ **أَنَسِ** بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتْ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَلِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُوْنَ–

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু তালহা (রাঃ) উম্মু সুলাইমকে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট কি কিছু আছে? তখন উম্মু সুলাইম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। তারপর তার ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এগুলো নিয়ে গেলাম এবং রাসূল (ছাঃ)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, খাওয়ার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথীদেরকে বললেন, ওঠ। তারপর তিনি চললেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবু তালহার কাছে এসে পৌঁছলাম। আবু তালহা বললেন, হে উম্মু সুলাইম! রাসূল (ছাঃ) তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাবার নেই, যা তাদের খাওয়াব। উম্মু সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তারপর আবু তালহা গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর আবু তালহা ও রাসূল (ছাঃ) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) উম্মু সুলাইমকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মু সুলাইম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) আদেশ করলে তা টুকরা টুকরা করা হল। উম্মু সুলাইম (ঘি বা মধুর) পাত্র নিংড়িয়ে ব্যাঞ্জন বানালেন (এক ধরনের খাবার)। মাশাআল্লাহ তারপর রাসূল (ছাঃ) এতে (কিছু বরকতের দো'আ) যা পড়ার তা পড়লেন। এরপর বললেন, দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের আসতে বলা হলে তারা তৃপ্তিসহ আহার করে বেরিয়ে গেলেন। আবার বললেন, দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হলে তারা আহার করে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। এভাবে দলের যারা ছিলেন সবাই দশ দশজন করে আসলেন এবং খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তারা মোট আশিজন ছিলেন *(মুসলিম হা/৫১৪২)*।

উপরোল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় মেহমানদারীতে পুরুষের ভূমিকা অধিক। সেই সাথে নারীর সহযোগিতাও একান্ত যরূরী। আর মেহমানদারীতে রয়েছে ঈমানের পূর্ণতা, আয়ুবৃদ্ধি ও রুযিতে বরকত। এছাড়া অনাহারীকে খাদ্য খাওয়ানোর মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। তখন মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে আসব, অথচ তুমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয়ই আমাকে তার নিকট পেতে।

আল্লাহ আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমাকে কিভাবে খাদ্য দিতাম? অথচ তুমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক তোমার নিকট খানা চেয়েছিল। তুমি তাকে খানা দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে নিশ্চয়ই তার নিকটে আমাকে পেতে।

আল্লাহ আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমাকে কিভাবে পানি পান করাতাম? অথচ তুমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তুমি তা আমার নিকট পেতে *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৪২)*।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পার্থিব জগতের কোন কাজই অনর্থক নয়। তা যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হোক না কেন। অতি সামান্য কাজের বিনিময়ও ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে। তাছাড়া দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত মানুষকে পানাহার

করানো আমাদের অবশ্য করণীয়। তেমনি পীড়িত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা ও তাকে দেখতে যাওয়া প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য করণীয়। এর বিনিময় পরকালে আল্লাহ দান করবেন।

হালাল রুযী উপার্জনকারী

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যাতে শুধু ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-কানূন ও ফযীলত বর্ণনা করেই শেষ করেনি, বরং মানুষ কিভাবে তার জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিস্তৃত বিবরণের পাশাপাশি এ দায়িত্ব প্রধানত কার তাও বলা হয়েছে। এ বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা ইবাদত কবুলের শর্ত হচ্ছে হালাল ভক্ষণ করা, হালাল বস্তু পরিধান করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা। হালাল রুযী উপার্জন ও ভক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ– 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত' *(মুমিনূন ৫১)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ–

'হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেওয়া পবিত্র রিযক ভক্ষণ কর। আর আল্লাহর ইবাদত কর যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ–

'তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন অপবিত্র বস্তুসমূহ এবং মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল' *(আ'রাফ ১৫৭)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল বা বৈধ করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু সমূহ হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। সাথে সাথে ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন তাদের জন্য সর্বোত্তম। হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعَدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ-

মিকদাম ইবনু মা'আদিকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কারো জন্য নিজ হাতে উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৩৯)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ} وقَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরও তাই আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন'। তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পবিত্র রিযিক হতে খাও'। তারপর রাসূল (ছাঃ) এক লোকের আলোচনা করলেন, যে ব্যক্তি সফরে থাকায় ধুলায় মলিন হয়। আকাশের দিকে দু'হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করছে, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কিভাবে তার দো'আ কবুল হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৪০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। মুসাফিরের দো'আ আল্লাহ কবুল করেন। কিন্তু কারো খাদ্য-পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র যদি হারাম হয়, তাহলে

তার দো'আ আল্লাহ কবুল করেন না। সুতরাং সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য খাদ্য-পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র হালাল ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। এসবের ব্যবস্থা সাধারণত পুরুষরা করে থাকে। তাই তাদেরকে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে এসবের সংস্থান করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথা তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জওয়াবদিহি করতে হবে।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ-

আবূ মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) 'কুকুরের মূল্য, যিনাকারীনীর উপার্জন, ও গণকের উপার্জন খেতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৪, বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৪৪)*। কুকুর বিক্রয়কৃত মূল্য, ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ, গণকী করে উপার্জিত সম্পদ হারাম। এসব বিষয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হারাম করেছেন মদ বিক্রি করা, মৃত্যু জীব বিক্রি করা, শুকর বিক্রয় করা এবং কোন প্রকার মূর্তি বিক্রি করা। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে, যা নৌকায় লাগানো হয়, বিভিন্ন চর্ম জাতীয় বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তা বিক্রি করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা হারাম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন, তাদের জন্য যখন আল্লাহ চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করল এবং তার মূল্য গ্রহণ করল' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪৬)*।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ১. কুকুর বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ, ২. ব্যভিচার ও ৩. গণকীর মাধ্যমে উপার্জন, ৪. মাদকদ্রব্য, ৫. মৃত জীব-জন্তু ও তার চর্বি ৬. শুকর, ৭. মূর্তি প্রভৃতি বিক্রি করা ও তার মূল্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এগুলি থেকে নিজে বিরত থাকতে হবে এবং অন্যকেও এসব কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সমাজে মাদক সেবনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে আমাদের যুবচরিত্র ধ্বংস হচ্ছে। সমাজে বিস্তার ঘটছে যেনা-ব্যভিচারের। এসব থেকে দেশ, জাতি ও সমাজকে রক্ষা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কোন কোন গোশত ব্যবসায়ী মৃত জানোয়ারের গোশত বিক্রি করে, কেউ মহিষের গোশত গরুর গোশত বলে, ভেড়ার গোশত ছাগলের বলে, বকরীর গোশত খাশীর বলে বিক্রি করে ক্রেতাদের ধোঁকা দেয়। এসব স্পষ্ট হারাম। এসব থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

মূর্তি বানানো ও তা বিক্রি করা মুশরিকদের কাজ। এটা কোন মুসলমানের কাজ নয়। বরং মূর্তি ভাঙ্গার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে মূর্তি গড়া ও ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। নিজেদের সন্তানদের খেলাধুলার নামেও এসব কিনে দেওয়া বৈধ নয়। এসব শিরকী কাজ। এ কাজ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথা জীবনের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। বর্তমানে কিছু অভিজাত পরিবারের শোকেচে বিভিন্ন ধরনের শোপিচ, জীব-জানোয়ারের মূর্তি শোভা পায়। কেউ গৃহের শোভা বর্ধনের নামে, কেউ বা শিশুদের খেলনার অজুহাতে এসব কিনে আলমারী ভরে রাখে। এসব বৈধ নয়। এসব ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম। বর্তমানে বাজারের প্যাকেটজাত প্রতিটি দ্রব্যের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায় কোন না কোন প্রাণীর ছবি। এক্ষেত্রে আবার প্রাণীর কার্টুন কিংবা নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবিই অধিক দেখা যায়। তথাকথিত সভ্য সমাজের এই অশ্লীল ছবি প্রীতি আমাদেরকে মানবতার স্তর থেকে অনেক নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। এসব থেকে আমাদের সাবধান হওয়া যরূরী। অনুরূপ আরেকটি কাজ হচ্ছে জ্যোতিষী ও গণকের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করানো ও তা বিশ্বাস করা। এসব হারাম ও শিরকী কাজ। এই পথে অর্থ উপার্জন ও অর্থ খরচ করা উভয়ই হারাম। এসব থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلَفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ-

আবু কাতাদা আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া হতে বেঁচে থাক। কেননা তাতে মাল বেশী বিক্রি হয়। কিন্তু বরকত নষ্ট হয়ে যায়' *(মুসলিম, হা/৩০১৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩১৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِيْ مَا هَـذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَـةَ إِلاَّ أَنِّيْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِيْ أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ بَطْنِهِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবূ বাকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর একজন গোলাম ছিল। তিনি তার জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার রাজস্ব হতে খেতেন। একদিন সে কিছু সম্পদ নিয়ে আসে এবং তিনি সেখান হতে কিছু খান। তখন গোলাম তাঁকে বলল, আপনি এ খাদ্য সম্পর্কে কি জানেন? তিনি বললেন এ কেমন খাদ্য? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে গণকী করতাম। আমি মানুষকে ধোঁকা দিতাম। ঐ সময়ের এক লোকের সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য প্রদান করে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু বাকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সব বমন করে দিলেন' *(বুখারী, মিশকাত বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৬৬)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, ১. গোলামের উপার্জন মনিব খেতে পারে, তবে তা হালাল হতে হবে। ২. আদর্শ মুমিন-মুসলমানের কাজ হল হালাল উপার্জন করা এবং সর্বদা হালাল ভক্ষণের চেষ্টা করা। আর হালাল উপার্জনের মাধ্যমেই পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের চেষ্টা করা। ৩. কখনো অজ্ঞাত অবস্থায় হারাম বস্তু খেয়ে ফেললে কিংবা ব্যবহার করলে জানার সাথে সাথে তার ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম দ্বারা তৈরী তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬৭, হাদীছ ছহীহ)*। পরিবারের প্রধান হিসাবে পিতা বা বড় ভাইয়ের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন বা অন্যান্য ছোট ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সে উপার্জন অবশ্যই হালাল হতে হবে। কেননা অবৈধ উপায়ে উপার্জনের দায়-দায়িত্ব পরিবারের অন্য কেউ নিবে না। এজন্য ঐ ব্যক্তিকেই পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং বৈধ উপায়ে যা সম্ভব তাই দিয়ে পরিবার পরিচালনার চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْشُبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِـهِ

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট রয়েছে যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও তার মর্যাদাকে পূর্ণ করে নিবে। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গ্রহণ করবে সে হারামকে গ্রহণ করবে। যেমন একটি রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে শস্য খেতে যেতে পারে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশার একটি সীমা রয়েছে আর আল্লাহ্র সীমানা হচ্ছে তার হারাম। নিশ্চয়ই শরীরে একটি টুকরা আছে টুকরাটি ঠিক থাকলে সম্পূর্ণ শরীর ঠিক থাকবে, টুকরাটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে ক্বলব বা অন্তর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ، فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমার মাঝে চারটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে তখন দুনিয়ায় তোমার সমস্ত কিছু হারিয়ে গেলেও তোমার সবকিছু বিদ্যমান। সেগুলো হচ্ছে- আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র ও হালাল খাদ্য' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫২২২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৭১৮, ২৯২৯)*।

এ হাদীছে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যা ঠিক থাকলে সবই ঠিক থাকবে। সেগুলো হচ্ছে- (১) আমানত রক্ষা করা তথা কারো গচ্ছিত জিনিস খেয়ানত না করা। আমানত রক্ষার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে বেঁচে থাকে। (২) সত্য কথা বলা। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়। (৩) উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। (৪) হালাল পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করা।

আদর্শ মানুষের নমুনা

আদম (আঃ)-এর আদর্শ

আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে সকল জিনিসের জ্ঞান দান করেছিলেন। আদম (আঃ) সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ও আদর্শ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সবকিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম ভুলের ক্ষমা চান। আমরা তাঁর বাক্যগুলি বলেই ভুলের ক্ষমা চেয়ে থাকি। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ-

'আর যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা সৃষ্টি করতে চাই। ফেরেশতারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করতে চান, যারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করি ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। তখন আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন। তারপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় যে খলীফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তাহলে তোমরা এসব জিনিসের নাম বল। তারা বলল, আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিময়। আল্লাহ বললেন, আদম আপনি তাদেরকে সবকিছুর নাম বলে দিন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সবকিছুর নাম বলে দিলেন। তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান-যমীনের অদৃশ্যের সব খবর আমি জানি। আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর, সব খবর আমি জানি' *(বাক্বারাহ ৩০-৩৩)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى-

'এখানে আপনি মহা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, আপনি কখনও ক্ষুধার্ত থাকেন না, নগ্নও থাকেন না, নিশ্চয়ই আপনি জান্নাতে পিপাসার্ত থাকেন না, রোদের তাপে কষ্টও পান না। শেষ পর্যন্ত শয়তান তাকে প্রতারণা দিল ও প্রলোভিত করল, শয়তান তাঁকে বলতে লাগল, হে আদম! আপনাকে আমি সেই গাছটি দেখাব কি? যার দ্বারা চিরন্তরন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়। শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ই গাছের ফল খেলেন। পরিণাম এই হল যে, সহসাই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে অনাবৃত হয়ে গেল এবং দুজনই নিজে নিজেকে জান্নাতের পাতা দ্বারা ঢাকতে লাগলেন। এভাবে আদম তার প্রতিপালকের আদেশ যথাযথ মানতে পারলেন না এবং সঠিক পথ ভুলে গেলেন। তারপর তার প্রতিপালক তাকে সম্মানিত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে সঠিক পথ দেখালেন' *(ত্ব-হা ১১৫-১২২)*।

এরপর আল্লাহ বলেন, 'আর হে আদম! আপনি এবং আপনার স্ত্রী উভয়ই এ জান্নাতে বসবাস করুন। এখানে আপনারা ইচ্ছামত খান। কিন্তু এ গাছের নিকট ভুলেও যাবেন না। নইলে আপনারা অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হবেন। অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল। তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে আবৃত করা হয়েছিল। যেন পরস্পরের সামনে অনাবৃত করা হয়। এ পরিকল্পনা নিয়ে শয়তান তাদেরকে বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হল এই যে, তোমরা তাহলে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। অতঃপর সে কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী। এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা তড়িঘড়ি গাছের পাতা সমূহ

দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে বলল, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ২০-২৩)*। আদম (আঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, ফেরেশতা মণ্ডলী, জান্নাত-জাহান্নাম ও শয়তানকে দেখেছেন। তবুও ভুল বশতঃ তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে যখনই তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন, সাথে সাথেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আমরা তাঁর সন্তান হিসাবে আমাদেরও উচিত কোন ভুল বা পাপ কাজ হয়ে গেলে তা বুঝতে পারার সাথে সাথে তওবা করা। তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যারা মনে করে যে, আদিম যুগে মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত না। ফলে তারা কাঁচা মাছ-গোশত খেত। গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জা নিবারণ করত। শীত, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গুহায়, গর্তে অবস্থান নিত। কালের পরিক্রমায় মানুষ আস্তে আস্তে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাদের এসব কথা ও ধারণা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তার জন্য বসবাসের প্রয়োজনীয় সব উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। আর জীবন ধারণের কৌশল শিখিয়ে দেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ تَرَكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، قَالَ ظَفَرْتُ بِهِ، خَلْقٌ لاَ يَتَمَالَكُ–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ আদম (আঃ)-এর আকৃতি বানালেন এবং ফেলে রাখলেন, তখন ইবলীস তার চতুর্দিকে ঘুরে দেখল এবং তার ভিতর ফাঁকা দেখল। তখন সে বলল, আমি এর ব্যাপারে সফল হয়েছি। তাকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে নিজেই নিজের মালিক নয়। অর্থাৎ তাকে প্রতারণা দেয়া যাবে *(মুস্তাদরাক হাকিম হা/৩৯৯২; মুসলিম হা/৪৭২৭; ছহীহুল জামে' হা/৫২১১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫৮)*।

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ إِنَّ اللهَ لَمَّا أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ زَوَّدَهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ فَثِمَارُكُمْ هَذِهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ تَغَيَّرَ وَتِلْكَ لاَ تَغَيَّرُ–

আবু বকর ইবনু আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত হতে বের করলেন, তখন সাথে কিছু জান্নাতের ফল দিয়েছিলেন এবং সবকিছুর কর্ম পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তোমাদের এ ফলগুলি হচ্ছে জান্নাতের ফল। তবে তোমাদের এ ফলগুলির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু জান্নাতের ফলের পরিবর্তন ঘটে না *(হাকিম হা/৩৯৯৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাওয়া-পান করা ও সামাজিক লেনদেন পদ্ধতি আল্লাহর পক্ষ হতে দেয়া পদ্ধতি যা আমরা আদম (আঃ) থেকে পেয়েছি। আর দুনিয়ার ফলগুলি জান্নাতের ফলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

عَنْ أُبَي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم لَمَّا تُوَفَّي آدَمُ غَسَلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا وَأَلْحَدُوْا لَهُ وَقَالُوْا هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِيْ وَلَدِهِ-

ওবাই ইবনু কা‘আব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন আদম (আঃ) ইন্তিকাল করলেন, ফেরেশতারা তাঁকে বেজোড় সংখ্যায় পানি দ্বারা গোসল দিলেন। তাঁরা তার জন্য ‘লাহাদ’ কবর খনন করলেন এবং বললেন, এটাই হচ্ছে আদমের সন্তানদের জন্য সুন্নাত’ *(হাকিম হা/৪০০৪)*।

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ قَالَ أَيْ رَبِّ أَلَمْ تَخْلُقُنِيْ بِيَدِكَ؟ قَالَ بَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ أَلَمْ تَنْفَخْ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ أَيْ رَبِّ أَلَمْ تَسْكُنِيْ جَنَّتَكَ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ : أَيْ رَبِّ أَلَمْ تَسْبَقْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ وَأَصْلَحْتُ أَرَاجِعْ أَنْتَ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ فَهُوَ قَوْلُهُ { فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ}-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আদম (আঃ) বলেলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করনি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, করেছি। আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমার মধ্যে তোমার রূহ ফুঁকে দাওনি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ দিয়েছি। আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে তোমার জান্নাতে রাখনি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ রেখেছি। আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার দয়া কি তোমার রাগকে অতিক্রম করেনি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আদম (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি কি মনে করেন? আমি যদি তওবা করি। আমি যদি সংশোধিত হই, তাহলে কি পুনরায় আমাকে জান্নাতে

ফিরাবে না? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ আমি, পুনরায় জান্নাতে দিব। আর সেটাই হচ্ছে আল্লাহর এ বাণী- فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ 'অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তওবা করার একটি কালিমা পেলেন, আর তা হচ্ছে ঐ দো'আটি' *(হাকিম হা/৪০০২)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম যাতে সূর্য উদিত হয়। জুম'আর দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুম'আর দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৭)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِىَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ-

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম। তাতেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুম'আর দিন ফজর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে। জুম'আর দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান তা ছালাত আদায় করা অবস্থায় পায় এবং আল্লাহর নিকট কিছু চায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তা দান করেন' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৫৯)*।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ-

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুম‘আর দিনটি হল শ্রেষ্ঠ। এতে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনেই পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। সুতরাং ঐ দিন আমার প্রতি বেশী করে দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়’ *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৬১; বাংলা মিশকাত হা/১২৮২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় জুম‘আর দিন বেশী বেশী দরূদ পড়তে হবে।

عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-

আবু লুবাবা ইবনু আবদুল মুনযির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুমআর দিন সকল দিনের সরদার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত দিন। তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এই দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এই দিনে আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু দিয়েছেন। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, এসময়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তা দান করেন। যতক্ষণ সে কোন হারাম জিনিস না চাইবে। এদিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সকল সম্মানিত ফিরিশতা আসমান, যমীন, বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র সবকিছুই জুম‘আর দিন ভীত থাকে’ (ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে) *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৩৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৮৪)*। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পৃথিবীর অচেতন বস্তুও আল্লাহকে চেনে এবং তাঁকে ভয় করে।

নূহ (আঃ)-এর আদর্শ

আল্লাহ মানুষকে হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। নূহ (আঃ) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম রাসূল (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ*)। তাঁকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। তাঁর জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তার সম্প্রদায়কে ৯৫০ বছর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পরও তারা দাওয়াত কবুল না করায় আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব স্বরূপ মহাপ্লাবন আসে। আল্লাহর নির্দেশে নূহ (আঃ) ঈমানদার নর-নারী ও জীবজন্তু নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেন। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে সবিস্তার আলোচিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ، وَقِيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

‘তুমি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশনা মোতাবেক একটা নৌকা তৈরী কর এবং (স্বজাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে) যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলো না। অবশ্যই ওরা ডুবে মরবে। আল্লাহ বলেন, অতঃপর নূহ নৌকা তৈরী শুরু করল। তার কওমের নেতারা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রুপ করত। নূহ তাদের বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে জেনে রেখো তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাকর আযাব কাদের উপরে আসে এবং কাদের উপরে নেমে আসে চিরস্থায়ী গযব। আল্লাহ বলেন, অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং চুলা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, (অর্থাৎ রান্নার চুলা হতে পানি উথলে উঠলো), তখন আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু’টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নাও। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল। নূহ তাঁদের বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে ছিল, হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে প্লাবনের পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজকের দিনে আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কারু রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার বিরামহীন বৃষ্টি বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হ্রাস পেল ও গযব শেষ হল। ওদিকে জূদী পাহাড়ে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, যালেমরা নিপাত যাও। এ সময় নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী। আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। তুমি আমার নিকটে এমন বিষয়ে আবেদন কর না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অজানা বিষয়ে আবেদন করা হতে আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও অনুগ্রহ না কর, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। বলা হল, হে নূহ! এখন (নৌকা থেকে) অবতরণ কর আমাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সহকারে

তোমার উপর ও তোমার সঙ্গী দলগুলির উপর এবং সেই (ভবিষ্যৎ) সম্প্রদায়গুলির উপর- যাদেরকে আমরা সত্বর সম্পদরাজি দান করব। অতঃপর তাদের উপরে আমাদের পক্ষ হতে মর্মান্তিক আযাব স্পর্শ করবে’ *(হূদ ৩৭-৪৮)*। নূহ (আঃ) তাঁর অবাধ্য ছেলেকে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নৌকায় আরোহন করার জন্য আহ্বান করছিলেন। এটা ছিল তাঁর ভুল। তিনি ভুল বোঝার সাথে সাথেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। যেমন ইতিপূর্বে আদম (আঃ) ক্ষমা চেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে আমাদেরও কোন ভুল হয়ে গেলে বিলম্ব না করে সাথে সাথেই তওবা করতে হবে।

নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে কুরআন কারীমে এসেছে,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيْنٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا–

‘আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য। নূহ তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে। নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতির লোকদেরকে দিন-রাত দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের দূরে সরে যাওয়াই বৃদ্ধি করেছে। আর যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি যেন তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। তারা তাদের কানে আঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নিয়েছে। নিজেদের আচরণে তারা অনমনীয়তা দেখিয়েছে এবং খুব বেশী অহংকার করেছে। অতঃপর তাদেরকে আমি উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছি। তারপর প্রকাশ্যভাবেও তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি। এমনকি গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি। আমি তাদেরকে বলেছি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও, নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল *(নূহ ১-১০)*।

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا-

'নূহ্ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার কথা অমান্য করেছে এবং তারা ঐসব লোকের অনুসরণ করেছে যারা সমাজপ্রধান, ঐশ্বর্যশালী ও সন্তানাদি পেয়ে আরো অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা ষড়যন্ত্রের সাংঘাতিক জাল বিস্তার করেছে। সমাজপতিরা তাদের অধিনস্ত জনগণকে বলল, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নাস্‌র-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না। (এভাবে) তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তুমিও এ অত্যাচারীদেরকে পথভ্রষ্ট ছাড়া অন্যকিছুর উন্নতি দিবে না। তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে (প্লাবনে) ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তখন তাদের আল্লাহ ছাড়া কেউ সহযোগী থাকবে না *(নূহ ২১-২৫)*।

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا-

নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বললেন, 'হে প্রভু! পৃথিবীতে বসবাসকারী একজন কাফেরকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহলে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত। প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা কর, আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর। আর যেসব মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী ঈমান অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে ক্ষমা কর' *(নূহ ২৬-২৮)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ

لآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রতিমা পূজা নূহ (আঃ)-এর কওমের মাঝে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ওয়াদ 'দুমাতুল জান্দাল' নামক জায়গার কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সুও'আ হল হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগূছ ছিল মুরাদ গোত্রের। অবশ্য পরবর্তীতে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থান। ইয়া'ঊক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাসর ছিল যুলকালা' গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম নাসর ছিল। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ কর। কাজেই তারা করল, কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয় *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/৪৯২০)*।

আলী (রাঃ) বলেন, নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন। দাওয়াতের যত যুগ পার হচ্ছিল, মানুষের সীমালংঘন ও পাপাচার তত বেশী হচ্ছিল *(হাকিম হা/৪০১১)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে ৪০ বছর বয়সে নবী করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ৯৫০ বছর থাকেন এবং তাদের দাওয়াত দেন। তুফানের পর তিনি ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন। তখন মানুষের সংখ্যা কিছু হয়' *(হাকিম হা/৪০০৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَيِّدُ الأَنْبِيَاءِ خَمْسَةٌ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْخَمْسَةِ : نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবীগণের সরদার পাঁচজন। আর পাঁচজনের সরদার হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ১. নূহ (আঃ), ২. ইবরাহীম (আঃ), ৩. মূসা (আঃ), ৪. ঈসা (আঃ), ৫. মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(হাকিম হা/৪০০৫)*।

নূহ (আঃ)-এর জীবনীতে অনেক অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

১. দাওয়াতের ফলাফল হিসাব না করে এবং সমাজপতিদের বাধা উপেক্ষা করে সব ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে প্রকাশ্য ও গোপনে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। এটাই মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

২. দাঈ জনগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবে যে, জনগণ দাঈর কথা না মানলে তাদের উপর যে কোন সময় যে কোন ধরনের গযব আসতে পারে।

৩. মূর্তিপূজা হচ্ছে শিরক, যা করেই মানুষ সবচেয়ে বড় অপরাধী হয়। মুশরিকদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। এ অপরাধ পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

৪. পানির উপর ভ্রমণের দো'আ নূহ (আঃ)-এর ঘটনা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি। আল্লাহ তাকে নৌকায় ওঠার সময় নিম্নোক্ত বাক্য বলার নির্দেশ দেন- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ– নৌকার চলা ও স্থির থাকা আল্লাহর নামেই হবে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল ও বড় দয়ালু' *(হূদ ৪১)*।

৫. নিজের জন্য, পিতামাতা এবং মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। যেভাবে তিনি দো'আ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার পিতামাতাকে ক্ষমা কর এবং যেসব মুমিন পুরুষ ও নারী ঈমান অবস্থায় আমার বাড়ীতে প্রবেশ করল তুমি তাদের ক্ষমা কর' *(নূহ ২৮)*।

ইদরীস (আঃ)-এর আদর্শ

ইদরীস (আঃ) আল্লাহর মনোনীত নবীগণের অন্যতম ছিলেন। নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনেক সৎ আমল করতেন। বনী আদমের সবার নেক আমলের সমান সৎ আমল তিনি একাই করতেন। ইদরীস (আঃ) অতীব সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا 'আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি' *(মারইয়াম ৫৭)*।

মালিক ইবনু ছা'ছা'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি কা'বা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি ছিলাম। অতঃপর তিনি দু'ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন,

আমার নিকট সোনার একটি পেয়ালা নিয়ে আসা হল, যা হিকমত ও ঈমানে ভরা ছিল। অতঃপর আমার বুক হতে পেটের নীচ পর্যন্ত চিরে ফেলা এবং আমার নিকট সাদা রঙের একটি চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা হতে বড়। অর্থাৎ বোরাক। অতঃপর তাতে চড়ে আমি জিবরাঈল (আঃ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা, তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি আদাম (আঃ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ঈসা ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ইদরীস (আঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে মারহাবা। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি হারুণ (আঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য

কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে। অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর বায়তুল মা'মূরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মূর। প্রতি দিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছালাত আদায় করে। তারা একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসে না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন হাজার নামক জায়গার মটকার মত। আর তার পাতা যেন হাতির কান। তার উৎসমূলে চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত। দু'টি ভিতরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ভিতরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল- ফুরাত আর অপরটি হল মিসরের নীল নদ। অতঃপর আমার প্রতি ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে, তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আমি বনী ইসরাঈলের রোগ সারানোর যথেষ্ট চেষ্টা করছি। আপনার উম্মত এত আদায়ে সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি ছালাত ৪০ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। ছালাত ৩০ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। আবার তেমন ঘটলে ছালাত ২০ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল, তিনি ছালাত ১০ ওয়াক্ত করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর নিকটে আসলাম। তিনি আগের মত বললেন, এবার আল্লাহ ছালাতকে ৫ ওয়াক্ত করে দিলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি আগের মত বললেন। আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার

ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের হতে হালকা করে দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকীর বদলে ১০ গুণ ছাওয়াব দিব। আর বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে হাম্মাম (রহঃ) আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৩২০৭)*।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যার (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (লায়লাতুল মি'রাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধৌত করলেন। এরপর হিকমত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পূর্ণ এক খানা সোনার তসতরী নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমার বক্ষকে আগের মত মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর যখন দুনিয়ার নিকবর্তী আকাশে পৌঁছলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আকাশের দ্বার রক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব দিলেন, আমি জিবরাঈল। দ্বার রক্ষী বললেন, আপনার সঙ্গে কি আর কেউ আছেন? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আরোহন করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি, যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান, তখন হাসতে থাকেন। আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে) বললেন, মারহাবা! নেক নবী ও নেক সন্তান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, তিনি আদম (আঃ)। আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হল তাঁর সন্তান। এদের মধ্যে ডান দিকের লোকগুলো জান্নাতী আর বামদিকের লোকগুলো জাহান্নামী। অতএব যখন তিনি ডান দিকে তাকান, তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) আরো উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বার রক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। দ্বার রক্ষী তাকে প্রথম আকাশের দ্বার রক্ষী যেরূপ বলেছিল, তেমনি বলল, অতঃপর তিনি দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর আবু যার (রাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) আকাশ সমূহে ইদরীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁরা কে কোন আকাশে তিনি আমার নিকট তা বর্ণনা করেননি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আদম (আঃ)-কে এবং ষষ্ঠ আকাশে ইবরাহীম (আঃ)-কে

দেখতে পেয়েছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, জিবরাঈল (আঃ) যখন নবী করীম (ছাঃ) সহ ইদরীস (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি [ইদরীস (আঃ)] বলেছিলেন, হে নেক নবী ও নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, তিনি ইদরীস (আঃ)। অতঃপর মূসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী ও নেক ভাই! তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, তিনি মূসা (আঃ)। অতঃপর ঈসা (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী ও নেক ভাই! তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, তিনি ঈসা (আঃ)। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী ও নেক সন্তান! তখন আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, তিনি ইবরাহীম (আঃ)।

ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমাকে ইবনু হাযম (রহঃ) জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস ও আবু ইয়াহইয়া আনছারী (রাঃ) বলতেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, অতঃপর জিবরাঈল আমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান হতে কলমসমূহের খসখস শব্দ শুনেছিলাম।

ইবনু হাযম (রহঃ) এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। অতঃপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে আসলাম। যখন মূসা (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাতেরা তা পালন করার সামর্থ্য রাখে না। তখন ফিরে গেলেন এবং তাঁর রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলেন। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন। নবী করীম (ছাঃ) পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার আল্লাহ তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য রাখবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত

ছালাত বাকী রইল। আর তা ছওয়াবের ক্ষেত্রে ৫০ ওয়াক্ত ছালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জা বোধ করছি। এবার জিবরাঈল (আঃ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন চমৎকার রঙে পরিপূর্ণ যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট মোতির তৈরী। আর এর মাটি মিশক বা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৩৩৪২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) কা‘ব (রাঃ)-কে وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, ইদরীস (আঃ)-কে আল্লাহ তা‘আলা অহী করেন, ‘সমস্ত বানী আদমের আমলের সমান তোমার একার আমল আমি দৈনিক উঠিয়ে থাকি। সুতরাং আমি পসন্দ করি যে, তোমার আমল বেড়ে যাক’। অতঃপর তাঁর কাছে বন্ধু ফেরেশতা আগমন করলে তিনি তাঁর কাছে বর্ণনা করেন, ‘আমার কাছে এরূপ অহী এসেছে। সুতরাং আপনি মালাকুল মউতকে বলে দিন যে, তিনি যেন আমার জান কবয বিলম্বে করেন, যাতে আমার নেক আমল বৃদ্ধি পায়। ঐ ফেরেশতা তখন তাকে নিজের পালকের উপর বসিয়ে নিয়ে আকাশে উঠে যান। চতুর্থ আকাশে পৌঁছে মালাকুল মউতের সাক্ষাৎ হয়। ঐ ফেরেশতা মালাকুল মউতকে ইদরীসের ব্যাপারে সুপারিশ করেন। মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কোথায় আছেন? উত্তরে তিনি বলেন, এই যে, আমার পালকের উপরে বসে রয়েছেন। মালাকুল মউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমাকে এখনই হুকুম করা হল যে, আমি যেন ইদরীসের রূহ চতুর্থ আকাশে কবয করি। আমি চিন্তা করছিলাম যে, যিনি যমীনে রয়েছেন তাঁর রূহ আমি চতুর্থ আকাশে কি করে কবয করতে পারি? সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি ইদরীসের জান কবয করে নেন।

এই রিওয়ায়াতই অন্য সনদে রয়েছে। তাতে এও আছে যে, ইদরীস (আঃ) ঐ ফেরেশতার মাধ্যমে মালাকুল মউতকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বয়সের আর কত বাকী আছে? আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে মালাকুল মউত বলেছিলেন, আমি দেখছি যে, শুধু চক্ষুর একটা পলক ফেলার সময় বাকী আছে। ফেরেশতা তার পরের নীচে তাকিয়ে দেখেন যে, ইদরীস (আঃ)-এর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেছে *(বঙ্গানুবাদ ইবনু কাছীর ১৪/১৬৮-১৬৯)*।

উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইদরীস (আঃ) মালাকুল মাউতের বন্ধু ছিলেন। একদা তিনি তাঁর কাছে জান্নাত দেখতে চাইলেন। তখন মালাকুল মাউত ইদরীস (আঃ)-কে নিয়ে উপরে গেলেন। তিনি তাকে জাহান্নাম দেখালেন। ইদরীস (আঃ) জাহান্নাম দেখে ভয় পেলেন। এমনকি তিনি বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার মত হয়ে যান। মালাকুল মাউত স্বীয় ডানা দ্বারা তাকে জড়িয়ে নেন। মালাকুল মাউত বললেন, আপনি জাহান্নাম এরূপ দেখেননি কি? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ, আমি এরূপ কখনো দেখিনি। তারপর তিনি তাকে নিয়ে গেলেন এবং জান্নাত দেখালেন। অতঃপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন। তারপর মালাকুল মাউত বললেন, এখন চলুন জান্নাত দেখা হয়েছে। ইদরীস (আঃ) বললেন, কোথায় যেতে হবে? মালাকুল মাউত বললেন, যেখানে ছিলেন, সেখানে চলুন। ইদরীস (আঃ) বললেন, না আল্লাহর কসম! আমি জান্নাতে প্রবেশ করার পর আর সেখান থেকে বের হব না। এ সময় মালাকুল মাউতকে বলা হল আপনিতো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। নিশ্চয়ই কারো জন্য শোভনীয় নয় যে, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে বের হবে *(সিলসিলা যঈফা হা/৩৩৯)*। এমর্মে কুরতুবীতে একটি বানাওয়াট কাহিনী রয়েছে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শ

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। আল্লাহ তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাকে বহু পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি অতি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। শৈশবকাল থেকে তিনি ছিলেন মূর্তি বিদ্বেষী। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘আর হকপন্থীদের একজন ছিলেন ইবরাহীম। যখন তিনি তার পালনকর্তার নিকট সুষ্ঠু চিত্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের উপসানা করছ? তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যা মা‘বূদের উপাসনা করছ? বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? অতঃপর তিনি একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, আমি পীড়িত। তারপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। অতঃপর তিনি দেবালয়ে ঢুকে পড়লেন ও দেব-দেবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তা খাচ্ছ না কেন? কি ব্যাপার তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপর তিনি ডান হাতে রাখা কুঠার দ্বারা ভীষণ জোরে আঘাত করে সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন। তখন লোকজন তার দিকে ছুটে আসল ভীত-সন্ত্রস্ত পদে। তিনি বললেন, স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, এর জন্য একটি ভিত নির্মাণ কর। অতঃপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল। কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে

দিলাম। তিনি বললেন, আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন' *(ছাফফাত ৮৩-৯৯)*।

ইবরাহীম (আঃ) যখন শত চেষ্টার পর তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে সঠিক পথে আনতে পারলেন না, তখন তিনি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন এবং বললেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এই বলে তিনি অন্যত্র হিজরত করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সুসন্তান দান করুন। আল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি তাকে এক স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করলাম' (ছফ্ফাত ১০১)। আর তিনিই ইসমাঈল (আঃ)। *(দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর, ৫ম খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ)*। এরপর আল্লাহ তাকে ইসহাক্ব (আঃ)-এর সুসংবাদ দান করেন *(ছফফাত ১১২)*।

অতঃপর যখন ইসমাঈল তাঁর সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাঁর সন্তানকে অর্থাৎ ইসমাঈলকে বললেন, হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা পালন করুন। আল্লাহ চাহেন তো আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন' *(ছফফাত ১০৩)*। যেমন বাপ, তেমন তার ছেলে। স্বপ্নে নির্দেশ পাওয়া মাত্র তা বাস্তবায়ন করার জন্য উভয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং ছেলের নিকট তিনি বক্তব্য পেশ করলেন, সে রাযী হলেই আদিষ্ট কাজ সমাধা করবেন। অতঃপর তাঁরা দু'জনেই একমত হয়ে গেলেন। আল্লাহর বাণী, 'যখন তারা উভয়ে আগ্রহ প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম যখন যবেহ করার উদ্দেশ্যে তার পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন, তখন আমি তাকে আহ্বান করলাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত করেছ। আর আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর দ্বারা' *(ছফফাত ১০৪-১০৭)*।

উল্লেখ্য যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর এবং ইসহাক্ব (আঃ)-এর জন্মের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। ইসমাঈল (আঃ) স্বীয় ভ্রাতা ইসহাক্ব (আঃ) অপেক্ষা ১৩ বছরের বড় ছিলেন। এটাই স্বতসিদ্ধ যে, ইবরহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করেছিলেন *(দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর, ৫ম খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ)*।

তিনি মূর্তিকে ঘৃণা করতেন। তিনি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। একদা ঈদের দিন আসল এবং জনগণ খুশি হল। তারা খুশি হয়ে ঈদের জন্য বের হল। তাদের সাথে ছেলেরাও বের হল। ইবরাহীমের পিতা ইবরাহীমকে বলল, তুমি কি আমাদের সাথে যাবে না? ইবরাহীম

বললেন, আমি অসুস্থ। জনগণ ঈদের জন্য চলে গেল। ইবরাহীম বাড়ীতে থাকলেন। তিনি মূর্তিগুলির নিকটে আসলেন এবং মূর্তিগুলিকে বললেন, তোমরা কি কথা বলতে পার না, তোমরা মানুষের কথা শুনতে পাও না? এই যে খাদ্য-পানীয় তোমরা কি তা পানাহার কর না? তখন মূর্তিগুলি চুপ থাকল। সেগুলি পাথর, যা কথা বলতে পারে না। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কথা বল না কেন? তবুও মূর্তিগুলি চুপ থাকল, কোন কথা বলল না। তখন ইবরাহীম (আঃ) রাগ করে একটি কুড়াল নিয়ে সব মূর্তি ভেঙ্গে দিলেন। কিন্তু বড় মূর্তিটি রেখে দিলেন এবং তার কাঁধে কুড়ালটি ঝুলিয়ে দিলেন। লোকেরা ফিরে আসল এবং তাদের উপাসনালয় প্রবেশ করল। তারা মূতিগুলিকে সিজদা করার ইচ্ছা করল। সেদিন ছিল তাদের খুশির দিন। কিন্তু তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ মূর্তি দেখে আশ্চর্য ও হতবাক হল। তাদের উপাস্যদের এহেন দুর্দশা দেখে তারা ক্ষোভে-দুঃখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে কে এরূপ আচরণ করল? তাদের অনেকেই বলল, একজন যুবকের কথা শুনি, সে মূর্তির নিন্দা করে, যার নাম ইবরাহীম। তারা তাকে বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি এগুলিকে এভাবে ভেঙ্গেছ? তিনি বললেন, না বরং তাদের মধ্যে বড়টি এ কাজ করেছে। আপনারা তাদের জিজ্ঞেস করুন। তারা যদি কথা বলতে পারে? তারা জানতো যে, মূর্তিগুলি পাথরের। যারা শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না। তাদের এটাও জানা ছিল যে, বড় মূর্তিটিও পাথর, যা কথা বলতে পারে না। চলতে পারে না, নড়াচড়া করতে পারে না। কাজেই বড় মূর্তিটি ছোট মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গতে পারে না। তারা ইবরাহীমকে বলল, তুমি জান যে মূর্তি কথা বলতে পারে না। তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তাহলে তোমরা কেন মূর্তির ইবাদত কর? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তারা কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। আপনারা কি কিছুই বুঝেন না? আপনারা কি মোটেও জ্ঞান চর্চা করেন না? আপনারা কি অনুধাবন করেন না? তখন তারা চুপ থাকল এবং অপমানিত হল। তারা সকলেই একত্রিত হয়ে বলল, আমরা কি করতে পারি? নিশ্চয়ই ইবরাহীম মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গেছে এবং আমাদের উপাস্যকে অপমান করেছে। মানুষেরা জিজ্ঞেস করল, ইবরাহীমের শাস্তি কি হতে পারে? ইবরাহীমের এ কর্মের প্রতিদান কি হতে পারে? জনগণ বলল, তোমরা তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের মেরামত কর। তারা তাই করল। আগুন জ্বালালো এবং ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ ইবরাহীমকে সাহায্য করলেন। আল্লাহ আগুনকে বললেন, يَا نَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ 'হে আগুন! তুমি ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য' *(আম্বিয়া*

৬৯)। আগুন ইবরাহীমের জন্য অনুরূপ হয়ে গেল। তখন জনগণ দেখল, আগুন ইবরাহীমের কোন ক্ষতি করতে পারল না। মানুষ দেখল, ইবরাহীম খুব খুশি। ইবরাহীম নিরাপদে আছে। তারা হতবাক ও হয়রান-পেরেশান হয়ে গেল।

একদা রাতে ইবরাহীম (আঃ) তারকা দেখে বললেন, এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তারকা ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, এটি আমার প্রতিপালক নয়। তারপর তিনি চন্দ্র দেখে বললেন, এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন চন্দ্র ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, এটি আমার প্রতিপালক নয়। তারপর সূর্য উদিত হলে তিনি বললেন, এটি আমার প্রতিপালক। এটি সবচেয়ে বড়। অবশেষে সূর্য যখন রাতে ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, এটি আমার প্রতিপালক নয়। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব। কখনও তাঁর মরণ ঘটবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, কোন কিছুই তাঁকে পরাভূত করতে পারবে না।

তারকা দুর্বল, সকাল তাকে পরাজিত করতে পারে। সকাল তাকে হারিয়ে দিতে পারে। চন্দ্র দুর্বল, সূর্য তাকে পরাজিত করতে পারে। সূর্য তাকে হারিয়ে দিতে পারে। সূর্য দুর্বল, রাত্রি তাকে পরাজিত করতে পারে। রাত্রি তাকে হারিয়ে দিতে পারে। মেঘ সূর্যকে আড়াল করে দিতে পারে, তাকে ঘিরে নিতে পারে। তারকা আমাকে সাহায্য করতে পারে না, সে দুর্বল। চন্দ্র আমাকে সাহায্য করতে পারে না, সেও দুর্বল। সূর্য আমাকে সাহায্য করতে পারে না, তাও যে দুর্বল। একমাত্র আল্লাহই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি চিরন্তন, তিনি চিরদিন থাকবেন, কখনও হারিয়ে যাবেন না। তিনি অসীম ও মহাশক্তিধর। কোন কিছুই তাঁকে পরাভূত করতে পারবে না। এর দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর বিচক্ষণতা প্রমাণিত হয়। তিনি নিদর্শন দেখে আল্লাহকে খুঁজে বের করেন। প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের জন্য এটা যরূরী।

এভাবে ইবরাহীম (আঃ) বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতিপালক। কারণ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মরণ নেই। তিনি চিরদিন থাকবেন, কখনও হারাবেন না। তিনি শক্তিশালী, তাঁকে কোন কিছু পরাজিত ও পরাভূত করতে পারে না। ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তারকার প্রতিপালক। তিনি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও এ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে পথ দেখিয়েছেন। তিনি নবী ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ ইবরাহীমকে আদেশ করছেন যে, তিনি সর্বদা আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন এবং তাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাধা দিতেন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত :

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর দাওয়াতের বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে-

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِينَ، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ م فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُوْنَ، قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ، تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ، إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ، فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ، وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-

'যখন সে স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। সে বলল, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি? তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত। ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা পূজা করে আসছ? তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা, তারা সবাই আমার শত্রু, বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। যিনি আমাকে আহার দেন ও পানীয় দান করেন। যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি

আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। আশা করি শেষ বিচারের দিন তিনি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। তুমি আমাকে নে'মতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (হে প্রভু!) তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। (হে আল্লাহ!) পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত কর না। যে দিনে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সরল হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে। (ঐ দিন) জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং জাহান্নাম বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে। (ঐ দিন) তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা পূজা করতে? আল্লাহ্র পরিবর্তে। তারা কি (আজ) তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তারা কি কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারে? অতঃপর তাদেরকে এবং (তাদের মাধ্যমে) পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। তারা সেখানে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহ্র কসম! আমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কথিত উপাস্যদেরকে) বিশ্বপালকের সমতুল্য গণ্য করতাম। আসলে আমাদেরকে পাপাচারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল। ফলে (আজ) আমাদের কোন সুফারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়! যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রান্ত ও দয়ালু' *(শো'আরা ৬৯-১০৪)*।

অন্যত্র এসেছে এভাবে, ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِيْنَ، قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ، وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِيْنَ-

'এই মূর্তিগুলি কী যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি। সে বলল, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছ, না কেবল কৌতুক করছ? সে বলল, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা,

যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদের উপর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা। আল্লাহ্‌র কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব' *(আম্বিয়া ৫২-৫৭)*।

তৎকালীন বাদশাহ নমরূদ ছিল অত্যাচারী। সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করল, তোমার উপাস্য কে? নমরূদ ভেবেছিল, ইবরাহীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম জবাব দিলেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন। মোটাবুদ্ধির নমরূদ বলল, আমিও বাঁচাই ও মারি। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারি। আবার মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। এভাবে সে নিজেকেই মানুষের বাঁচা-মরার মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করল। এমনকি সে একজন নিরপরাধ লোককে ডেকে এনে তাকে হত্যা করল। আর একজন অপরাধীকে ডেকে এনে মুক্ত করে দিল। ইবরাহীম তখন দ্বিতীয় যুক্তি পেশ করে বললেন, আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করুন। অতঃপর কাফের (নমরূদ) এতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّه أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'তুমি কি তাকে দেখনি যে, ইবরাহীমের সাথে তাঁর প্রভুর ব্যাপারে ঝগড়া করেছিল? যাকে আল্লাহ রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল যে, আমার প্রতিপালক তিনি যিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলল, আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, সুতরাং তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন কাফের হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

আদর্শ পুরুষ ও নারীরা কখনও আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তারা হক কথা বলতে কাউকে পরওয়া করে না। হকের দাওয়াত পেশ করতেও কভু পিছপা হয় না। পাশাপাশি অশ্লীল কথাবার্তা, গর্হিত কাজ ও অপমানজনক কথা-কর্ম থেকে বিরত থাকে।

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, হে পিতা! আপনি মূর্তিপূজা করেন কেন? মূর্তি মানুষের কথাও শুনতে পায় না, মানুষকে

দেখতেও পায় না। কেন মূর্তিপূজা করেন? মূর্তি কোন উপকারও করতে পারে না, দেখতেও পায় না। হে পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না। আপনি রহমানের ইবাদত করুন। ইবরাহীমের পিতা রাগ করল এবং বলল, তুমি আমাকে বিরক্ত কর না। তুমি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বল না। নইলে আমি তোমাকে প্রহার করব। ইবরাহীম ছিলেন খুব নম্রভদ্র মানুষ। তিনি তার পিতাকে বললেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি আরো বললেন, আমি এখান থেকে চলে যাব। আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করব। আমি বড় দুঃখিত। তিনি অন্য দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, যেখানে তার প্রতিপালকের ইবাদত করতে পারবেন।

মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারবেন। আদর্শ পুরুষ মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়। আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান জানায়। প্রয়োজনে নিজ এলাকা ও নিজ দেশ ত্যাগ করে। এ ক্ষেত্রে ইবরাহীমের মধ্যে রয়েছে উত্তম ও অনুসরণীয় আদর্শ।

ইবরাহীম (আঃ) স্বদেশ ত্যাগ করলেন এবং বিদায়ের বিষয়টি পিতার সামনে পেশ করলেন। তিনি মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন সাথে স্ত্রী হাজেরা রয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্ব প্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাজেরার নিকট হতে। হাজেরা কোমরবন্দ লাগাতেন, আর তিনি নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য এ কাজ করতেন। অতঃপর ইবরাহীম হাজেরা এবং তার শিশু ছেলে ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে বের হলেন। এ অবস্থায় যে, হাজেরা শিশুকে দুধপান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত ইবরাহীম (আঃ) তাদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কুপের উপরে অবস্থিত একটি গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় কোন মানুষ ছিল না এবং পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন। একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর। আর একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পিছে পিছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক মাঠে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে কোন সাহায্যকারী নেই, যেখানে কোন থাকার ব্যবস্থা নেই। তিনি একথা তাকে বার বার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম তার দিকে তাকালেন না। তখন হাজেরা তাকে বললেন, (চলে যাওয়ার সময় আমার সাথে কথা বলা হবে না, আমার দিকে তাকানো হবে না) এ আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আঃ) সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে আসলেন, যেখান থেকে স্ত্রী

ও সন্তান তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন তিনি কা‘বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু’হাত তুলে এ বলে দো‘আ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক ঘাসপাতা বিহীন উপত্যকায় রেখে গেলাম। যাতে আপনার শুকরিয়া আদায় করে’ *(ইবরাহীম ৩৭; বুখারী হা/৩৩৪৬)*।

আদর্শ পুরুষ আল্লাহর আদেশকে এভাবেই মেনে চলে। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর অতুলনীয় নমুনা। আল্লাহর আদেশ মানার ব্যাপারে যেমন ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেমন ছিলেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখার ব্যাপারে বিরল। স্ত্রীও তেমন আল্লাহর উপর ভরসা রাখার ব্যাপারে পৃথিবীবাসীর জন্য এক অতুলনীয় নমুনা। নারী হিসাবে এত কঠিন পরীক্ষা আর কারো জীবনে ঘটেছে বলে কোন ইতিহাস থেকে জানা যায় না। একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তান নিয়ে হাজেরাকে জনমানবহীন মরু প্রান্তরে একাকী বসবাস করতে হয়েছিল। যেখানে ছিল শুধু পাথরের পাহাড়। যেখানে বসবাসের জন্য কোন বাড়ী-ঘর ছিল না। পানাহারের জন্য খাদ্য-পানীয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ যমযম কুপের সৃষ্টি করে দিয়ে পানির ব্যবস্থা করে দেন। তবে তিনি কি আহার করতেন, কিভাবে জীবন ধারণ করতেন, এ বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনী সকল মানুষের জন্য এক অনুপম, অতুলনীয় অনুসরণীয় আদর্শ। এ আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলতে পারলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন হবে সুন্দর ও সুখময়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ

هَذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِه قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) একদা সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন যেখানে এক বাদশাহ ছিল। অথবা এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হল যে, ইবরাহীম নামক এক ব্যক্তি নারীদের মধ্যে সবচেয়ে পরমা সুন্দরী এক নারীকে নিয়ে আমাদের এখানে প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল। হে ইবরাহীম তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথায় আমাকে মিথ্যা প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর কসম! দুনিয়াতে এখন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ মুমিন নেই। (সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনি ভাই-বোন)। এরপর ইবরাহীম (আঃ) বাদশাহর নির্দেশে সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। এ সময় সারা ওযূ করে ছালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূল ইবরাহীমের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল মানুষ হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে থাকি, তাহলে তুমি এ কাফেরকে আমার উপর জয়ী কর না'। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ লোক যদি এভাবে মারা যায়, তাহলে লোকেরা বলবে স্ত্রী লোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এরূপ অবস্থা তিনবার ঘটল। তারপর বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! তোমরাতো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আপনি কি জানেন, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে একজন দাসী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে *(বুখারী হা/২২১৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ

قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত জীবনে আর কখনো মিথ্যা বলেননি। তার দু'টি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। (১) তিনি তাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। (২) তাঁর দ্বিতীয় কথাটি ছিল, বরং তাদের বড় মূর্তিটিই একাজ করেছে। (৩) আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা মিসরের এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় পৌঁছেন। তখন শাসককে খবর দেয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তাঁর সাথে আছে একজন অতীব পরমা সুন্দরী নারী। রাজা তখন ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠাল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, বাদশাহ জানতে চেয়েছেন, এ রমণী কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! তুমি আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি, তুমি আমার বোন। যদি এ অত্যাচারী শাসক জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী,

তাহলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। অতএব যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি বলিও যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। আমি ও তুমি ছাড়া এ মাটির উপর কোন মুমিন নেই। এবার রাজা সারার নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারাকে উপস্থিত করা হল। অপর দিকে ইবরাহীম (রাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, রাজা তখন তাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালো। তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তখন তার দম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি অজ্ঞান হয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। অত্যাচারী শাসক নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে বিপদ থেকে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয় বার ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আবারো তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। এরপর সে রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একজন শয়তান। তারপর সে সারা খেদমতের জন্য হাজেরা নামক একজন রমণী দান করলো। অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন। এসময় তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছালাতের মধ্যেই হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি হল? সারা বললেন, আল্লাহ কাফেরের কুপরিকল্পনাকে তার উপরই নিক্ষেপ করেছেন। সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছে। হাদীছটি বর্ণনার পর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ আরববাসীগণ এ হাজেরাই তোমাদের আদী মাতা *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৬০)*।

বিপদে মানুষের করণীয় কি, ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে সারাও হাজেরার আদর্শ লক্ষণীয়। তিনি কিভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন। তারা আল্লাহর উপরে যে নির্ভরতা দেখিয়েছেন, তা সকলের জন্য অনুকরণীয়। পৃথিবাসীর জন্য তারা রেখে গেছেন অতুনীয় নমুনা। হাজেরা নিজের জন্য এবং ছেলের জন্য দিশেহারা হয়ে পানি অনুসন্ধান করেন। তিনি মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় বার বার ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে উঠেন। তিনি পাহাড়ে উঠে এদকি-সেদিক গভীরভাবে তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তারপর তিনি ভাবলেন, ছেলের কাছে গিয়ে দেখি, তার অবস্থা কি? হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। হাজেরা শব্দকে লক্ষ করে বললেন, আপনার কোন সাহায্য করার থাকলে

আমাকে সাহায্য করুন। তখন জিবরাঈল (আঃ) পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটির উপর আঘাত করলেন। তখনি পানি বেরিয়ে আসল। ইসমাঈলের মা পানি দেখে অস্থির হলেন এবং গর্ত খুড়তে লাগলেন। আর পানির চতুর্দিকে বাঁধ দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হাজেরা যদি পানিকে তার অবস্থার উপরে ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ত।

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাজেরা (আঃ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (আঃ)-এর থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) হাজেরা ও তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কুপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল(আঃ)-এর মা পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দিকে তাকালেন না। হাজেরা তাঁকে বললেন, এই আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি, যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে *(ইবরাহীম ৩৭)*। আর ইসামাঈলের মাতা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তনের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশুপুত্রটিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ

অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন। আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'ছাফা-কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কিনা? তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'ছাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমনকি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মত ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এজন্যই মানুষ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সাঈ করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকে। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখ হাজেরা (আঃ) এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মত করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উথলে উঠেছিল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পরিণত হত। রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা (আঃ) পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশঙ্কা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মত উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাজেরা (আঃ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিক আসছিল। তারা মক্কায় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা

দেখতে পেল এক ঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিক অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসাবাস করতে লাগল।

পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাজেরা (আঃ) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থায়, অতি টানাানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নছীহত করেছেন?

স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি আমার পিতা। একথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপনজনদের নিকট চলে যাও। একথা বলে ইসমাঈল (আঃ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন। আল্লাহ যত দিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। সে বলল, আমরা ভাল এবং সচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত না। যদি হত তাহলে ইবরাহীম (আঃ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দো'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (আঃ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যত দিন আল্লাহ চাইলেন। তারপর তিনি

আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আঃ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়ালে তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ কাজ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আঃ) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দো'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দো'আ করতে থাকেন। 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর (সারার) মাঝে যা হবার হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ইসমাঈল এবং তার মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সঙ্গে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল (আঃ)-এর মা মশক হতে পানি করতেন। ফলে শিশুর জন্য তার স্তনে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইবরাহীম (আঃ) মক্কায় পৌঁছে হাজেরাকে একটি বিরাট গাছের নিচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তার অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন হতে ডেকে বললেন, হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহর কাছে। হাজেরা (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা (আঃ) ফিরে আসলেন, তিনি মশক হতে পানি পান করতেন। আর

শিশুর জন্য দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম, তাহলে হয়তো কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী বলেন, অতঃপর ইসমাঈল (আঃ)-এর মা গেলেন এবং ছাফা পাহাড়ে উঠলেন। আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কি-না এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন এবং এভাবে কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে, শিশুটি কি করছে? অতঃপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তার মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম, সম্ভবত কাউকে দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি গেলেন, ছাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীর ভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। তখন তিনি বললেন, যদি ফিরে যেতাম ও দেখতাম যে, সে কি করছে? হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে, তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখতে পেলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তার পায়ের গোড়ালী দ্বারা এরূপ করলেন। হঠাৎ গোড়ালী দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী বলেন, তখনি পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল (আঃ)-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। রাবী বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হাজেরা (আঃ) যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী বলেন, তখন হাজেরা (আঃ) পানি পান করতে লাগলেন এবং তার সন্তানের জন্য তার দুধ বাড়তে থাকে। রাবী বলেন, অতঃপর জুরহুম গোত্রের এক দল লোক উপত্যকার নিচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আর তারা বলতে লাগল, এসব পাখিতো পানি ব্যতীত কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন লোক পাঠাল। সে খোনে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের নিকট ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। অতঃপর তারা হাজেরা (আঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা! আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট থাকা অথবা (রাবী বলেছেন,) আপনার নিকট বসবাস করার অনুমতি দিবেন? হাজেরা (আঃ) তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। অতঃপর তার ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাবী বলেন, পুনরায় ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে জাগল,

তখন তিনি তার স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থার খবর নিতে চাই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্র এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের বলবে, তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠ খানা বদলিয়ে ফেলবে। ইসমাঈল (আঃ) যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাকে খবরটি জানালেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতার নিকট চলে যাও।

রাবী বলেন, অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি সেখানে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গেছেন। পুত্রবধূ তাকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশত এবং পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন। রাবী বলেন, আবুল কাসেম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর কারণেই বরকত রয়েছে। রাবী বলেন, আবার কিছু দিন পর ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি এলন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তার একটি তীর মেরামত করছিলেন। তখন ইবরাহীম (আঃ) ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য এক খানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। অতঃপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইবরাহীম (আঃ) ইমারত বানাতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন। আর তারা উভয়ে দো'আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনিতো সবকিছু শোনেন এবং জানেন? রাবী বলেন, এরই মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইবরাহীম (আঃ) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে ইবরাহীমের) পাথরের উপর দাঁড়ালেন।

ইসমাঈল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দো'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন *(বাক্বারাহ ১২৭; বুখারী হা/৩৩৬৫)*।

ইউসুফ (আঃ)-এর আদর্শ

আল্লাহর নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর আদর্শ মানুষের জন্য অনুসরণীয়। মানুষের ভাল দেখলে মানুষ হিংসা করবে, এটা স্বাভাবিক। যে বিষয় জানলে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, তা প্রকাশ না করে গোপন রাখাই উত্তম। ইউসুফ (আঃ)-এর ১১ জন ভাই ছিল। তাদের মধ্যে ইউসুফ (আঃ) ছিলেন অতি সুন্দর ও নম্র-ভদ্র। তার পিতা তার ভাইদের মধ্যে তাকেই বেশী ভালবাসতেন। এক রাতে ইউসুফ (আঃ) আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন ১১টি তারা, সূর্য-চন্দ্র তাকে সিজদা করছে। ইউসুফ বিষয়টিতে বিস্মিত হলেন এবং ভাবতে লাগলেন, এটা কেন? চন্দ্র-সূর্য, তারকা কেন তাকে সিজদা করবে? ইউসুফ পিতার কাছে গেলেন এবং এই অভিনব স্বপ্নটি বললেন। তিনি বললেন, আব্বা আমি দেখলাম ১১টি তারা এবং চন্দ্র-সূর্য আমাকে সিজদা করছে। ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন নবী। তিনি এ স্বপ্নের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং বললেন, হে ইউসুফ! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। এর ব্যাখ্যা জ্ঞান ও নবুওয়াত হতে পারে। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার দাদা ইসহাককে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তোমার দাদা ইবরাহীমকে মর্যাদা দান করেছেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। ইয়াকূবের পরিবারের উপর অনুগ্রহ করা হবে। ইয়াকূব খুব বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি মানুষের মেজায বুঝতেন। কিভাবে শয়তান মানুষের উপর জয়ী হয়, তিনি তা বুঝতেন। শয়তান কিভাবে মানুষের সাথে খেলা করে, সেটাও তিনি বুঝতেন। তিনি বললেন, হে আমার সন্তান! তোমার এ স্বপ্নের খরব তোমার ভাইদের সামনে বল না। নিশ্চয়ই তারা তোমার সাথে হিংসা করবে। তারা তোমার শত্রু হয়ে যাবে। ইউসুফের একজন সহোদর ভাই ছিল, যার নাম বিন ইয়ামীন। ইয়াকূব (আঃ) তাদের দু'জনকে খুব ভালবাসতেন। তাদের মত অন্য কাউকে ভালবাসতেন না। তারা ইউসুফ ও বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে খুব হিংসা করত। তারা খুব রাগান্বিত হত এবং বলতো, কেন আমাদের পিতা তাদের দু'জনকে এত বেশী ভালবাসেন? যদিও তারা দু'জন ছোট এবং দুর্বল। তিনি আমাদের ভালবাসেন না কেন? অথচ আমরা যুবক ও শক্তিশালী। এটা অতি আশ্চর্যের বিষয়। ইউসুফ ছোট ছেলে হওয়ায় তার স্বপ্নের কথা তার ভাইদের বলে দিলেন। স্বপ্নের কথা শুনে ভাইয়েরা খুব রাগান্বিত হল এবং তাদের হিংসা অতি মাত্রায় বেড়ে গেল। একদা তারা একত্রিত হয়ে বলল, ইউসুফকে হত্যা কর

অথবা কোন দূরবর্তী যমীনে নিক্ষেপ কর। তাহলে তোমাদের পিতা তোমাদের উপর একনিষ্ঠ হবেন এবং তোমাদের উপর তার আন্তরিকতা বেড়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, তোমরা যে সিদ্ধান্ত নিলে তা ঠিক নয়, বরং কোন রাস্তার পার্শ্বে কোন ইঁদারায় ফেলে দাও, তাহলে কোন পথিক তাকে নিয়ে যাবে। সবাই এতে একমত হল।

আল্লাহর বাণী, 'নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী। যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোথাও ফেলে আস। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরাই (পিতার নিকটে) যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। তখন তাদের মধ্যেকার একজন (বড় ভাই) বলে উঠল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে, যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি একান্তই তোমাদের কিছু করতে হয়' *(ইউসুফ ৭-১০)*।

এভাবে তারা ইউসুফকে হত্যার জন্য একমত হয়ে পিতার নিকট থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফন্দি আঁটল। ইউসুফ (আঃ)-এর বিমাতা দশ ভাই এসে তার পিতাকে মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে খেলতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাযী করল। আল্লাহর বাণী, 'তারা বলল, হে পিতা! আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন? অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্খী। আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তৃপ্তিসহ খাবে আর খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। জবাবে পিতা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে। তারা বলল, আমরা এতগুলো ভাই থাকতে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, তাহলে তো আমাদের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। যখন তারা তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে (ইউসুফকে) অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না' *(ইউসুফ ১১-১৫)*।

ভাইয়েরা যখন তাকে কূপে নিক্ষেপ করল, তখন আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে উপরোক্ত অহি অবতীর্ণ করলেন যে, তুমি নিরাশ হবে না। এমন একদিন আসবে যে তারা তোমার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হবে কিন্তু তারা তোমাকে চিনতে পারবে না। সেদিন তুমি তাদের কৃতকর্মের কথা বলে দিবে।

এদিকে ইউসুফের ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলে দিয়ে রাতে বাড়ী এসে পিতার কাছে তাদের কৈফিয়ত পেশ করল। আল্লাহর বাণী, 'তারা (ভাইয়েরা) রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল এবং বলল, হে পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে বসিয়ে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এ সময় তারা তার মিথ্যা রক্ত মাখানো জামা হাযির করল। (এটা দেখে অবিশ্বাস করে ইয়াকূব বললেন, কখনোই নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটা কথা তৈরী করে দিয়েছে। (এখন আর করার কিছুই নেই), অতএব ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা কিছু বললে তাতে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১৬-১৮)*।

অর্থাৎ ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদের বানোয়াট মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাসও করলেন না এবং তাদের কোন শাস্তিও দিলেন না, বরং ধৈর্য ধারণ করলেন। এদিকে তারা ইউসুফকে কূপে ফেলে দিয়ে এসেছিল। সে কূপের পাশ দিয়ে একদল যাত্রী যাওয়ার সময় পানি উঠাতে গিয়ে কূপে বালতি ফেলে ইউসুফকে পেয়ে তারা তাকে সাথে নিয়ে যায়। আল্লাহর বাণী, 'অতঃপর একটা কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠালো। সে বালতি নিক্ষেপ করল। (বালতিতে ইউসুফের উঠে আসা দেখে সে খুশীতে বলে উঠল) কি আনন্দের কথা! এযে একটি বালক! অতঃপর তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ ভালই জানেন, যা কিছু তারা করেছিল। অতঃপর তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তাকে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিল হাতে গণা কয়েকটি দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে এবং তারা তার (অর্থাৎ ইউসুফের) ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল' *(ইউসুফ ১৯-২০)*।

কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে মিসরের অর্থ মন্ত্রীর নিকট বিক্রি করে দেয়। মিসরের অর্থমন্ত্রী 'আযীয মিছর' ইউসুফকে ক্রয় করে এনে তাকে স্বীয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন এবং বললেন, একে সন্তানের ন্যায় উত্তম রূপে লালন-পালন কর। এর থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থা কর। ভবিষ্যতে সে আমাদের কল্যাণে আসবে। বস্তুতঃ ইউসুফের কমনীয় চেহারা ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জেগে ওঠে। ক্বিৎফীর তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যতের অশেষ কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য তাকে সর্বোত্তম যত্ন সহকারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। আল্লাহর বাণী, 'মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। সম্ভবতঃ সে আমাদের কল্যাণে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এজন্য যে তাকে আমরা বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে

শিক্ষা দেই। আল্লাহ স্বীয় কর্মে সর্বদা বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ২১)*।

এভাবে ইউসুফ রাজদরবারে পুত্র স্নেহে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। অবশেষে তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন। আল্লাহর বাণী, 'অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(ইউসুফ ২২)*।

ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন, তখন উযীরের স্ত্রী তাকে অপকর্মের জন্য ফুসলাতে লাগল। কিন্তু তিনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা তিনি তার সাথে একমত হলেন না। ঐ মহিলা তাঁকে ষড়যন্ত্র করে কুকর্মে লিপ্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহর রহমতে এই অশ্লীল কর্ম থেকে রক্ষা পান। অবশেষে মহিলার মিথ্যা কথার কারণে তাঁকে শাস্তি স্বরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এ ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহর বাণী, 'আর সে যে মহিলার বাড়ীতে থাকত, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং (একদিন) দরজা সমূহ বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাছে এসো! ইউসুফ বলল, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ আপনার স্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না। উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং ইউসুফ তার প্রতি (অনিচ্ছাকৃত) কল্পনা করেছিল। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের একজন। তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার মুখে পেল। তখন মহিলাটি তাকে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্যায় বাসনা করে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা (অন্য কোন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি সাজা হতে পারে? ইউসুফ বলল, সেই-ই আমাকে (তার কুমতলব সিদ্ধ করার জন্য) ফুসলিয়েছে। তখন মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহলে মহিলা সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী। অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (স্বীয় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) বলল, এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (অতঃপর তিনি ইউসুফকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিণী' *(ইউসুফ ২৩-২৯)*।

আযীযের স্ত্রীর এই অপকর্মের কথা যখন শহরময় ছড়িয়ে পড়ল, তখন তার সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে শহরের সকল মহিলাকে একত্রিত করে ইউসুফকে তাদের সামনে হাযির করল। ফলে সবাই ইউসুফের অকল্পনীয় চেহারায় মুগ্ধ হয়ে প্রত্যেকে নিজের অজান্তে নিজের হাত কেটে ফেলল। এ ঘটনা মহান আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে পেশ করেছেন পবিত্র কুরআনে।

'নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অন্যায় কাজে ফুসলিয়েছে। সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। যখন সে তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন তাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করল এবং (ফল কাটার জন্য) তাদের প্রত্যেককে একটা করে চাকু দিল। অতঃপর ইউসুফকে বলল, এদের সামনে চলে এস। (সেমতে ইউসুফ সেখানে এল) অতঃপর যখন তারা তাকে স্বচক্ষে দেখল, তখন সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং (ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের অজান্তে) স্ব স্ব হাত কেটে ফেলল। (ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তারা) বলে উঠল, হায় আল্লাহ! এ তো মানুষ নয়। এ যে মর্যাদাবান ফেরেশতা!। সে বলে উঠল, এই হল সেই যুবক, যার জন্য তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এক্ষণে আমি তাকে যা আদেশ দেই, তা যদি সে পালন না করে, তাহলে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে' *(ইউসুফ ৩০-৩২)*।

ইউসুফ (আঃ) নারীদের চক্রান্ত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি এদের চক্রান্তকে আমার থেকে ফিরিয়ে না নাও, তবে আমি (হয়ত) তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর তার পালনকর্তা তার প্রার্থনা কবুল করলেন ও তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(ইউসুফ ৩৩-৩৪)*।

ইউসুফ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হল, অন্যায়ভাবে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এতকিছুর পরও তিনি ধৈর্যহারা হননি। আল্লাহর প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন। অতঃপর যতদিন তাকে কারাগারে রাখার, রাখলেন। তারপর আসল তার মুক্তির পালা। তিনি কারাগার থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তি লাভ করলেন। এ ঘটনা মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করলেন, 'ইউসুফের সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে,

আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখলাম যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি। আর তা থেকে পাখি খেয়ে নিচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। কেননা আমরা আপনাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি। ইউসুফ বলল, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দান করা হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন। আমি ঐসব লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাক। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ৩৬-৪০)*।

তাওহীদের এ দাওয়াত পেশ করার পর ইউসুফ (আঃ) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, 'হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি (ঘিলু) খেয়ে নিবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার বিষয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল' *(ইউসুফ ৪১-৪২)*।

এরপর সে দেশের বাদশাহ এক গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখলেন। সভাসদের নিকট তার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেউ সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হল না। অবশেষে ইউসুফ (আঃ) সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন। বাদশাহ তাকে কারাগার থেকে বের করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত না হয়ে বের হতে অস্বীকার করলেন। তার ইচ্ছামত বাদশাহ ব্যবস্থা করলেন। অবশেষে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে বের হলেন। এমনকি তাকে সে দেশের অর্থ ভাণ্ডার রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত ঘটনা নিম্নরূপ:

'বাদশাহ বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে সভাসদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। তারা বলল, এটি কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন মাত্র। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। তখন দু'জন কারাবন্দীর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হল এবং বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব, আপনারা আমাকে (জেলখানায়) পাঠিয়ে দিন। অতঃপর সে জেলখানায় পৌঁছে বলল, ইউসুফ হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! (বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছেন যে,) সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলি শুষ্ক। আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তা জানাতে পারি। জবাবে ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যখন ফসল কাটবে, তখন খোরাকি বাদে বাকী ফসল শিষ সমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তখন তোমরা খাবে ইতিপূর্বে যা রেখে দিয়েছিলে, তবে কিছু পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা (বীজ বা সঞ্চয় হিসাবে) তুলে রাখবে। এরপরে আসবে এক বছর, যাতে লোকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন তারা (আঙ্গুরের) রস নিঙড়াবে (উদ্বৃত্ত ফসল হবে)। বাদশাহ বলল, তুমি পুনরায় কারাগারে ফিরে যাও এবং তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এস। অতঃপর যখন বাদশাহ্‌র দূত তার কাছে পৌঁছলো, তখন ইউসুফ তাকে বলল, তুমি তোমার মনিবের (অর্থাৎ বাদশাহ্‌র) কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, নগরীর সেই মহিলাদের খবর কি? যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন' *(ইউসুফ ৪৩-৫০)*।

বাদশাহ মহিলাদের ডেকে বলল, তোমাদের খবর কি যখন তোমরা ইউসুফকে কুকর্মে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল, আল্লাহ পবিত্র। আমরা তাঁর (ইউসুফ) সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না। আযীয পত্নী বলল, এখন সত্য প্রকাশিত হল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদী। ইউসুফ বলল, এটা এজন্য যে, যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না' *(ইউসুফ ৫১-৫৩)*।

বাদশাহ জানলেন যে, ইউসুফ নির্দোষ। ফলে তিনি তাঁর এই বিষয়ে সবার মাঝে প্রকাশ করলেন এবং ইউসুফ (আঃ)-কে মুক্তি দিয়ে তাকে নিজের রাষ্ট্রে এক মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করলেন। আল্লাহর বাণী, 'বাদশাহ বলল, তাকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার নিজের জন্য একান্ত সহচর করে নেব। অতঃপর যখন

বাদশাহ ইউসুফের সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আজ থেকে আমাদের নিকট বিশ্বস্ত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ' *(ইউসুফ ৫৪-৫৫)*।

মিসরের উপরে আপতিত দুর্ভিক্ষের দিনে ইউসুফের ভাইয়েরা তার কাছে আসল। তিনি তাদেরকে চিনতে পারলেন। কিন্তু তার ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারল না। ইউসুফ (আঃ) নিজের পরিচয় দিলেন না। বরং তাদেরকে তাদের ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে আসার কথা বললেন। অতঃপর স্বীয় ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে নিয়ে আসলে কৌশলে তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। ভাইয়েরা পিতার কাছে ফেরত গিয়ে বিন ইয়ামীনের চৌর্যবৃত্তির কথা বলল। তিনি বিশ্বাস করলেন না। অবশেষে আল্লাহ সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় ছেলেদের নিয়ে ইউসুফের কাছে গেলেন। সবাই ইউসুফ (আঃ)-কে সম্মান করলেন। এটাই ছিল তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা। কুরআনের বিবরণ নিম্নরূপ :

'ইউসুফের ভাইয়েরা আগমন করল এবং তার কাছে উপস্থিত হল। ইউসুফ তাদেরকে চিনতে পারল। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি। অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদ সমূহ প্রস্তুত করে দিল, তখন বলল, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপ পূর্ণভাবে দিয়ে থাকি এবং মেহমানদের উত্তম সমাদর করে থাকি? কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আনো। তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার নিকটে পৌঁছতে পারবে না। ভাইয়েরা বলল, আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে রাযী করার চেষ্টা করব এবং আমরা একাজ অবশ্যই করব। ইউসুফ তার কর্মচারীদের বলল, তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে গৃহে পৌঁছে তারা তা বুঝতে পারে। সম্ভবতঃ তারা পুনরায় আসবে' *(ইউসুফ ৫৮-৬২)*।

ইউসুফের ভাইয়েরা যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এল। বস্তা খুলে পণ্যমূল্য ফেরত পেয়ে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারা এটাকে তাদের প্রতি আযীযে মিছরের বিশেষ অনুগ্রহ বলে ধারণা করল। এক্ষণে তারা পিতাকে বলল, আব্বা! আমরা যখন পণ্যমূল্য পেয়ে গেছি, তখন আমরা সত্বর পুনরায় মিসরে যাব। তবে মিসররাজ আমাদেরকে একটি শর্ত দিয়েছেন যে, এবারে যাওয়ার সময় ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে নিয়ে যেতে হবে। তাকে ছেড়ে গেলে খাদ্যশস্য দিবেন না বলে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। অতএব আপনি তাকে আমাদের সাথে যাবার অনুমতি দিন। জবাবে পিতা ইয়াকূব (আঃ) বললেন, তার সম্পর্কে তোমাদের কিভাবে বিশ্বাস করব? ইতিপূর্বে তোমরা তার

ভাই ইউসুফ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করেছ'। অতঃপর পরিবারের অভাব-অনটনের কথা ভেবে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে তিনি বেনিয়ামীনকে তাদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন। ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ-

'অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি। আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব। পিতা বললেন, আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদের সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম? অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। অতঃপর যখন তারা পণ্য সম্ভার খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা (আনন্দে) বলে উঠলো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি চাইতে পারি? এইতো আমাদের দেওয়া পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব। আমরা আমাদের ভাইয়ের হেফাযত করব এবং এক উট খাদ্যশস্য বেশী আনতে পারব এবং ঐ বরাদ্দটা খুবই সহজ। পিতা বললেন, তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকটে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে। অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় (তবে সেকথা স্বতন্ত্র)। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে কথা হল, সে ব্যাপারে আল্লাহ মধ্যস্থ রইলেন। তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশনা মতে শহরে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকূবের সিদ্ধান্তে তার মনের একটা বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তো ছিলেন একজন জ্ঞানী, যে জ্ঞান আমরা তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হল, তখন সে তার ভাই (বেনিয়ামীন)-কে নিজের কাছে রেখে দিল এবং (গোপনে তাকে) বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর ভাই (ইউসুফ)। অতএব তাদের (অর্থাৎ সৎ ভাইদের) কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না' *(ইউসুফ ৬৩-৬৯)*।

'অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের জন্য খাদ্যশস্য প্রস্তুত করে দিচ্ছিল, তখন একটি পাত্র তার (সহোদর) ভাইয়ের বরাদ্দ খাদ্যশস্যের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর। একথা শুনে তারা ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমাদের কি হারিয়েছে? তারা বলল, আমরা বাদশাহ্‌র ওযনপাত্র হারিয়েছি। যে কেউ এটা এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল

পাবে এবং আমি এটার যামিন রইলাম। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তো জানো যে, আমরা এদেশে কোনরূপ অনর্থ ঘটাতে আসিনি এবং আমরা কখনোই চোর নই। বাদশাহ্‌র লোকেরা বলল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে যে চুরি করেছে, তার শাস্তি কি হবে? তারা বলল, এর শাস্তি এই যে, যার খাদ্যশস্যের বস্তা থেকে এটা পাওয়া যাবে, তার শাস্তি স্বরূপ সে (মালিকের) গোলাম হবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। অতঃপর তার ভাইয়ের বস্তার পূর্বে অন্য ভাইদের বস্তা তল্লাশি শুরু করল। অবশেষে সেই পাত্রটি তার (সহোদর) ভাইয়ের বস্তা থেকে বের করল। এমনিভাবে আমরা ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্‌র আইনে আপন ভাইকে কখনো নিজ অধিকারে নিতে পারত না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত। আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছেন' *(ইউসুফ ৭০-৭৬)*।

'তারা বলতে লাগল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনের মধ্যে রাখলেন, তাদেরকে প্রকাশ করলেন না। (মনে মনে) বললেন, তোমরা লোক হিসাবে খুবই মন্দ এবং আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত, যা তোমরা বলছ। তারা বলতে লাগল, হে আযীয (অর্থাৎ ইউসুফ)! তার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। অতএব আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীলদের মধ্যকার একজন বলে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে অন্যকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এমনটি করলে তো আমরা নিশ্চিতভাবে যুলুমকারী হয়ে যাব। অতঃপর যখন তারা তার (বাদশাহ্‌র) কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা একান্তে পরামর্শে বসল। তখন তাদের বড় ভাই বলল, তোমরা কি জানো না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার কোন ফায়ছালা করেন। তিনিই সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জানি, কেবল তারই সাক্ষ্য দিলাম এবং কোন অদৃশ্য বিষয়ে আমরা হেফাযতকারী ছিলাম না। (হে পিতা!) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদের, যেখানে আমরা ছিলাম এবং (জিজ্ঞেস করুন) ঐসব কাফেলাকে যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা নিশ্চিতভাবেই (আপনাকে) সত্য ঘটনা বলছি। বরং তোমরা মনগড়া একটা কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে (ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে) একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। অতঃপর তিনি তাদের

দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! (আল্লাহ বলেন,) এভাবে দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। ছেলেরা তখন তাঁকে বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত না মরণাপন্ন হন কিংবা মৃত্যুবরণ করেন। আমি তো আমার অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহ্‌র কাছেই পেশ করছি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। হে বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না' *(ইউসুফ ৭৭-৮৭)*।

এরপরের ঘটনা নিম্নরূপ :

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার বর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে অনুদান দিন। আল্লাহ দানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে। তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ, আর এ হল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের উপরে আল্লাহ তোমাকে পসন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। ইউসুফ বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার চেহারার উপরে রেখো। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর কাফেলা যখন রওয়ানা হল, তখন (কেন'আনে) তাদের পিতা বললেন, যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না ভাবো, তবে বলি যে, আমি নিশ্চিতভাবেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। লোকেরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো আপনার সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। অতঃপর যখন সুসংবাদ দাতা (ইয়াহূদা) পৌঁছল, সে জামাটি তার (ইয়াকূবের) চেহারার উপরে রাখল। অমনি সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল এবং বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি, তোমরা তা জানো না? তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের অপরাধ মার্জনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা গোনাহগার ছিলাম। পিতা বললেন, সত্বর আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব।

নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ চাহেন তো নিঃশংকচিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। অতঃপর তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত হল। তিনি বললেন, হে পিতা! এটিই হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা একে বাস্তবে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, সুক্ষ্ম কৌশলে তা সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(ইউসুফ ৮৮-১০০)*।

ইউসুফ (আঃ) সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, যাবতীয় বিপদাপদ ও মুছীবত হতে রক্ষা পেয়ে শৈশবে হারানো পিতা-মাতাকে ফিরে পেলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। তাঁর কাছে এসে তৎকালীন প্রথানুসারে পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা তাঁর সম্মানে সিজদা করে। এভাবে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়। এতে তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং আল্লাহর দরবারে এ দো'আ করেন। আল্লাহর বাণী, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে (স্বপ্নব্যাখ্যা সহ) বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা দানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী দুনিয়া ও আখেরাতে। আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন' *(ইউসুফ ১০১)*।

ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দাগণের অন্যতম। তিনি আল্লাহর নবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবুওয়াতের পূর্বেই তিনি কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করেন। তিনি সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর জীবনের পরীক্ষাগুলো হচ্ছে- (১) শৈশবে তার মাতাকে হারিয়ে মাতৃস্নেহ-আদর হতে বঞ্চিত হন। এটাই ছিল তার জীবনের প্রথম পরীক্ষা। (২) শৈশবেই ভাইদের পক্ষ হতে অন্ধাকার কুপে নিক্ষেপ এবং সওদাগারের নিকট বিক্রি। (৩) যৌবনে পদার্পণ করেই তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার মনিবের স্ত্রীর পক্ষ থেকে আরোপিত মিথ্যা অপবাদ। (৪) রাজপ্রাসাদে রাজকীয় জীবনযাপনের পর কারাগারে জীবন যাপন, যদিও তিনি তা নিজে আল্লাহর নিকট চেয়েছিলেন। ইউসুফ (আঃ)-এর আদর্শ হতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনী হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) যখন ভাইয়েরা তাকে অন্ধকার কুপে নিক্ষেপ করল এবং তারপর সওদাগরের নিকট বিক্রি করল, তখন তিনি ইচ্ছা করলে সওদাগরদের নিকট নিজের পরিচয় বলতে পারতেন, যাতে সওদাগররা তাকে হয়তোবা তাঁর পিতার নিকট ফিরিয়ে দিত। কিন্তু তিনি তা করলেন না। হয়তো তারা আবারও তাকে অন্য কোন জঘন্যতম বিপদে ফেলতে পারে। তাই আমাদের উচিত, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখা এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। (২) জাহেলী ফিতনার চেয়ে কারা বরণ করা অনেক উত্তম। (৩) নিরাপদ হয়েও অনেক সময় পরিবেশের উপর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য দলীল উপস্থাপন না করা। যেমন ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবুও তিনি নীরব থাকলেন। (৪) সর্বক্ষেত্রে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া। যেমন ইউসুফ (আঃ) জেলখানাতেও তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। (৫) কোন মিথ্যা অপবাদ দানকারী যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চায় তাহলে জনসমক্ষে নির্দোষ প্রমাণের পরই তাকে ক্ষমা করতে হবে। এতে অপবাদকারী লজ্জিত হবে এবং অন্যকে আর অপবাদ দিবে না। (৬) আল্লাহর নেক বান্দাগণ যদি সাময়িকভাবে অপদস্ত ও অত্যাচারিত হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে মুমিনরাই হচ্ছে বিজয়ী হবে। এজন্য তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। (৭) সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং ধৈর্য ধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট্য। যেমনভাবে ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারিয়ে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ)ও তাঁর উপর আরোপিত অপবাদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) তাঁর প্রতি অপবাদের ক্ষেত্রে সীমাহীন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। (৮) ক্ষমা এক মহৎ গুণ। যা দ্বারা মানুষের মর্যাদা বাড়ে বৈ কমে না। ইউসুফ (আঃ) তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি যদি তার ভাইদের অপরাধের কারণে শাস্তি দিতেন কিংবা তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন তাহলে হয়তো তারা তাকে তার সম্মানে সিজদা করার সুযোগ পেত না। ইউসুফ (আঃ)-এর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী ভাইদের নিজগুণে ক্ষমা করে দিলেন। এই ঘটনা হতে বিশ্ববাসীর নিকট এক অতুলনীয় শিক্ষা রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ক্ষমতা হাতে পেলেই প্রথম ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে শত বছরের পূর্বের বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় মেতে ওঠা কোন সভ্য জাতির কাজ নয়। (৯) আল্লাহর নে'মতরাজি পেয়ে সুখের আতিশয্যে ডুবে গিয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া যাবে না। তাঁর নে'মত রাজির শুকরিয়া আদায় করতে হবে। যেভাবে ইউসুফ (আঃ) করেছিলেন।

মূসা (আঃ)-এর আদর্শ

মূসা (আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন। আল্লাহ তাকে অনেক মুজেযা দান করেছিলেন। তিনি পার্থিব জীবনে আল্লাহর সাথে স্বয়ং কথা বলেছিলেন। প্রত্যেক নবীই কোন না কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেউ শৈশবে, কেউ যৌবনে, কেউ নবুওয়াত লাভের পর। আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)-এর পরীক্ষা ছিল তাঁর শৈশবকাল থেকেই। তাঁর জন্মের পূর্বে তার পিতা-মাতাও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনী থেকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাঊনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। নিশ্চয়ই ফেরাঊন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুতঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(ক্বাছাছ ৩-৪)*। মূসা (আঃ)-এর জন্মের সময় ছিল বিপজ্জনক। তৎকালীন সময়ে সেদেশের বাদশাহ পুত্রদের হত্যা করত এবং কন্যাদের জীবিত রাখত। ঠিক এমন কঠিন সময়ে মূসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। মহান আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে থাকেন এবং শত্রু গৃহেই লালিত-পালিত হন।

ফেরাঊন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হতে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ)*।

মিসর সম্রাট ফেরাঊন জ্যোতিষীর মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসাবে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল। যাতে ঐ সন্তানের জন্ম না হয় এবং তার হাতে ফেরাউনকে নিহত হতে না হয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাকে কে রোধ করতে পারে? এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতেই মূসা (আঃ)-এর জন্ম হয় (*আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ)*। ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করেন, তাকে দুধ পান করাতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

‘আমরা মূসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে দুধ পান করাও। অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব’ *(ক্বাছাছ ৭)*। উপরোক্ত বিষয়টি আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন, ‘যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, এই মর্মে যে, তুমি তাকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয় এবং তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নিয়ে যাবে’ *(ত্ব-হা ৩৮-৩৯)*।

নবজাতক পুত্র সন্তান ঘরে থাকলে পিতা-মাতা উভয়কে হত্যার শিকার হতে হবে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে সন্তানের মায়ায় একদিকে তারা ছিল বিভোর, অন্যদিকে ছিল বাদশাহর ভয়। এমন এক মুহূর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করে নবজাতক সন্তানকে তারা সিন্দুকে ভরে ভাসিয়ে দেয় সাগর বক্ষে। এটা কতটা কঠিন কাজ তা কেবল যে ভুক্তভোগী সেই অনুভব করতে সক্ষম। মূসা (আঃ)-এর মা সন্তানকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে সাথে নিজের মেয়েকে পাঠিয়ে দেন, সিন্দুক কোন দিকে যায় তা দেখার জন্য। আল্লাহর বাণী, ‘তার মা মূসার বড় বোনকে বলল, পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে দেখছিল’ *(কাছাছ ১১)*।

মূসা (আঃ)-এর বোন ছিল বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতি মেয়ে। সে তাদের অজ্ঞাতে দূর থেকে সবকিছু দেখছিল। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফেরাউনের পুণ্যবতী স্ত্রী সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখে অত্যন্ত খুশির সাথে তাকে নিয়ে নিল। কিন্তু ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ ও মূসার আকর্ষণীয় চেহারায় ফেরাউন নিজেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল *(ত্ব-হা ৩৯; ইবনু কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮)*।

আল্লাহর বাণী,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ-

‘ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। আল্লাহ বলেন, ‘অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না’ *(ক্বাছাছ ৯)*। ফলে মূসা (আঃ) ফেরাউনের ঘরেই প্রতিপালিত হতে লাগল। কিন্তু সে বাজারের কোন ধাত্রীর স্তনে মুখ

পর্যন্ত দিল না। তাদের দুধ পান করাতো দূরের কথা। তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় মূসার বোন কোন পরিচয় ছাড়াই তাদের বলল, আমি কি তোমাদের এমন এক মহিলার সন্ধান দিতে পারি যে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর তারা এর শুভাকাঙ্খী *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১২)*। আল্লাহর বাণী,

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ–

‘আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার ভগিনী বলল, ‘আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী’? এভাবে আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মায়ের কাছে, যাতে তার চক্ষু জুড়িয়ে যায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না’ *(ক্বাছাছ ২৮/১২-১৩)*।

অসীম ধৈর্যের ফলে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তান পুনরায় বুকে ফিরে পেলেন। এভাবে ফেরাউনের কলাকৌশলকে নস্যাৎ করে পরম শত্রুর বাড়িতেই মূসা (আঃ)-এর মাতাপিতা রাজকীয় সম্মানে চিন্তামুক্তভাবে বাস করতে লাগলেন। এভাবে মূসা (আঃ) নিজ মায়ের আদর যত্নে দুধ পানের সময়সীমা শেষ করলেন। অতঃপর ফেরাউনের পুত্র হিসাবে ফেরাউনের গৃহেই শানশওকতে বড় হতে লাগলেন। আল্লাহ্র রহমতে ফেরাঊনের স্ত্রীর অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। যখন তিনি যৌবনে পদার্পন করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হলেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করলেন। আল্লাহ বলেন এভাবে, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ‘যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হলেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন’ *(ক্বাছাছ ১৪)*।

এক দুই করতে করতে মূসা (আঃ) যৌবনে পৌঁছলেন। একদিন তিনি দুপুরের অবসরে শহরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় ঘটে গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড। দুই ব্যক্তি লড়াই করছে এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের, অপর ব্যক্তি কিবতী বংশের। বনী ইসরাঈল বংশের লোকটি ছিল মযলূম। তাই তিনি তার পক্ষ হয়ে কিবতী বংশের লোকটিকে এক ঘুষি

মারলেন। তাতেই ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। যে ব্যাপারে মূসা (আঃ)-এর কোন হাত ছিল না। আল্লাহর বাণী,

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

‘একদিন দুপুরে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবাসীরা ছিল দিবানিদ্রার অবসরে। এ সময় তিনি দু’জন ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের এবং অপরজন ছিল শত্রুদলের। অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, ‘নিশ্চয়ই এটি শয়তানের কাজ। সে মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু। হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপরে যুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ক্বাছাছ ১৫-১৬)*।

তিনি ভুলবশত হত্যা করে ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। এটাই আদর্শ পুরুষদের মহত গুণ। যদি এমন গুণে গুণান্বিত হয় তাহলে রাষ্ট্রব্যাপী পাড়া-প্রতিবেশী, স্ত্রী-পরিবারের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। এরপর ঘটনা যখন ফেরাউনের সভাসদবর্গ পর্যন্ত পৌঁছল। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন। আল্লাহর বাণী, ‘নগরীর দূর প্রান্ত হতে জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে মূসাকে বলল, হে মূসা! আমি তোমার হিতাকাংখী। তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাও। কেননা সম্রাটের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছে’ *(ক্বাছাছ ২০)*। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের যেমনভাবে মনোনীত করেন তেমনিভাবে তাকে কঠিন পরীক্ষা করেন। কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়ল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন। এই লোকটি মূসার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁর গুণে মুগ্ধ ছিল। একথা শুনে ভীত হয়ে মূসা সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে। আল্লাহর বাণী,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

'অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। এরপর যখন তিনি (পার্শ্ববর্তী রাজ্য) মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন (দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে) বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল পথ দেখাবেন' *(ক্বাছাছ ২১-২২)*।

মূসা (আঃ) অন্তরে ভয় নিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাদায়েনের এক কূপের নিকট বসল। আল্লাহর বাণী, 'যখন সে মাদইয়ানে কূপের নিকট পৌঁছল, তখন দেখল যে একদল লোক তাদের প্রাণীগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে। মূসা (আঃ) বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের প্রাণীদের পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালরা তাদের প্রাণীদের নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। মূসা (আঃ) তখন তাদের প্রাণীগুলোকে পানি পান করালেন ও বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী *(ক্বাছাছ ২১-২৪)*।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হঠাৎ করে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া মূসা (আঃ)-এর জন্য ছিল কষ্টকর। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে তিনি অত্যন্ত সংকটে পতিত হন। তথাপি তিনি আল্লাহর উপর একান্তভাবে ভরসা করেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর উপর তার অবিচল আস্থা ও নির্ভরতা নবুওয়াতের পূর্বেও ছিল। তাছাড়া তাঁর মধ্যে পরোপকারের অনুপম মানবীয় গুণ বিদ্যমান ছিল। দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে ভিনদেশে এসেও ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরেও নিজের কষ্ট ভুলে তিনি পরোপকারে আত্মনিয়োগ করেন। নিজের প্রয়োজন ও কষ্টের কথা তিনি কারো কাছে ব্যক্ত করেননি। অতঃপর তিনি বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষের নিচে বসলেন এবং আল্লাহর নিকট সাহায্যের জন্য দো'আ করলেন। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন। গাছের নীচে বিশ্রামের সময় ঐ মেয়ে দু'টির একটি চলে আসল, যাদের ছাগলকে তিনি পানি পান করিয়েছিলেন। আল্লাহর বাণী, 'বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসল। সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন। অতঃপর মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা

করলেন। তিনি বললেন, ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ' *(ক্বাছাছ ২৫)*।

আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন, তাকে এভাবেই করেন। অজানা-অচেনা দেশে যার সহায়-সম্বল কিছুই ছিল না। আহার-পানীয়, মাথা গোজার ঠাই কিছুই ছিল না। এখন তার সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। এমনকি আল্লাহ তার জন্য সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করে তার নিঃসঙ্গতাকে দূরীভূত করলেন। ঐ মেয়ে দু'টির পিতা ছিলেন নবী। তিনি তাঁর মেয়েদের একজনকে মূসার সাথে বিবাহ দেন। আল্লাহর বাণী, 'তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে। মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক' *(ক্বাছাছ ২৭-২৮)*।

আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও অপরিসীম ধৈর্য মূসাকে সফলতা দান করে। আল্লাহ তাকে পরিবারের সাথে থাকার সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। একে একে মূসা দশটি বছর পূর্ণ করলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও কর্মঠ। তিনি তাঁর চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদ পূর্ণ করেন। আল্লাহর উপর ভরসা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা তাঁকে এ দীর্ঘ সময় দেশান্তরী থাকার শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছিল। মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে তিনি স্ত্রী-পরিজন নিয়ে মাদায়েন থেকে মিসরের দিকে যাত্রা করেন। অতঃপর পথিমধ্যে এসে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেন, নবুঅত লাভ করেন এবং নিজ দেশে ফিরে আসেন। তিনি ফেরাউনকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। কিন্তু সে দাওয়াত প্রত্যাখান করে ও নিজেকে প্রভু দাবী করে। এমনকি সে মূসাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মূসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গী-সাথী ও বানী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়েন। ফেরাউন মূসা ও তার দলবলকে হত্যা করার জন্য মূসার পিছনে ধাওয়া করল। আল্লাহর বাণী, 'তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরাতো ধরা পড়ে গেলাম। তখন মূসা বললেন, কিছুতেই না আমার সাথে আছেন প্রতিপালক, তিনি সত্বর আমাকে পথ দেখাবেন' *(শু'আরা ৬০-৬২)*।

সামনে অথৈ সাগর পিছনে ফেরাউনের হিংস্র অশান্ত সৈন্য। উভয় সংকটে মৃত্যু সন্ধিক্ষণ। আর কোন দিকে পালানোর পথ নেই। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীরা বলে উঠলেন, এবার আমরা ধরা পড়লাম। কিন্তু মূসা এমন বিপদ

মুহূর্তেও বিচলিত না হয়ে একইভাবে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বললেন, ভয় নেই আল্লাহ আমাদের পথ দেখাবেন। আল্লাহ ঠিকই তাদের পথ দেখালেন এবং অথৈ নীলনদ পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে দিলেন। আর ফেরাউনকে সঙ্গী-সাথী সহ ডুবিয়ে মারলেন।

উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ) নবুওয়াতের আগে-পরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা তাকে জীবনের সকল অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছে। তাঁর জীবনীতে আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে।

দাউদ (আঃ)-এর আদর্শ

দাউদ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব প্রাপ্ত নবীগণের অন্যতম। তাঁর দেহাকৃতি ছিল বিশাল। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। পাহাড়-পর্বত, গাছপালা সবই তাঁর অনুগত ছিল। তিনি পেশায় ছিলেন কর্মকার। আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও নবুওয়াত উভয়ই দান করেছিলেন।

দাউদ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত গুজার। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে বলেন, দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও অভিমুখী হল' *(ছোয়াদ ২৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ করা আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ-এর কথা, সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত' *(ছোয়াদ ১৭-১৮)*।

দাউদ (আঃ)-এর ইবাদত আল্লাহর নিকট প্রিয় ছিল। এমর্মে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হল দাউদ (আঃ)-এর ছালাত এবং সর্বাধিক পসন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্টাংশে নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন ইফতার করতেন ও একদিন ছিয়াম রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৫৭)*।

মহান আল্লাহ দাউদ (আঃ)-কে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়ছালাকারী বাগ্মিতা' *(ছোয়াদ ২০)*।

আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আঃ)-কে যে প্রজ্ঞা ও হিকমত দান করেছিলেন, তা দ্বারা তিনি বিচার-ফায়ছালা করতেন। মূলতঃ সঠিক ফায়ছালা করার জন্য তার প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ– 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়ছালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়' *(ছোয়াদ ২৬)*।

দাঊদ (আঃ) যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পরীক্ষা, তাহলে তিনি সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হতেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হতেন। এরূপই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَّأَنَابَ، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ–

'আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচির টপকিয়ে দাঊদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল? যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাঊদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'জন বাদী-বিবাদী। আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (বিষয়টি এই যে,) সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায়

আমার উপরে বল প্রয়োগ করে। দাঊদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম। (অত্র ঘটনায়) দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হল। অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের নিকটে রয়েছে গভীর নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল' *(ছোয়াদ ২১-২৫)*।

দাঊদ (আঃ) রাজ্যের শাসক বা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও রাজকোষ হতে কোন গ্রহণ করতেন না; বরং তিনি নিজের হাতে উপার্জিত অর্থ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি লোহা দ্বারা বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র ও বর্ম তৈরী করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ–

'নিশ্চয়ই আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহণ করেছিলাম। হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদে সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষীকুলকেও তার জন্য নমনীয় করেছিলাম। আর আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। আর তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর ও কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, তা আমরা দেখে থাকি' *(সাবা ১০-১১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ– 'আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? *(আম্বিয়া ২১/৮০)*।

উল্লেখ্য যে, দাঊদ (আঃ) একজন দক্ষ কর্মকার ছিলেন। বিশেষ করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য উন্নত মানের বর্ম নির্মাণে তিনি ছিলেন একজন কুশলী কারিগর। যা বিক্রি করে তিনি জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছুই নিতেন না। যদিও সেটা নেওয়া কোন দোষের ছিল না।

দাউদ (আঃ)-এর মত আমাদেরকেও ইবাদতে নিয়মিত হতে হবে এবং তাঁর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের হাতে উপার্জন করে হালাল রুযী ভক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ঈসা (আঃ)-এর আদর্শ

ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাবপ্রাপ্ত নবী। তাঁর প্রতি ইঞ্জীল নাযিল হয়েছিল। মহান আল্লাহ তাঁকে বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন *(আলে ইমরান ৪৬)*। দুনিয়াতে আগত নবীগণ নিজের কওম ও দেশবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অন্য দেশে হিজরত করেছেন। কিন্তু ঈসা (আঃ)-কে তাঁর কওমের লোকজন হত্যা করতে উদ্ধত হলে আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নেন *(নিসা ১৫৮)*। তাঁর অনুসারীদের জন্য আল্লাহ আকাশ থেকে খাঞ্চাভর্তি খাদ্য পাঠাতেন *(মায়েদাহ ১১৪-১৫)*।

ঈসা (আঃ) শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসে তাঁর কওমের সাথে কথা বলেন এবং সে সময় থেকেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহ বলেন, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً، قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً، وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً، وَبَرّاً بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّاراً شَقِيّاً، وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً– 'অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব? ঈসা তখন বলে উঠল, আমি আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব' *(মারিয়াম ২৯-৩৩)*।

ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ অসীম কুদরত দান করেছিলেন। তিনি মাটির পাখিতে ফুঁক দিলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখি হয়ে যেত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে তিনি সুস্থ করে তুলতে পারতেন। আর মানুষ যা বাড়িতে রেখে আসত, তা সব স্পষ্ট করে বলে দিতে পারতেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে,

وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ–

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(আলে ইমরান ৪৯)*। এসব ছিল তাঁর নিদর্শন। তিনি তাঁর কওমকে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি এসব নিদর্শনের কথাও বলেন।

ঈসা (আঃ)-এর কওম তাঁর দাওয়াত মেনে না নিয়ে বরং তাঁকেই উপাস্য মেনে নিয়ে তাঁকেই তিন আল্লাহর একজন হিসাবে বিশ্বাস করে। অপরদিকে ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বাকাশে আরোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, এ বিষয়ে আল্লাহ ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্তুতঃ আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত। আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। বস্তুতঃ আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত। এক্ষণে যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ' *(মায়েদাহ ১১৬-১১৮)*। ঈসা (আঃ) তাঁর কওমের হঠকারিতার পরও তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দো'আ করেন। যাতে তিনি তাদের প্রতি কোমল হন।

নবীগণের এই অনুপম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর বিধানের কাছে মাথা নত করে তাকে মেনে নিয়েছে। নবীদের আদর্শের অনুসারী হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও তারা কুণ্ঠিত হননি। তাই তাদের এই আদর্শ আমাদেরকেও গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ

বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনী থেকে সকল বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে। সেখান থেকে ইবরাত হাছিল করে মানুষের ইহকালীন জীবনকে সাজাতে পারলে পার্থিব জীবনে মিলবে সুখ-শান্তি এবং পরকালীন জীবনে মিলবে মুক্তি। রাসূলের কালজয়ী আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। সুতরাং মুসলিম নারী-পরুষ সকলকেই রাসূলের আদর্শের অনুসারী হতে হবে। পৃথিবীর সকল মানুষ ও সবকিছুর উপর তাঁর আদর্শকে স্থান দিয়ে সেই অনুযায়ী জীবন চালাতে হবে। রাসূলের আদর্শে দু/একটি দিক আমরা এখানে উল্লেখ করব।

আল্লাহর প্রতি রাসূলের নির্ভরতা ছিল সীমাহীন। এসম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا قَالَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, (হিজরতের সময়) আমাদের মাথার উপরে আমি মুশরিকেদের পা দেখতে পেলাম, যে সময় আমরা ছাওর গুহায় ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে রাসূল! যদি তাদের কেউ নিজেদের পায়ের দিকে তাকায়, তবে তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আবু বকর! তুমি এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১৮)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ فَقُلْتُ اللهُ ثَلاَثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে নাজদের দিকে একটি জিহাদে গেলাম। রাসূল (ছাঃ) (পিছন হতে এসে) একটি কাটাবনযুক্ত উপত্যকায় আমাদের পেলেন। রাসূল (ছাঃ) একটি গাছের তলায় অবতরণ করলেন এবং তার তরবারি সেই গাছের শাখায় ঝুলিয়ে রাখলেন। রাবী (জাবের রাঃ) বলেন, অন্য লোকেরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। রাবী বলেন, পরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকটে এল। তখন আমি ঘুমন্ত। সে তরবারি হাতে নিল। আমি জেগে উঠলাম। আর সে আমার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে। আমি কিছু অনুমান করার আগেই দেখি তার হাতে উন্মুক্ত তরবারি। সে বলল, কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি তিনবার বললাম, আল্লাহ। সে পিছনে যেতে পারল না। তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে সে বসে পড়ল। বর্ণনাকারী জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাকে কোন শাস্তি দিলেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩০৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর প্রতি কতটা আস্থাশীল ছিলেন। আর ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ বা প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। ইসলামকে যারা জঙ্গী ধর্ম বলতে চায়, এ ঘটনা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ইসলামের অনুপম আদর্শ দেখিয়ে দেয়।

মানবতার জন্য আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। বিজ্ঞানময় তাঁর আদর্শের ছোঁয়ায় অনেক বর্বর মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল অল্প দিনের ব্যবধানে। শিক্ষিত, উন্নত জাতির জন্য এমন আদর্শের প্রয়োজন, যা সর্বজনীন। রাসূলের আদর্শ ছিল সবার জন্য অনুকরণীয় অতুলনীয় আদর্শ। এ কারণে আল্লাহ তাকে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী' *(কলম ৪)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা বা আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। রাসূলের এই আদর্শের অনুসারী হলে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ

رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ওহুদের দিন অপেক্ষা অধিক কষ্টের কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তোমার কওম হতে যে আচরণ পেয়েছি, তা ঐদিন হতেও অধিক কষ্টদায়ক ছিল। তাদের নিকট হতে সর্বাধিক বেদনাদায়ক যা আমি পেয়েছি, তা হল আকাবার দিনের আঘাত। যেদিন আমি তায়েফের (বনী ছাক্বীফ নেতা) ইবনু আবদে ইয়ালীল ইবনে কোলালের নিকট (ইসলামের দাওয়াত নিয়ে) স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম সে তাতে কোন সাড়া দেয়নি। তখন আমি অতি ভারাক্রান্ত অবস্থায় নিরুদ্দেশ সামনের দিকে চলতে লাগলাম। ছা'আলিব নামক স্থানে পৌঁছার পর আমি কিছুটা সুস্থির হলাম। তখন আমি উপরের দিকে মাথা উঁচু করে দেখি একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে রেখেছে। পুনরায় লক্ষ করলে তাতে জিবরাইলকে দেখতে পেলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আপনার কওমের নিকট যে কথা বলেছেন এবং তার জবাবে তারা আপনাকে যা বলেছে, তা সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন। এখন তিনি পাহাড়-পর্বত তদারককারী ফেরেশতাকে আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা, নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর মালাকুল জিবাল (পাহাড়ের ফেরেশতা) আমার নাম উল্লেখ করে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আল্লাহ আপনার কওমের উক্তি সমূহ শুনেছেন। মালাকুল জিবাল বললেন, আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। অতএব আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ করতে পারেন। আপনার ইচ্ছা হলে আমি এই পাহাড় দু'টি তাদের উপরে চাপিয়ে দিব। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি এমনটি চাই না। বরং আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরসে এমন বংশধর জন্ম দিবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৯৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) অত্যাচারীদের নির্যাতন সহ্য করেছেন, তাদের প্রতি কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তাদের সাথে কোন খারাপ আচরণও

করেননি। রাসূলের এই অনুপম আচরণের কারণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً وَرَجَعَ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَحْرِ الْاَعْرَبِيِّ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা কাপড়ের একটি নাজরানী চাদর। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুঈন লোক তার চাদর ধরে এমন জোরে টান দিল যে, টানের চোটে নবী করীম (ছাঃ) উক্ত বেদুঈনের বক্ষের কাছে এসে পড়লেন। আনাস বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাঁধের প্রতি লক্ষ্য করলাম জোরে টানার দরুণ তাঁর কাঁধে চাদরের দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত মালামাল তোমার নিকট আছে, তা হতে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দাও। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। অতঃপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫৫৫৫)*।

এই ব্যক্তি ছিল অমুসলিম। রাসূলের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয়, তা তার জানা ছিল না। তাই তার এই অনাকাঙ্খিত আচরণেও রাসূল (ছাঃ) কোনরূপ বিরক্ত হননি এবং তাকে কোন ধমকও দেননি। এভাবে তাঁর অমায়িক আচরণ দ্বারা মুসলিম-অমুসলিম, দাস-দাসী, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের মন জয় করেছিলেন। তাঁর এই অতুলনীয় আচরণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তাঁর সান্নিধ্য লাভে আগ্রহী হত। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করত। এভাবে তিনি বিশ্বময় ইসলামের অমিয় বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ) খাদেমদের সাথেও সুন্দর আচরণ করতেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَ اللهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ -

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণের মানুষ। একদা তিনি কোন এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যাব না। কিন্তু আমার মনে আছে যে, রাসূল (ছাঃ) আমাকে যে কাজের আদেশ করেছেন, আমি অবশ্যই সে কাজ করব। অতঃপর আমি বের হলাম এবং এমন কতিপয় বালকদের নিকট এসে পৌঁছলাম, যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূল (ছাঃ) পিছন হতে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি স্নেহের সুরে বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছিলাম, তথায় কি তুমি গিয়েছিলে? জবাবে আনাস (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এইতো আমি যাচ্ছি *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫৫৫৪)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِيْ أُفٍّ وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلَّا صَنَعْتَ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি বলেন, একাধারে দশ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। এমনকি এই কাজটি কেন করেছ এবং এই কাজটি কেন করনি? এমন কথাও কোনদিন বলেননি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৫৫৫৩)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) স্বীয় খাদেমের সাথেও কত উত্তম আচরণ করেছেন। আর এ উত্তম আচরণের মাধ্যমে তিনি স্বীয় উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথেও ন্যায়সঙ্গত ও ভদ্রোচিত আচরণ করতেন। তিনি কোন কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেননি। একদিনের ঘটনা। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীর নিকটে ছিলেন। অতঃপর কোন এক উম্মুল মুমিনীন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক পেয়ালা খাদ্য পাঠালেন। তখন যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন, তিনি তার হাতের উপর মেরে পেয়ালাটি ভেঙ্গে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) নিজে ভাঙ্গা পেয়ালাটি একত্র করলেন। খাদ্যদ্রব্য তাতে উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, খাও। অতঃপর তার ভাঙ্গা পেয়ালাটি রেখে দিলেন এবং একটি ভাল পেয়ালা খাদেমের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন *(বুখারী, তিরমিযী)*। উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীকে কিছুই বলেননি। রাসূলের এই স্ত্রী ছিলেন আয়েশা (রাঃ)।

মহানবী (ছাঃ) নবুওয়াতের পূর্বেও অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। তাই আরববাসী তাঁকে আল-আমীন বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ} صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}-

ইবুন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নাযিল হল 'তুমি ভীতি প্রদর্শন কর তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে' তখন নবী করীম (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে আরোহন করে হে বনী ফিহর, হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের গোত্রগুলিকে ডাক দিলেন। অবশেষে তথায় সকলে সমবেত হল। এমনকি যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারেনি, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানতে চাইল যে, ব্যাপার কি? বিশেষত আবু লাহাব এবং কুরাইশদের সকল লোকেরা আসল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে আছে। অন্য বর্ণনায় আছে, একদল অশ্বারোহী উপত্যকার এক প্রান্ত হতে বের হয়ে অতর্কিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়। তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা সকলে বলে উঠল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কেননা বিগত দিনে তোমাকে আমরা সত্যবাদীই পেয়েছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে আগত শাস্তির বিষয়ে সতর্ককারী। তখন আবু লাহাব বলল, তোমার সারা দিন ধ্বংস হোক। এজন্যই কি তুমি আমাদের জমা করেছ? তখন নাযিল হয়- 'আবু লাহাবের দু'হাত ও সে ধ্বংস হোক এবং ধন-সম্পদ ও সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৯৬)*।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে এভাবে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَ اللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ–

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহী আসে তা ছিল নিদ্রাবস্থায় দেখা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করা। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হত। অতঃপর তার নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। স্বীয় পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে সেখানে তিনি একাধিক্রমে বেশ কয়েক দিন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। তার নিকট ফিরিশতা এসে বলল, 'পাঠ করুন। রাসূল বললেন, আমি পড়তে জানি না। তিনি বললেন, অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, পাঠ করুন। আমি উত্তর দিলাম, আমি পড়তে জানি না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পাঠ করুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক অতিশয় দয়ালু'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) খাদীজার নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদের নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। যখন তার ভীতি দূর হল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-কে বললেন, আমার নিজেকে নিয়ে ভয় হচ্ছে। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই নয়, আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন, অসহায়-দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৩)*।

এ হাদীছে রাসূলের নবুওয়াত পূর্ব সময়ের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ফুটে উঠেছে। পূর্ব থেকেই তিনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করতেন, অসহায়দের সহযোগিতা করতেন, নিঃস্ব-দুস্থদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি কখনও আমানতের খিয়ানত করতেন না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট আসলে, হিরাক্লিয়াস তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই যে ব্যক্তি নবী বলে দাবী করে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করব। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি এ

লজ্জা না থাকত যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে রটাবে, তাহলে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদ সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। হিরাক্লিয়াস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে নবী দাবী করার পূর্বে তোমরা কি তাকে কখনও মিথ্যা অভিযুক্ত করেছ? আমি উত্তরে বললাম, না। তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি? আমি উত্তরে বললাম, না *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৭)*।

রাসূলের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় নম্র-ভদ্র, মিষ্টভাষী, লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কখনও কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতেন না।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লা'নতকারী ও গালিগালাজকারী ছিলেন না। তিনি যখন কারো প্রতি বেজার হতেন, তখন কেবল এতটুকুই বলতেন যে, তার কি হল? তার কপাল ভূলুণ্ঠিত হোক *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৬৩)*।

তিনি বদদো'আকারীও ছিলেন না। যখন তাকে বলা হত মুশরিকদের উপর বদদো'আ করুন, তখন তিনি উত্তরে বলতেন, আমাকে অভিসম্পাতকারী করে পাঠানো হয়নি। বরং আমাকে রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। কুমারী মেয়েদের চেয়েও তিনি অধিক লজ্জাশীল ছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৬৫)*। একথায় তিনি ছিলেন যাবতীয় মানবীয় সৎগুণের অধিকারী। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। শৌর্য-বীর্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

বিশ্বের সকল মানুষের আদর্শ হিসাবে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানুষ তাঁর আদর্শের অনুসারী হলে পৃথিবীতে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে পুরুষরা এবং দেশ-জাতির নেতৃত্বও দেয় তারা। তাই তাদেরকে রাসূলের আদর্শে আদর্শিত হতে হবে। তাহলে তারা এ ধরাধামের বিশৃংখলা দূর করে এখানে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে পারবে।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিহাদরত অবস্থা ব্যতীত কখনও কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণ ও খাদেমকেও না। কারো দ্বারা তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলে, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু কেউ আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে, তিনি তাকে শাস্তি দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭০)*।

আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (ছাঃ) গৃহের অভ্যন্তরে কি কাজ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, তিনি পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ পরিবারের কাজ আঞ্জাম দিতেন। যখন ছালাতের সময় হত, তখন ছালাতের জন্য বের হতেন *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৫৫৬৮)*।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন অতীব শালীন। নিজের ব্যাপারে তিনি কোন প্রতিশোধ গ্রহণকারী ছিলেন না। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তিনি কোন ছাড় দিতেন না। তাঁর নম্র স্বভাবের কথা পবিত্র কুরআন কারীমে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে।-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন। আর যখন কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবেন। আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। এ আয়াতের মাঝেই রাসূলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ফুটে উঠেছে। তাঁর এই মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করেছে। এ আয়াতে বিশেষ চারটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- (১) বিনয় ও নম্র হওয়া (২) সঙ্গী-সাথীদের ভুল-ক্রুটি ক্ষমা করা (৩) পরামর্শক্রমে কাজ করা (৪) যে কোন কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা। সমাজ ও দেশের নেতৃবৃন্দকেও এই গুণাবলী অর্জন করা আবশ্যক। তাহলে সমাজ ও দেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিনয়-নম্রতা, দয়া-অনুকম্পা, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি গুণ কোন মানুষের মাঝে থাকলে এবং হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষ কোন মানুষ পরিহার করতে পারলে সে হবে আদর্শ মানুষ। তার দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। এসব গুণ নবী-রাসূলগণের মাঝে ছিল। তাঁরা মানুষকে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হওয়ার জন্য নিজেরা বাস্তব নমুনা হিসাবে এসেছিলেন। আমাদের উচিত তাঁদের ঐ বিশেষণে বিশেষিত হওয়া। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন।

আবু বকর (রাঃ)-এর জীবনাদর্শ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর অন্যতম আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ছাহাবীগণের মধ্যে সবার শীর্ষে। চরিত্র-মাধুর্য, শৌর্য-বীর্য, আচার-আচরণ, চাল-চলনে তিনি ছিলেন অনুসরণীয়। জাহেলী যুগে তিনি যেমন ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তেমনি ইসলামী যুগেও তিনি ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। রাসূলের মৃত্যুর পরে মুসলিম জাহান শাসন করেছিলেন এই আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁর শাসনামলে তিনি সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম বিশ্বকে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শ সংক্ষেপে এখানে পেশ করার প্রয়াস পাব।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا-

আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর (রাঃ) পরণের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দু'হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সাথী এইমাত্র কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন। হে আবু বকর! একথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর ওমর অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর কি বাড়িতে আছেন? তারা

বলল, না। তখন ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তখন তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আবু বকর (রাঃ) ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন, তখন তোমরা সবাই বলছ যে, তুমি মিথ্যা বলছ। আর আবু বকর (রাঃ) বলেছে, আপনি সত্য বলেছেন। তার জান-মাল সবকিছু দিয়ে তিনি আমার সহযোগিতা করেছেন। তোমরা কি আমার সামনে আমার সাথীকে ক্ষমা করবে? একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তারপর আবু বকরকে আর কষ্ট দেওয়া হয়নি *(বুখারী হা/৩৬৬১)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু বকর (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত নরম হৃদয়ের অধিকারী। পৃথিবীতে রাসূল (ছাঃ)-এর পরই আবু বকর (রাঃ)-এর স্থান। তিনি দয়ার্দ্র অন্তরের মানুষ ছিলেন। নিজের উত্তম চরিত্র দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার কিংবা মন্দ দ্বারা মন্দের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা তাঁদের মাঝে ছিল না। ক্ষমার আদর্শ ছিল তাদের চরিত্রের ভূষণ। কখনও কোন কারণে ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তারা ক্ষমা করে দিতেন ও ক্ষমা চাইতেন। এভাবে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া ছিল তাঁদের চরিত্রের অনুপম বৈশিষ্ট্য। সাথীদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ছিল সীমাহীন। নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও তারা সাথীর উপকার করার চেষ্টা করতেন। এ আদর্শই তাঁদেরকে জগৎশ্রেষ্ঠ করেছিল। ইসলামই তাঁদের মাঝে এই আদর্শ সৃষ্টি করেছিল। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ ইসলামই তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছিল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَ اللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ فَوَ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) পরলোক গমন করলেন। অতঃপর আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হলেন। আর আরবদের মধ্যে যারা কাফের হবার তারা কাফের হয়ে গেল। অর্থাৎ কিছু লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করল। তখন ওমর (রাঃ) খলীফা আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল সে আমার থেকে তার জান-মাল রক্ষা করল। (আর তার অন্তরের) হিসাব আল্লাহর উপর। আর ইয়ামামাবাসীতো কালেমা পড়ে, ছালাত আদায় করে। তখন আবু বকর (রাঃ) বলেন উঠলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই তাদের সাথে যুদ্ধ করব, যারা ছালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করে। অর্থাৎ ছালাতকে স্বীকার করে এবং যাকাতকে অস্বীকার করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা বকরীর একটি বাচ্চা অর্থাৎ সামান্য জিনিসও দিতে বাধা দেয় যা তারা রাসূলের যুগে দিয়েছিল, তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ওমর (রাঃ) বললেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ আবু বকর (রাঃ)-এর অন্তরকে যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যা আমি পরে উপলব্ধি করলাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৯৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবু বকর (রাঃ) নরম হৃদয়ের অধিকারী হলেও দ্বীনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতি কঠোর। দ্বীনের ক্ষেত্রে তিনি কাউকে ছাড় দিতেন না। তেমনি দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো সাথে কখনও আপোষ করতেন না। এমনকি তার সময়কালে আরবে সংঘটিত সকল বিশৃংখলাকে তিনি শক্ত হাতে দমন করেছিলেন। বর্তমান সময়ের শাসকগণ যদি আবু বকর (রাঃ)-এর মত ন্যায়পরয়ণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হন, তাহলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। দূর হবে সকল প্রকার অশান্তি, অরাজকতা, হানাহানি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন।

ওমর (রাঃ)-এর আদর্শ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর অন্যতম ছিলেন ওমর (রাঃ)। ইসলামী খেলাফতকে সুদৃঢ়করণে, দেশ বিস্তারে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর সময়ে পৃথিবীর অর্ধাংশ ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুশাসন, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও জওয়াবদিহিতার মাধ্যমে মুসলিম জাহানকে তিনি সকলের জন্য মডেল হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর কঠোরতা ও আপোসহীনতার কারণে সবাই তাঁকে ভয় করত। এমনকি তিনি যে পথে চলতেন, শয়তান সে পথে যেত না। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছে সুস্পষ্ট হয়েছে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ-

সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, একদা ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিল। তারা কথাবার্তা বলছিল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অধিক খোরপোষ দাবী করছিল। যখন ওমর (রাঃ) অনুমতি চাইলেন, তখন মহিরাগণ উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। এরপর ওমর (রাঃ) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) হাসছিলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখুন (আপনার হাসার কারণ কি?)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি আশ্চর্য বোধ করছি ঐ সকল মহিলাদের আচরণে, যারা এতক্ষণ আমার নিকট ছিল। আর তারা যখনই তোমার আওয়াজ শুনতে পেল দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। তখন ওমর (রাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ওহে স্বীয় আত্মার দুশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, আর আল্লাহর রাসূলকে ভয় কর না? তারা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে ভয় করি। কারণ তুমি রুক্ষ ও কঠোরভাষী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৮২)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বসেছিলেন, এমন সময় আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোরগোল ও হৈচৈ শুনতে

পেলাম। তখন এক হাবশী বালিকা নাচছিল। আর ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! এদিকে আস এবং দেখ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি গেলাম এবং আমার থুতনী রাসূল (ছাঃ)-এর কাঁধের উপর রেখে তাঁর কাঁধ ও মাথার মধ্যখান দিয়ে ঐ বালিকাটির নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে বললেন, তোমার তৃপ্তি হয়নি? আমি বললাম, না। আমার এই না বলার কারণ ছিল যে, দেখি তার অন্তরে আমার স্থান কতটুকু। এমন সময় হঠাৎ ওমর (রাঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ওমর (রাঃ)-কে দেখা মাত্রই লোকজন তার নিকট থেকে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি দেখছি জিন ও ইনসানের শয়তানগুলি ওমরের ভয়ে পলায়ন করছে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯৩, সনদ হাসান)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ও জিন শয়তান ওমর (রাঃ)-কে ভয় করত। তাঁর সামনে কোন অনর্থক কাজ সংঘটিত হতে পারত না। দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতার কারণে সবাই তাঁকে ভয় করত।

ওমর (রাঃ) অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। অনেক সময় তাঁর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, ওমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاث فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ-

আনাস (রাঃ) ও ইবনু ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার তিনটি সিদ্ধান্ত আমার রবের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে। (১) আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইবরাহীম (আঃ)-এর দাঁড়ানোর স্থানকে আমরা যদি ছালাতের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম! তখন নাযিল হল 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে ছালাত পড়ার জন্য নির্ধারণ করে নেও'। (২) আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীদের ঘরে নেক্কার-বদকার হরেক রকম লোক আসে। তাই আপনি যদি তাদের পর্দার আদেশ করতেন! এর পর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হল। (৩) একবার রাসূল (ছাঃ)-এর

স্ত্রীগণ অভিমানবশত একজোট হয়েছিল। তখন আমি বললাম, তোমরা নিজেদের দুরাচরণ ত্যাগ কর। অন্যথা যদি নবী (ছাঃ) তোমাদের তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে পারেন। এর পর পরই অনুরূপ আয়াত নাযিল হল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৯৪)*।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমে ছিলাম, তখন দেখলাম, আমার কাছে একটি দুধের পিয়ালা আনা হল। আমি তা হতে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। তৃপ্তি যেন আমার নখগুলি দিয়ে বের হচ্ছে। অতঃপর আমি অবশিষ্ট দুধ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবকে দিলাম। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এই স্বপ্নের অর্থ আপনি কি করছেন? তিনি বললেন, ইলম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৮৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় নিজেকে একটি কূপের পাড়ে দেখতে পেলাম। কূপটির পাড়ে একটি বালতি ছিল। আমি ঐ বালতি দ্বারা যতটা আল্লাহর ইচ্ছা পানি উঠালাম। তারপর ইবনু আবী কুহাফা অর্থাৎ আবু বকর ঐ বালতিটা নিলেন এবং এক বালতি বা দুই বালতি পানি উঠালেন। তার ঐ বালতি টানার জন্য কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তার ঐ দুর্বলতা ক্ষমা করুন। তারপর ঐ বালতিটা বিরাট আকারের বালতিতে পরিণত হল এবং ইবনুল খাত্ত্বাব অর্থাৎ ওমর (রাঃ) তা নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও ওমরের ন্যায় পানি টেনে তুলতে দেখিনি। এমনকি লোকজন ঐ স্থানকে উটশালা বানাতে উদ্বুদ্ধ হল। ইবনু ওমরের বর্ণনায় আছে, অতঃপর ইবনুল খাত্ত্বাব বালতিটা আবু বকরের হাত হতে নিজের হাতে নিলেন। বালতিটা তার হাতে পৌঁছে বৃহদাকারে পরিণত হল। আর আমি কোন শক্তিশালী নওজোয়ানকেও ওমরের ন্যায় পানি টেনে তুলতে দেখিনি। এমনকি তিনি এত অধিক পরিমাণ পানি তুললেন যে তাতে সমস্ত লোক পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৮৬)*। উক্ত হাদীছে ইসলামকে কূপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দ্বীনের প্রচারকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করা বুঝানো হয়েছে। বালতি দ্বারা সময়কে বুঝানো হয়েছে এবং নওজোয়ন দ্বারা ন্যায়পরায়নতাকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি প্রায় দু'বছর যাবৎ ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অতঃপর আবু

বকরের ইন্তিকালের পর খলীফা মনোনীত হন ওমর (রাঃ)। তাঁর খিলাফলকাল ছিল সুদীর্ঘ ১০ বছর। এ দীর্ঘ সময়কালে তিনি পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর সময় মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করে। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল দিকে সফলতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন ওমর (রাঃ)। তাঁর আদর্শ অনুসরণে মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হত। তিরোহিত হত অশান্তি ও অরাজকতার পঙ্কিলতা। নিমিষেই মুছে যেত যুলুম-অত্যাচার, অনাচার-অবিচারের যাবতীয় আবিলতা। আল্লাহ আমাদেরকে উল্লিখিত আদর্শ মানুষদের অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন।

নবী-রাসূলগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী হতে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ গঠনে পুরুষদের দায়িত্ব অধিক। দেশ ও জাতি পরিচালনায়ও দায়িত্বশীল হচ্ছে পুরুষরা। আল্লাহ তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি, সামর্থ্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জাতির নেতৃত্বের গুণাবলী তাদের মধ্যে দান করেছেন। তাই তাদেরকেই এসব কাজে এগিয়ে আসতে হবে। নবী-রাসূলগণের মত আদর্শ ও সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে এবং নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে সংশোধন করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাহলে দেশ থেকে অন্যায়, অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি দূরীভূত হয়ে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐরূপ নেতা হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

تمت